







বেদব্যাস ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী ।

# কলি-সাহিত্যম্ ।

[ পুরাণাদি সংগৃহীত ]

মূল ও বঙ্গানুবাদ ।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত ।

\* নং স্কিকিয়া স্ট্রীট “ বেদব্যাস কার্যালয় ”  
হইতে প্রকাশিত ।

প্রথম সংস্করণ- ।

কলিকাতা

৭১১ নং নন্দরাম সেনের স্ট্রীটস্থ

মেডিক্যাল ইণ্টেলিজেন্সার প্রেসে

শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১৩০২ সাল ।

মূল্য ১০ চারি আনা মাত্র ।



# কলি-মাহাত্ম্যম্ ।

ॐ

প্রথমোঃ ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

—ঃঃ—

ও নারায়ণং নমস্কৃত্যঃ নরকৈব নরোত্তমঃ ।  
দেবীঃ সরস্বতীঃ ব্যাসঃ ততো জয়মুদীরয়েৎ ।  
মৈত্রেয় উবাচ ।

কলেঃ স্বরূপং ভগবন্ বিস্তরাদজুংহসি ।  
ধর্মশ্চতুষ্পাদগবন্ যস্মিন্ বিপ্লবমুচ্ছতি ॥ ১ ॥

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে  
নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে ।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ভগবন্ ! কলিকালের স্বরূপ আপনি  
বিস্তারপূর্ব্বক কীর্তন করুন, যে কলিকালে চতুষ্পাদ ধর্ম  
বিনুশ্চ - ৷ হইবে ॥ ১ ॥

পরশর উবাচ ।

কলেঃ স্বরূপং মৈত্রেয় যদ্বান্ প্রাপ্তুমিচ্ছতি ।

তন্নিবোধ সমাগ্নয়ং বর্ততে যন্মহামুনে ॥ ২ ॥

বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃদ্ধির্ন কলৌ নৃণাম্ ।

ন সামগ্ৰ্যং যজুর্বেদবিনিষ্পাদনহেতুকা ॥ ৩ ॥

বিবাহা ন কলৌ ধর্ম্মা ন শিষ্যশ্রবণস্থিতিঃ ।

ন দাম্পত্যক্রমো নৈব বহ্নিদৈবাতুকাঃ ক্রমঃ ॥ ৪ ॥

যত্র তত্র কুলে জাতো বলী সর্বেশ্বরঃ কলৌ ।

সর্বেভ্য এব বর্ণেভ্যো যোগ্যঃ কন্ত্যাবরোপনে ॥ ৫ ॥

পরশর কহিলেন, হে মৈত্রেয় ! কলিকালের স্বরূপ যাহা  
আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সমাক্রূপে শ্রবণ কর ॥ ২ ॥  
কলিকালে মনুষ্যাগণের বর্ণ ও আশ্রমের আচারানুকূপ প্রবৃদ্ধি  
সকল বিলুপ্ত হইবে এবং ঐ সকল প্রবৃদ্ধির দ্বারা সাম, থাক ও  
যজুর্বেদ-বিহিত ক্রিয়াসমূহ নিষ্পাদিত হইবে না ॥ ৩ ॥ কলি-  
কালে ধর্ম্মানুকূপ বিবাহ থাকিবে না এবং গুরু ও শিষ্যের  
সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবে, স্বামী ও স্ত্রীর ব্যবহার বিভিন্নরূপে পরিণত  
হইবে এবং হোমাদি ক্রিয়া ও দেবতাপূজা লোপ পাইবে ॥ ৪ ॥  
কলিকালে যে-সে কুলে উৎপন্ন হইয়াও বলবান্ ব্যক্তি সকলের

সেন কেনৈব যোগেন দ্বিজাতিদীক্ষিতঃ কলৌ ।  
 যৈব নৈব চ মৈত্রেয় প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া কলৌ ॥ ৬ ॥  
 সৰ্ক্ষমৈব কলৌ শাস্ত্রং যন্ত যদ্বচনং দ্বিজ ।  
 দেবতাশ্চ কলৌ সৰ্ক্ষাঃ সৰ্কঃ সৰ্কম্য চাশ্রমঃ ॥ ৭ ॥  
 উপবাসস্তথায়ামো নিভোৎসর্গস্তথা কলৌ ।  
 পশ্মো যথাভিরুচিভৈবনুষ্ঠানৈরনুষ্ঠিতঃ ॥ ৮ ॥  
 বিভেন ভবিতা পুংনাং স্নেহনাট্যমদঃ কলৌ ।

প্রভু এবং সকল বর্ণ হইতেই কল্লা বিবাহ করিবার উপযুক্ত  
 পাত্র হইবে ॥ ৫ ॥ দ্বিজাতিগণ নিন্দিত-উপারানুষ্ঠান দ্বাবাও  
 আপনাদিগকে দীক্ষিত বলিয়া পরিচিত করিবে এবং পাপাশ্লগণ  
 কেবল লোকসমূহকে সম্বলি রাখিবার জন্য যেমন তেমন ভাবে  
 প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৬ ॥ হে মৈত্রেয় ! কলিকালে  
 যাহার মাহা নৃথে আসিবে, সে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া প্রকাশ  
 করিবে এবং আপন আপন অভিপ্রায়ানুসারে সকলে সকল  
 দেবতারই উপাসনা করিবে এবং সকলেই সকল আশ্রমে  
 অনুষ্ঠান প্রবেশ করিবে ॥ ৭ ॥ উপবাস, ক্রেশমাধ্য  
 ব্রত ও নিভোৎসর্গ প্রভৃতি পশ্মের, মাহাবং যেরূপ অভিকচি,  
 সে সেইপ্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৮ ॥ কলিকালে মনুষ্য-



স্ত্রীগণং রূপমদশৈব কেশৈরেব ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

সুবর্ণমণিরত্নাদৌ বস্ত্রে চাপি ক্ষয়ং গতে ।

কলৌ স্থিয়ৌ ভবিষ্যন্তি তদা কেশৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ১০ ॥

পরিত্যক্ষ্যন্তি ভর্তার বিত্তহীনং তথা স্থিয়ঃ ।

ভর্তা ভবিষ্যতি কলৌ বস্ত্রবান্বেন যোষিতাম্ ॥ ১১ ॥

যো যো দদাতি বহুলং স স স্বামী তদা নৃণাম্ ।

স্বামিহহেতুঃ সম্বন্ধে ভাবী নাভিজনস্তদা ॥ ১২ ॥

গৃহান্তা দ্রব্যানং যাতা দ্রব্যান্তা চ তথা মতিঃ ।

গণ অতি অল্পমাত্র ধনের অধিকারী হইয়াই অত্যন্ত গর্ব প্রকাশ করিবে এবং স্ত্রীগণ কেবল কেশের দ্বারাই আপনাদিগকে সুন্দরী মনে করিবে ॥ ৯ ॥ সেই সময়ে স্ত্রীগণ

সুবর্ণ, মণি, রত্ন ও বস্ত্রাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াও কেবল কেশের পারিপাট্য দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিবে ॥ ১০ ॥

এবং ধনহীন পতিকে পরিত্যাগ করিবে। কলিকালে যে ব্যক্তি ধনবান্, সেই স্ত্রীগণের ভর্তা হইবে ॥ ১১ ॥ মনুষ্য মধ্যে

যে যাহাকে বহুল পরিমাণে অর্থ প্রদান করিবে, সেই ব্যক্তিই তাহার প্রভু হইবে, প্রভুতা বিষয়ে সংকুলোৎপন্ন বিশিষ্ট সমূহের কোন সমাদর থাকিবে না ॥ ১২ ॥ মনুষ্যগণ ধর্ম্মের

অৰ্থাশ্চাত্মোপভোগান্তা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥১৩ ॥

স্ত্রিয়ঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি স্মৈরিণ্যো ললিতস্পৃহাঃ ।

অন্যায়াবাণ্ডবিত্তেণ পুরুষাশ্চ স্পৃহালবঃ ॥ ১৪ ॥

অত্যর্থিতোহপি স্নহদা স্বার্থহানিং ন মানবঃ ।

পণাঙ্কান্ধাঙ্কমাত্রেহপি করিষ্যতি তদা দ্বিজ ॥১৫ ॥

নমানং পৌরুষকোতো ভাবি বিপ্রেষু বৈ কলৌ ।

ক্ষীরপ্রদানসংবন্ধি ভাবি গোষু চ গৌরবম্ ॥ ১৬ ॥

জন্ম ব্যয় না করিয়া কেবল গৃহাদি নিৰ্ম্মাণেই অর্থসমূহের  
ক্ষয় করিবে এবং মনুষ্যের বুদ্ধি পরকালের চিন্তা না করিয়া,  
কেবল অর্থ উপার্জনের চিন্তাতেই নিরন্তর নিমগ্ন থাকিবে  
এবং মনুষ্যেরা অর্থের দ্বারা অতিথি প্রভৃতির কোন উপ-  
কার না করিয়াই, কেবল আপনার ভোগের জন্ম সমস্ত  
অর্থ অপব্যয় করিবে ॥ ১৩ ॥ কলিকালে স্ত্রীগণ নানাবিধ  
সৌন্দর্য্যো মোহিত হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইবে এবং পুরুষগণ  
অত্যাচার দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতে অভিলাষী হইবে ॥১৪ ॥  
মনুষ্যগণ স্নহদগণের প্রার্থনায়ও নিজের অণুমাত্র স্বার্থ পরি-  
ত্যাগ করিবে না ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণের সহিত আমাদিগের  
কোন বিশেষই নাই, শূদ্রেরা ইহাই ভাবিবে এবং গাভীগণ,

অনারুষ্টিভয়প্রায়াঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্রয়কাতরাঃ ।

ভবিষ্যন্তি তদা সর্দা গগনাসক্তদৃষ্টয়াঃ ॥ ১৭ ॥

কন্দপর্ণফলাহারাস্তাপসা ইব মানবাঃ ।

অস্মানং পাতয়িব্যন্তি তদারুষ্ঠাদিহুঃখিতাঃ ॥ ১৮ ॥

দুর্ভিক্ষমেব সততং তদা ক্লেশমণীষবাঃ ।

প্রাপ্ত্যন্তি ব্যাহতসুখপ্রমোদা মানবাঃ কলৌ ॥ ১৯ ॥

অস্মানভোজিনো নারিদেবতাতিথিপূজনম্ ।

করিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে নচ পিত্রোদকক্রিয়াম্ ॥ ২০ ॥

দুষ্ক দেয় বলিয়াই আমাদের প্রতিপাল্য ; সকলে এইরূপ ভাবিবে ॥ ১৬ ॥ প্রজাসমূহ অনারুষ্টি নিবন্ধন ক্ষুধায় কাতর হইয়া একদৃষ্টিতে আকাশ নিরীক্ষণ করিবে ॥ ১৭ ॥ সেই সময়ে মনুষ্যগণ অনারুষ্টিতে হুঃখিত হইয়া কন্দ, পর্ণ, ফল প্রভৃতি আহার করিষা তাগদের ঞ্চায় কেশমহ করিবে ॥ ১৮ ॥ সেই সময়ে মানবগণ ধনহীন এবং সুখ ও হর্ষরহিত হইয়া নিরন্তর কেবল চর্ভিক্ষরূপ হুঃখ ভোগ করিবে ॥ ১৯ ॥ কলি-কালে মানবগণ স্নান না করিষা ভোজন করিবে এবং অগ্নি, দেবতা ও অতিথির পূজা করিবে না এবং ভুলিয়াও তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণকে পরিতুষ্ট করিতে যত্ন করিবে না ॥ ২০ ॥

## কলি-মাহাত্ম্যম্ ।

লোলুপা হৃদদেহাশ্চ বৃহন্নাদনতং পরাঃ ।

বহুপ্রজাপ্লভাগ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ স্থিরঃ ॥ ২১ ॥

উভাভ্যাংমেব পাণিভ্যাং শিরঃকণ্ঠয়নং স্থিরঃ ।

কুর্কন্ত্যে গুরুভর্জ্জগামাজ্জাং ভেৎস্যন্ত্যনাদৃতাঃ ॥ ২২ ॥

স্বপোষণপরাঃ ক্ষুদ্রা দেহসংস্কারবর্জ্জিতাঃ ।

পরমান্নতভামিণ্যে ভবিষ্যন্তি কলৌ স্থিরঃ ॥ ২৩ ॥

দুঃশীলা দুষ্কর্মেণ কুর্কন্ত্যঃ সততং স্পৃহাম্ ।

অসদ্বৃত্তা ভবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলান্দনাঃ ॥ ২৪ ॥

বেদাদানং কবিষ্যন্তি বটবশ্চ তদাব্রতাঃ ।

সকলেই নিতান্ত লোভী হইবে, দেহ সকল ক্রমশঃ

হইয়া আসিবে, দ্বীগণ বহু ভোজনশীল হইবে এবং প্রত্যেকেরই

প্রায় বহুতর সমৃদ্ধি হইবে ও সকলেই ভাগ্য-হীন হইবে ॥ ২১ ॥

দ্বীগণ উভয় হস্তের দ্বারা মস্তক কণ্ঠয়ন করিতে করিতে

অনার্যসে স্বামীর আজ্ঞা অবহেলন করিবে ॥ ২২ ॥ এবং

‘ক্ষুদ্রাণ্য ইহা কেবল নিজের দেহ পোষণে ব্যস্ত থাকিবে,

শরীরাদির বিশেষ সংস্কার করিবে না এবং নিরন্তর কঠোর

ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবে ॥ ২৩ ॥ কুলদ্বীগণ দুঃশীলা হইবে

এবং অসদ্বৃত্ত পুরুষসমূহে স্পৃহাবতী হইয়া নিরন্তর অসদাচারে

গৃহস্থাস্তি ন হোব্যস্তি ন দান্যন্ত্যুচিতান্যপি ॥ ২৫ ॥

বনবাসী ভবিষ্যন্তি গ্রাম্যাহারপরিগ্রহাঃ ।

ভিক্ষবশ্চাপি মিত্রাদিস্নেহসম্বন্ধযন্ত্রিতাঃ ॥ ২৬ ॥

অরক্ষিতারো হর্ভারঃ শুদ্ধব্যাঞ্জন পার্থিবাঃ ।

হারিণৌ জনবিত্তানাং সংপ্রাপ্তে তু কলৌ যুগে ॥ ২৭ ॥

যো যোহশ্বরথনাগাঢ্যঃ স স রাজা ভবিষ্যতি ।

যশ্চ যশ্চাবলঃ সর্ষঃ স স ভূত্যঃ কলৌ যুগে ॥ ২৮ ॥

বৈশ্যাঃ কৃষিবাণিজ্যাদি সংত্যজ্য নিজকৰ্ম্ম যৎ ।

রত থাকিবে ॥ ২৪ ॥ আচারহীন অথচ ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ-

পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-তনয়গণ বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং গৃহস্থগণ  
হোমাদি করিবে না ও উচিত দানসমূহও প্রদান করিবে

না ॥ ২৫ ॥ বনবাসিভিক্ষুকগণ গ্রাম্য আহার ও পরিগ্রহে রত

হইয়া মিত্রাদিরসহিত স্নেহ-স্বত্রে আবদ্ধ হইবে ॥ ২৬ ॥ কলি-

যুগে রাজগণ প্রজাপালন করিবে না, অথচ বলপূর্ব্বক প্রজার

বিত্ত হরণ করিবে ॥ ২৭ ॥ যাহার যাহার অশ্ব, রথ, হস্তী

থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তিই রাজা হইবে এবং যে যে ব্যক্তি

হীনবল হইবে, তাহার দাসত্ব-ভার বহন করিবে ॥ ২৮ ॥

বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি স্বীয় কর্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ

শূদ্রবৃত্ত্য। এবংযান্তি কারুকর্ষোপজীবিনঃ ॥ ২৯ ॥

ভৈক্ষ্যব্রতান্তথা শূদ্রা প্রব্রজ্যালিঙ্গিনোহধমাঃ ।

পাম্ণংসংশ্রয়াং বৃত্তিমাশ্রয়িত্যন্ত্যগংস্কৃতাঃ ॥ ৩০ ॥

দুভিক্ষকরপীড়াভিবতীবোপহতা জনাঃ ।

গবেধুককদমাদ্যান্ দেশান্ যান্যন্তি দুঃখিতাঃ ॥ ৩১ ॥

বেদমার্গে প্রলীনে চ পামণ্ডাটো ততো জনে ।

অধর্মহৃদ্যা লোকানাং স্বল্পমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যমানেষু বৈ তপঃ ।

করিয়া শূদ্রবৃত্তি, শিল্প কর্ম প্রভৃতির দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবে ॥ ২৯ ॥ এবঃ অধম শূদ্রজাতি তাপসের বেশধারণ-পূর্ব্বক ভিক্ষাব্রতে ব্রতী হইবে। দ্বিজাতিগণ সংস্কার-বর্জিত হইয়া, পামণ্ড-সংশ্রিত বৃত্তিসমূহকে অবলম্বন করিবে ॥ ৩০ ॥ লোকসমূহ দুর্ভিক্ষ, রাজকর এবং ব্যাধি দ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া গবেধুক, কদম প্রভৃতি দেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ৩১। তাহার পর বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইয়া লোকসমূহ পামণ্ডপ্রায় হইলে ক্রমশঃ অধর্মের বৃদ্ধি নিবন্ধন জীবগণের পরমায়ু অল্প হইয়া আসিবে ॥ ৩২ ॥ সেই সময়ে তাপিত মনুষ্যাগণ অশাস্ত্র-বিহিত তপস্তা করিবে,

নরেষু নৃপদোমেণ বালয়্যুর্ভূরিয়াতি ॥ ৩৭ ॥

ভবিতী যোযিতাং সৃষ্টিঃ পঞ্চ মট্ সপ্তদ্বাদিকী ।

নবাষ্টদশবর্ষাণাং মনুষ্যাণাং তথা কলৌ ॥ ৩৪ ॥

পলিতৌদ্রবশ্চ ভবিতা তদা দ্বাদশবাসিকঃ ।

নাতিজীবতি বৈ কশ্চিৎ কলৌ বৎসানি বিংশতিম্ ॥ ৩৫ ॥

অল্পপ্রজ্ঞা রুথালিঙ্গা দুষ্টান্তঃকরণাঃ কলৌ ।

যতস্ততো বিনশ্যন্তি কালেনাঙ্গেন মানবাঃ ॥ ৩৬ ॥

যদা যদা হি পাপগুরুদ্ধিশ্চৈশ্চৈত্রৈ লক্ষ্যতে ।

তাহাতে ও অশাস্ত্রিক রাজার দোষে লোক-মধ্যে অকাল-মৃত্যু আরম্ভ হইবে ॥ ৩৩ ॥ কলিকালে অষ্টম, নবম এবং

দশম বর্ষ-বয়স্ক পুরুষ-সহবাসেই, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম-বর্ষীয়া বালিকারাই সম্ভাবন প্রসব করিবে ॥ ৩৪ ॥ সেই সময়ে দ্বাদশ

বর্ষ বয়সেই মনুষ্যগণ বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং বিংশতি বৎস-

বের অধিক কেহই জীবিত থাকিবে না ॥ ৩৫ ॥ কলিকালে

লোকসমূহেব প্রজ্ঞা অতি অল্প হইবে, তাহাদের ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি অতিশয় কুৎসিত ও অস্তঃকরণ অতি অপবিত্র হইবে

এবং তাহারা অতি অল্পকালেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৬ ॥

হে মৈত্রেয় ! যে সময়ে পাপগু ব্যক্তিগণের অত্যন্ত বৃদ্ধি

তদা তদা কলের'দ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৩৭ ॥  
 যদা যদা সত্যং হানিবে'দমার্গানুসারিণাম্ ।  
 প্রারম্ভাশ্চাবনীদন্তি যদা ধর্মভূতাং বৃণাম্ ।  
 তদানুমেয়ং প্রাধান্যং কলে'ন্মৈ'ত্রের পিণ্ডতৈঃ ॥ ৩৮ ॥  
 যদা যদা ন বজ্জানামীশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ ।  
 ইজ্যতে পুরুষৈর্যজৈস্তদা জ্যেয়ং কলে'র্দলম্ ॥ ৩৯ ॥  
 ন প্রীতির্নেদবাদেনু পামণ্ডেনু যদা রতিঃ ।  
 কলিরদ্ধিস্তদা প্রাজৈ'রনুমেয়া দ্বিজোত্তম ॥ ৪০ ॥

পরিলক্ষিত হইবে, সেই সময়ে বিচক্ষণ জনগণ কলির  
 অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই অনুমান করিবেন ॥ ৩৭ ॥  
 হে মৈত্রেয় ! যখন বেদ-মার্গানুসারী সৎপুরুষগণের হানি পরি-  
 লক্ষিত হইবে ও ধার্মিকগণের কর্ম্মারম্ভ সমুদয় অবসর হইয়া  
 আসিবে, সেই সময়ে পিণ্ডতগণ কলির প্রাধান্য অনুমান  
 করিবেন ॥ ৩৮ ॥ যে সময়ে পুরুষগণ সমস্ত বজ্জের অধীশ্বর  
 পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণকে আর যজ্ঞের দ্বারা পূজা  
 করিলে না, সেই সময়ে কলি অত্যন্ত বলবান্ হইয়াছে, ইহাই  
 জানিবে ॥ ৩৯ ॥ যে সময়ে মনুষ্যগণের বেদ বাক্যে প্রীতি  
 থাকিবে না এবং পামণ্ডগণের উপদেশে বিশ্বাস হইবে, সেই



কলৌ জগৎপতিং বিষ্ণুং নৰ্কশ্রষ্টারনীশ্বরম্ ।

নার্চয়িম্যন্তি মৈত্রেয় পাষণ্ডোপহতা নরাঃ ॥ ৪১ ॥

কিং বেদৈঃ কিং দ্বিজৈর্দেবৈঃ কিং শৌচেনামুজন্মনা ।

ইত্যেবং বিপ্র বক্ষ্যন্তি পাষণ্ডোপহতা নরাঃ ॥ ৪২ ॥

স্বল্লাসুরষ্টিঃ পৰ্জ্জন্যঃ শস্যং স্বল্পফলং তথা ।

ফলং তথাল্পনারঞ্চ বিপ্র প্রাপ্তে কলৌ যুগে ॥ ৪৩ ॥

শাণপ্রায়াণি বস্ত্রাণি শমীপ্রায়া মহীকুহাঃ ।

সময়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কলির বৃদ্ধি অনুমান করিবেন ॥ ৪০ ॥

হে মৈত্রেয় ! কলিকালে মনুষ্যগণ পাষণ্ডগণের উপদেশে মোহিত হইয়া সকলের শ্রষ্টা জগৎপতি পরমেশ্বর বিষ্ণুকে অৰ্চনা করিবে না ॥ ৪১ ॥ পাষণ্ডের উপদেশে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যগণ, “বেদের দ্বারা কি হইবে, ব্রাহ্মণগণের কি ক্ষমতা আছে, দেবগণ কি করিতে পারেন, জলাদি দ্বারা শৌচ করিলে কি হয়” ইত্যাদি নানা প্রকার প্রলাপ-বাক্য বলিবে ॥ ৪২ ॥ হে ব্রজ ! কলিকালে মেঘসমূহে অতি অল্প-মাত্র জল থাকিবে. কাজেই তাহা হইতে অতি অল্প পরি-মাণেই বৃষ্টি হইবে, শস্যসমূহে অল্প ফল প্রসব হইবে এবং ফলসমূহে অতি অল্প সার থাকিবে ॥ ৪৩ ॥ কলিকালে

শূদ্রপ্রায়ান্তথা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৪৪ ॥  
 অণুপ্রায়ানি পান্যানি আজগ্রায়ং তথা পয়ঃ ।  
 ভবিষ্যতি কলৌ প্রাপ্তে উষীরঞ্চানুলেপনম্ ॥ ৪৫ ॥  
 শশ্রশশ্চবভূয়িষ্ঠা গুরবশ্চ নৃণাং কলৌ ।  
 শ্যালাদ্যা হারিভার্যাশ্চ সূহৃদো মুনিসত্তম ॥ ৪৬ ॥  
 কন্য মাতা পিতা কন্য যদা কৰ্ম্মান্নকঃ পুমান্ ।  
 ইতি চোদাহরিষ্যন্তি শ্বশুরানুগতা নরাঃ ॥ ৪৭ ॥  
 বাঘনঃকারিকৈর্দৌমৈরভিভূতাঃ পুনঃ পুনঃ ।

সমস্ত বস্ত্রই প্রায় শণের সূত্র দ্বারা নির্মিত হইবে, সকল বৃক্ষই  
 প্রায় শমীবৃক্ষের তুল্য হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণই  
 শূদ্রপ্রায় হইয়া আসিবে ॥ ৪৪ ॥ ধাত্তসমূহ ক্রমশঃ ছোট  
 হইয়া আসিবে, গো-সকল ছাগী-পরিমাণে ছুন্ধ দিবে এবং  
 উষীর (খস্খন্স্) ই মনুষ্যগণের অনুলেপন হইবে ॥ ৪৫ ॥  
 কলিকালে শ্বশুর ও শাশুড়ীই মনুষ্যগণের প্রধান গুরু  
 হইবে এবং শ্রালক ও যাহাদের স্ত্রী অতিশয় সুন্দরী, তাহা-  
 রাই-বন্ধু হইবে ॥ ৪৬ ॥ মনুষ্যগণ শ্বশুরের অনুগত হইয়া,  
 “কাহার মাতা, কাহার পিতা, সকলেই আপন কৰ্ম্মান্নসারে  
 সৃষ্ট হইয়াছে,” এই কথাই বলিবে ॥ ৪৭ ॥ অন্নবুদ্ধি মনুষ্যগণ !

নরাঃ পাপান্যনুদিনং করিষ্যন্ত্যল্লমেধনঃ ॥ ৪৮ ॥

নিঃসহানামশৌচানাং নিশ্চীকাণাং তথা বৃণাম্ ।

যদ্বদুঃখায় তং নরকং কলিকালে ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারে স্বধাস্বাহাবিবর্জিতে ।

তথা প্রবিরলো বিপ্র কচিল্লোকো গিবৎন্যতি ॥ ৫০ ॥

তথাল্পেনৈব যত্নেন পুণ্যস্কন্ধমনুত্তমম্ ।

করোতি যং কৃতযুগে ক্রিয়তে তপসা হি নঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি কলিমাহাত্ম্যে প্রথমাংশে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

শাব্য, মন এবং কায়িক দোষসমূহ দ্বারা অভিভূত হইয়া পুনঃপুনঃ পাপেরই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৪৮ ॥ সদ্ধীন, অশুচি এবং শীত্রষ্ট মনুষ্যগণের যাহা যাহা দুঃখের, সে সমস্ত কলিকালে হইবে ॥ ৪৯ ॥ সেই সময়ে লোকসমূহ স্বাধ্যায় ও বষট্কাররহিত এবং স্বধা ও স্বাহাবিবর্জিত কীকটাদি কোন স্থানে নিবাস করিবে ॥ ৫০ ॥ কলির এই সমস্ত মহৎ দোষ থাকিলেও একটা পরম গুণ এই যে, সত্য কালে কঠোর তপস্তা দ্বারা যে পুণ্য অর্জিত হয়, কলিতে অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই মনুষ্য তাহা অর্জন করিতে পারে ॥ ৫১ ॥

প্রথমাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## দ্বিতীয়োঃ ধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ব্যাগশ্চাহ মহাবুদ্ধিৰ্যদত্রৈব হি বস্তুনি ।

তং শ্রুত্বাং মহাভাগ গদতো মম তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥

কস্মিন্ কালেহল্লকো ধর্মো দদাতি স্মহং ফলম্ ।

মুনীনামিত্যভূতাদঃ কৈশ্চানৌ ত্রিযন্তে স্তথম্ ॥ ২ ॥

সন্দেহনিগমার্থায় বেদব্যাগং মহামুনিম্ ।

সযুস্তে সংশয়ং প্রাপ্তুং মৈত্রেয় মুনির্জ্বল ॥ ৩ ॥

দদশুস্তে মুনিং তত্র জাহ্নবৌগলিলে দ্বিজা ।

বেদব্যাগং মহাভাগমর্ক্সাতং মহামতিম্ ॥ ৪ ॥

পরশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! মহামতি ব্যাসদেব এই বিষয়ে যে সমস্ত তত্ত্ব কহিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ কোন সময়ে মুনিগণের পরস্পর, “কোন কালে ধর্ম স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াও মহৎ ফল প্রদান করে” এই বিষয় লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। হে মুনি-শ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়! তাঁহারা সকলেই সংশয়িত হইয়া সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসদেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ সেই মুনিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মুনিবর মহামতি ব্যাসদেব অর্ক্সাত-অবস্থায় পবিত্র জাহ্নবা

স্নানাবনানং ততস্য প্রতীক্ষস্তো মহর্ষয়ঃ ।

তস্মুস্তটে মহানদ্যাস্তরুমণ্ডমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৫ ॥

সম্মোহথ জাহ্নবীতোয়াত্থায়াহ স্মৃতো মম ।

ব্যাসঃ সাধুঃ কলিঃ সাধুরিত্যেবং শৃণ্বতা ততঃ ॥ ৬ ॥

তেষাং মুনীনাং ভূয়শ্চ নঃ ক্ষজ্জ ন নদীজলে ।

উথায় সাধু সাধ্বিত্তি শূদ্র ধন্যোহসি চাত্রবীং ॥ ৭ ॥

স নিমগ্নঃ সমুথায় পুনঃ প্রাহ মহামুনিঃ ।

ষোষিতঃ সাধ ধন্যাস্তাস্তাভ্যো ধন্যতরোহসি কঃ ॥ ৮ ॥

সলিলে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪ ॥ স্মৃতরাং মহর্ষিগণ তাঁহার

স্নান সমাপ্তি পর্যাস্ত জাহ্নবীতীরস্থ বৃক্ষসমূহের মূলে অপেক্ষা

করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ পরে আমার পুত্র ব্যাসদেব স্নানান্তর

জাহ্নবীতীর হইতে উত্থান করিয়া মুনিগণকে শুনাইয়া, কলি-

“কালই সাধু, কলিকালই সাধু” এই বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

পুনরায় নদীজলে অবগাহনান্তর উত্থান করিয়া “হে শূদ্র !

তুমিই সাধু এবং তুমিই ধন্য,” এই বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

পরে আবার ব্যাসদেব স্নান করিয়া উত্থানপূর্বক “হে স্ত্রীগণ !

তোমরাই ধন্য, তোমরাই ধন্য, তোমাদের অধিক ধন্যতর এ

জগতে আর কে আছে ?” এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

ততঃ স্নাহা যথান্যায়মায়োন্তং ক্লতনংক্রিয়ম্ ।  
 উপতস্কুর্মহাভাগং মুনয়ন্তে স্মৃতং মম ॥ ৯ ॥  
 ক্লতনংবন্দনাংশ্চাহ কতাসনপরিগ্রহান্ ।  
 কিমর্থমাগতা বৃগগিতি সত্যবতীস্মৃতঃ ॥ ১০ ॥  
 তমূঢ়ঃ সংশয়ং প্রাপ্তুং ভবন্তং বয়মাগতাঃ ।  
 অলং তেনাস্তু তাবল্লঃ কথ্যতামপরং ত্বয়া ॥ ১১ ॥  
 কলিঃ সাক্ষিতি যং প্রোক্তং শূদ্রঃ সাক্ষিতি যোষিতঃ ।

তৎপরে যথাবিধি স্নানপূর্ব্বক নিতাক্রিয়া সমাপন করিয়া,  
 ব্যাসদেব আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, সেই মুনিগণ তাঁহার  
 নিকট আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥ যথাবিধি অভিবাদনের  
 অনন্তর মুনিগণ আসন পরিগ্রহ করিলে সত্যবতীস্মৃত ব্যাস  
 তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! আপনারা  
 কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? ॥ ১০ ॥ মুনিগণ বলিলেন,  
 হে মহাভাপ! আমাদের কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত  
 হইয়াছিল, তাহারই নির্ণয়ের জন্ত আপনার নিকট আসি-  
 য়াছি। কিন্তু তাহা এখন থাকুক, আপনি অত্র বিষয় আমা-

যদাহ ভগবান্ সাধু ধন্যাশ্চেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

তং সৰ্বং শ্রোতুমিচ্ছামো ন চেদগ্ৰহং মহামুনে ।

তং কথ্যতাং ততো জংস্থং প্রজ্যামস্ত্রাং প্রয়োজনম্ ১৩

ইত্যুক্তো মুনিভির্ব্যানঃ প্রহন্যেদনথাব্রবীৎ ।

শ্রায়তাং ভো মুনিশ্রেষ্ঠা বহুজং সাধু সাধিকৃতি ॥ ১৪ ॥

দিগকে বলুন ॥ ১১ ॥ আপনি স্নান করিতে করিতে বায়স্যাব  
বলিলেন যে, কলিই সাধু, শূদ্রও সাধু, এবং স্ত্রীগণও সাধু  
এবং অতি ধন্য ১২ ॥ হে মহামুনে ! যদি এ বিষয়ের তত্ত্ব  
আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে কোন বাধা না থাকে,  
তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্বক কীৰ্ত্তন করুন ; কারণ এই বিষয়  
শুনিতে আনাদের সকলেরই অভিলাষ হইরাছে, পরে আমা  
দিগের প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব ॥ ১৩ ॥  
মহর্ষি বেদব্যাস মুনিগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, ঈদং  
হাস্ত করিয়া কহিলেন, হে মুনি প্রবরগণ ! আমার মূখ হইতে যে  
কলি সাধু, শূদ্র সাধু ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার  
তত্ত্ব আমি আপনাদিগকে কহিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১৪ ॥

যৎকৃতে দশভির্বৈষ্ণেভ্যাম্ হায়নেন যৎ ।  
 দ্বাপরে বচ মাগেন অহোরাত্রেণ তৎ কলৌ ॥ ১৫ ॥  
 তপনো ব্রহ্মচর্য্যস্য জপাদেশচ ফলং দ্বিজাঃ ।  
 প্রাপ্নোতি পুরুষস্তেন কলিঃ সাক্ষিতি ভাবিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রে ভ্যাম্ দ্বাপরেহর্চয়ন্ ।  
 যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবন্ ॥ ১৭ ॥  
 ধর্ম্মোৎকর্ষমতীবাত্র প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কলৌ ।

সত্যযুগে দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া, ত্রেতাযুগে এক বৎসর  
 পরিশ্রম করিয়া এবং দ্বাপর যুগে একমানকাল পরিশ্রম  
 করিয়া তপস্বী বা ব্রহ্মচর্য্য অথবা জপাদির অনুষ্ঠান দ্বারা  
 যে ফল হইয়া থাকে, হে বিজগৎ ! কলিকালে মনুষ্য এক  
 দিবসাত্রে পরিশ্রমেই সেই ফল লাভ করিয়া থাকে ; এই  
 নিমিত্তই কলিকে সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি ॥ ১৫-১৬ ॥  
 মতায়ুগে বহুক্লেশসাধ্য ধ্যান-যোগ করিয়া ও ত্রেতাযুগে নানা-  
 বিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং দ্বাপর যুগে বহুতর অর্চনাদি  
 দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন  
 করিয়াই মনুষ্য সেই ফল লাভ করিতে পারে ॥ ১৭ ॥ কলি-



অগ্নায়ানেন ধর্মজ্ঞানেন তুষ্ণোহস্ম্যহং কলেঃ ॥ ১৮  
 ব্রতচর্য্যাপরৈর্গ্ৰাহো বেদঃ পূর্ব্বং দ্বিজাতিভিঃ ।  
 ততঃ স্বধর্ম্মনস্প্রাণৈর্ঘৃষ্টব্যং বিধিনাংবরৈঃ ॥ ১৯ ॥  
 বৃথা কথ্য বৃথা ভোজ্যং বৃথৈজ্য চ দ্বিজন্মনাম্ ।  
 পতনায় তথা ভাব্যং তৈশ্চনংযমিভিঃ সদা ॥ ২০ ॥  
 অসন্যাকরণে দোষস্তেষাং সর্বেষু কর্ম্মসু ।

যুগে মনুষ্য অতি অল্পমাত্র আয়াস স্বীকার করিয়াই বহুতর  
 ধর্ম্ম অর্জন করিতে পারে, হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ! আমি  
 এই নিমিত্তই অত্যন্ত তুষ্ণ হইয়া কলিকে সাধু কীর্ত্তন করি-  
 য়াছি ॥ ১৮ ॥ দ্বিজাতিগণ রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন-  
 পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নের অবিকারী হইয়া থাকেন, তৎপরে  
 রীতিমত বেদাধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম পরিপাল-  
 নের জন্ত যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতে  
 হয় ॥ ১৯ ॥ এবং তাঁহারা অসংযত হইয়া যদি বৃথা কথ্য  
 কিস্মা বৃথা ভোজ্য অথবা বৃথা যজ্ঞাদিতে কালক্ষেপ করেন,  
 তাহা হইলেই স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥  
 যে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন অংশে ত্রুটি হইলে তাঁহারা

ভোজ্যপেয়াদিকৈঃ স্যং নেচ্ছাপ্রাপ্তিকরং দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥

পারতন্ত্র্যং সমস্তেষু তেষাং কার্যেষু বৈ ততঃ ।

জয়ন্তি তে নিজান্ লোকান্ ক্লেশেন মহতা দ্বিজাঃ ॥ ২২ ॥

দ্বিজশৃঙ্গায়ৈবৈষ পাকযজ্ঞাধিকারবান্ ।

নিজান্ জয়তি বৈ লোকান্ শূদ্রো ধন্যতরস্ততঃ ॥ ২৩ ॥

ভক্ষ্যাভক্ষ্যেবু নান্যাস্তি পেয়াপেয়েবু বৈ যতঃ ।

নিয়মো মুনিশাদৃলাস্তেনাসৌ সাধিতীরিতগ্ ॥ ২৪ ॥

পাপের ভাগী হন এবং তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ ভোজ্য অথবা  
পানাদি কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন না ॥ ২১ ॥ সমস্ত কার্যেই  
তাঁহাদিগকে পরাধীনের আয় শাস্ত্রের অনুগামী হইয়া চলিতে  
হয়, ইহাতেও বহুতর ক্লেশ স্বাকার করিয়া, বহুতর ধর্ম অর্জন  
করিতে পারিলে, তবে তাঁহারা পরকালে সদগতি প্রাপ্ত হইয়া  
থাকেন ॥ ২২ ॥ কিন্তু কেবল দ্বিজাতিগণের সেবার দ্বারা  
শূদ্র, পাকযজ্ঞের ফল পাইবার অধিকারী হয় ও অন্তিমে উৎকৃষ্ট-  
গতি প্রাপ্ত হয়, এই জন্তই শূদ্র-জাতিকে ধন্যবাদ প্রদান করি-  
য়াছি ॥ ২৩ ॥ এবং হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যে হেতুক ইহাদের  
ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য, পেয় বা অপেয় বিষয়ে কোন নিয়ম নাই,

স্বধর্মগ্যা বিরোধেন নলৈল্কং ধনং নদা ।

প্রতিপাদনীয়ং পাত্রেষু যষ্টব্যঞ্চ যথাবিধি ॥ ২৫ ॥

তদ্যজ্ঞেনে মহাক্লেশঃ পালনে চ দ্বিজোত্তমাঃ ।

তথা সধিনিয়োগায় বিজ্ঞেয়ং গহনং নৃণাম্ ॥ ২৬ ॥

এভিরনৈ্যস্তথাক্লেশৈঃ পুরুষা দ্বিজসত্তমাঃ ।

নিজানুজয়ন্তি বৈ লোকান্ প্রজাপত্যাদিকান্ ক্রমাৎ ॥ ২৭ ॥

কাজেই ইহারা তজ্ঞাত কোন প্রকার পাপেরও ভাগী হয় না । এই জ্ঞাত ইহাকে সাধু বলিয়াও কীর্তন করিয়াছি ॥ ২৪ ॥

পুরুষগণ স্বধর্মের অবিরোধে সর্বদা ধন উপার্জন করিবে এবং তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করিবে ও তাহার দ্বারা যথা-বিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম ॥ ২৫ ॥

‘হে দ্বিজোত্তমগণ ! সেই অর্থের উপার্জন ও তাহার রক্ষা ও তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পুরুষগণকে মহাক্লেশ পাইতে হয় ॥ ২৬ ॥ এই সমস্ত ও অজ্ঞাত বহুবিধ ক্লেশ সহ করিয়া, স্বীয় ধর্ম রক্ষা করিতে পারিলে, তবে পুরুষগণ ক্রমে প্রজাপত্যাदि লোকসমূহে গমন করিতে সমর্থ হইয়া

যোষিং শুশ্রূষণং ভর্তৃঃ কৰ্ম্মণা মনসা গিরা ।  
 কুৰ্ক্ৰমী সমবাপ্নোতি তংসালোকাং যতো বিজ্ঞাঃ ॥ ২৮ ॥  
 নান্তিক্লেশেন মহতা তানেব পুরুষো যথা ।  
 তৃতীয়ং ব্যাহতং তেন ময়া নাস্মিতি যোষিতঃ ॥ ২৯ ॥  
 এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা যন্নিমিত্তমিহাংগতাঃ ।  
 তং পৃচ্ছধ্বং যথাকামং সৰ্ব্বং বক্ষ্যামি বঃ স্মৃটম্ ॥ ৩০ ॥  
 পরাশর উবাচ ।

ততস্তে মুনয়ঃ প্রোচুৰ্গং প্রাষ্টব্যং মহানুনে ।  
 অন্যস্মিন্নেব তং পৃষ্ঠে যথাবৎ কথিতং ত্বয়া ॥ ৩১ ॥

---

থাকেন ॥ ২৭ ॥ কিন্তু হে দ্বিজগণ ! স্ত্রীলোকেরা কার্যমনো-  
 বাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করিয়াই বিনা ক্লেশে সেই সকল লোকে  
 গমন করিতে পারে, এই নিমিত্তই আপনারা আমার মুখ  
 হইতে স্ত্রীগণ সাধু এই কথা শুনিতে পাইয়াছেন ॥ ২৮-২৯ ॥  
 হে বিপ্রগণ ! এই ত আপনাদের নিকট সমস্ত প্রকাশ  
 করিলাম, এক্ষণে আপনারা যে জন্তু আমার নিকট আগমন  
 করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করুন, আমি বিশদরূপে সে সম-  
 স্তের উত্তর প্রদান করিতেছি ॥ ৩০ ॥

পরাশর কহিলেন, তাহার পর সেই মহর্ষিগণ কহি-

ততঃ প্রাহস্য তান্ প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ।  
 বিশ্বয়োৎফুল্লনয়নাংস্তাপসাংস্তানুপাগতান ॥ ৩২ ॥  
 নয়েষ ভবতাং প্রশ্নো জ্ঞাতো দিব্যেন চক্ষুযা ।  
 ততো হি বঃ প্রসঙ্গেন সাধু সাধ্বিতি ভামিতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 স্বল্পেনৈব প্রযত্নেন ধর্ম্যঃ নিধ্যতি বৈ কণৌ ।  
 নরৈরাশ্বগুণাশ্চোভিঃ ক্ষালিতাখিলকিঞ্চিदैঃ ॥ ৩৪ ॥  
 শৃদ্রৈশ্চ বিজ্ঞশ্চ শ্রমাতংপরৈর্মুনিগন্তমাঃ ।

লেন, হে মহামুনে! আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসি-  
 য়াছি, আপনি অত্র বিষয়ের কথাপ্রসঙ্গে আমাদের সেই  
 বিষয়েরই সম্যকরূপে উত্তর প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥  
 তৎপরে মহর্ষি দ্বৈপায়ন কিঞ্চিৎ হস্ত করিয়া বিশ্বয়োৎ-  
 ফুল্ললোচন সমাগত তাপসগণকে কহিলেন ॥ ৩২ ॥ হে মহর্ষি-  
 গণ! আমি দিব্য জ্ঞান-বলে আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয়  
 অবগত হইয়া আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কলি সাধু, শূদ্র  
 সাধু ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম ॥ ৩৩ ॥ কলি-  
 কালে মানবগণ সদ্বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা নিখিল পাপ হইতে  
 বিমুক্ত হইয়া অতি অল্প প্রয়াসেই বহুতর ধর্ম্য উপার্জন  
 করিতে পারে ॥ ৩৪ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শূদ্রগণও অক্লে-

তথা স্ত্রীভিরনায়ানাং পতিশুশ্রুষ্যৈব হি ॥ ৩৫ ॥

তত্ৰস্ত্রীতয়মপ্যেতন্মম ধন্যতমং মতম্ ।

ধৰ্মসংসাধনে ক্লেশো দ্বিজাঙ্গীনাং কৃতাদিষু ॥ ৩৬ ॥

ভবদ্বিৰ্বদাভিপ্ৰেতং তদেতং কথিতং ময়া ।

অপৃষ্টেনাপি ধৰ্মজ্ঞাঃ কিমন্যং কথ্যতাং দ্বিজাঃ ॥ ৩৭ ॥

ততঃ সংপূজ্য তে ব্যাগং প্রশন্য চ পুনঃ পুনঃ ।

যথাগতং দ্বিজা জগ্মুৰ্ব্যানোক্তিক্ষতসংশয়াঃ ॥ ৩৮ ॥

শেই কেবল দ্বিজকুলের সেবাদ্বারাই এবং স্ত্রীলোকেরা

অনায়াসে কেবল পতি-শুশ্রূষা দ্বারাই বহুতর ধৰ্ম অৰ্জন

করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৫ ॥ এই নিমিত্তই এই তিন জনকেই

আমি ধন্যতম বলিয়া কীর্তন করিয়াছি। দেখুন, সত্য

প্রভৃতি যুগসমূহে ধৰ্ম অৰ্জন করিতে হইলে, কেবল

দ্বিজাঙ্গিণকেই বিশেষ ক্লেশ সহ করিতে হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

হে দ্বিজগণ! আপনারা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই অপৃষ্ট

হইয়াও আমি আপনাদের অভিপ্ৰেত বিষয় কীর্তন করি-

লাম, এক্ষণে আর কি কহিব, তাহা বলুন ॥ ৩৭ ॥ তাহার

পর সেই মহর্ষিগণ মহামতি ব্যাসদেবকে বারংবার যথাবিধি

ভবতোহপি মহাভাগ ব্রহ্মণ্যং কথিতং ময়া ।

অত্যন্তদুষ্টস্য কলেরয়মেকো মহান্ গুণঃ ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তদন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৩৯ ॥

ইতি কলিমাহাত্ম্যে প্রথমাংশে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

পূজা ও বহুতর প্রশংসা করিয়া, ব্যাসের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে  
আপন আপন সংশয় অপনোদন করিয়া, যে স্থল হইতে  
আগমন করিয়াছিলেন, তথায় প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৮ ॥

হে মৈত্রেয় ! অত্যন্ত দুষ্টি কলির এই একটী মহদগুণ  
যে, এই কালে মনুষ্যাগণ কেবল হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন করিলেই  
পরম-পদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

প্রথমাংশ সম্পূর্ণ ।

ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত কলিমাহাত্ম্য সমাপ্ত ।

## দ্বিতীয়াংশঃ

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীশুক উবাচ ।

ততশ্চানুদিনং ধর্মঃ সত্য শৌচং ক্ষমা দয়া ।  
কালেন বলিনা রাজন্ নজ্জ্যত্যাযুর্বলং স্মৃতিঃ ॥ ১ ॥  
বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ ।  
ধর্মন্যায়বাস্থ্যায়ং কারণং বলমেব হি ॥ ২ ॥  
দাম্পত্যেহভিরুচির্হেতুর্মাতৈব ব্যবহারিকে ।  
স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ তি রতিবিপ্রত্বে সূত্রমেব হি ॥ ৩ ॥

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! বলবান্ কালবশে ধর্ম, সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মৃতি নষ্ট হইতে থাকিবে । ১ ।  
কলিতে ধনই মানবসমূহের জন্ম, আচার ও গুণ প্রভৃতির  
নির্দারক এবং বলই ধর্ম ও শ্রায় নিরূপণের মূলীভূত হেতু  
হইবে । ২ । দাম্পত্যে কুলগোত্র-বিচার থাকিবে না ;—  
তাহাতে কেবল মনোরথ : ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে ছলনা ; স্ত্রী ও  
পুরুষে রতি, এবং ব্রাহ্মণহসম্বন্ধে যজ্ঞসূত্রই শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক



লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতাবন্যোন্ম্যাপত্তিকারণম্ ।

অরুত্যা ন্যায়দৌর্কল্যং পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ ॥ ৪

অনাঢ্যতৈবাসাধুত্বৈ সাধুত্বৈ দম্ভ এব তু ।

স্বীকার এব চোদ্বাহে স্নানমেব প্রসাধনম্ ॥ ৫ ॥

দূরে বার্ষ্যয়ণং তীর্থং লাবণ্যং কেশধারণম্ ।

উদরস্তুরতা স্বার্থঃ সত্যত্বৈ ধাষ্ট্র্যমেব হি ।

দাক্ষ্যং কুটুম্বভরণং যশোহর্থে ধর্ম্মনেবনম্ ॥ ৬ ॥

এবং প্রজাভিহুঁষ্টাভিরাকীর্ণে ক্ষিতিমণ্ডলে ।

হইবে । ৩। দণ্ড ও অজিনাদি ধারণই আশ্রমজ্ঞান এবং এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রম গ্রহণ সম্বন্ধে কারণ হইবে। অর্থ-হীনতার পরাজয় হইবে। বহু-কখনই পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইবে। ধনহীনতা অসাধুতার লক্ষণ; গর্ভই সাধুতার চিহ্ন, এবং স্বীকার করাই কেবল বিবাহের হেতু; স্নানমাত্র দেহ-শুচি-সম্বন্ধে অঙ্গ পরিষ্কারের কারণ হইবে। ৪-৫। দূরবর্তী জলাশয়ই তীর্থ; কেশধারণ লাবণ্য; এবং উদরস্তিতা পুরুষার্থ হইবে। বাচালতাই সত্যতা-প্রতিপাদক হইবে। কুটুম্বভরণ দক্ষতা দেখা-ইবার জন্ত, এবং ধর্ম্মকার্য যশোলাভের নিমিত্ত হইবে। ৬। পৃথিবী এইরূপ হুঁষ্ট-প্রজাকীর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়

ব্রহ্মবিট্ক্ষত্রশূদ্রাণাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ ॥ ৭ ॥  
 প্রজা হি লুন্ধৈ রাজন্যৈর্নিয়্যৈর্দৈত্য়ধর্মভিঃ ।  
 অচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্তন্তি গিরিকাননম্ ॥ ৮ ॥  
 শাকমূল্যামিষকৌদ্রফলপুষ্পাঙ্ঘ্রিভোজনাতঃ ।  
 অনারুণ্যৈ বিনজ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ ॥ ৯ ॥  
 শীতবাতাতপপ্রারুড়্‌হিমৈরন্যোন্যতঃ প্রজাঃ ।  
 ক্ষুভ্‌ভুত্যাং ব্যাপিভিশ্চৈব সন্তপ্যন্তে চ চিন্তয়া ॥ ১০ ॥  
 ত্রিংশদ্বিংশতিবর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাং ॥ ১১ ॥

ও শূদ্রদিগের মধ্যে যিনি বলবান্, তিনিই রাজা হইবেন । ৭ ।  
 লুন্ধ, নির্দয়, দস্যুর ছায় আচরণকারী রাজারা স্ত্রী ও ধন হরণ  
 করিবে, স্ত্রীরাং প্রজা-সমূহকে গিরিকাননে আশ্রয় গ্রহণ  
 করিতে হইবে । ৮ । তাহাদিগকে শাক, মূল, আমিষ, মধু, ফল,  
 পুষ্প, অঙ্ঘ্রিবারা প্রাণ ধারণ করিতে হইবে এবং অনারুণ্য-  
 নিবন্ধন দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া অনেকেরই নাশ হইবে । ৯ ।  
 শীত, বাত, রৌদ্র, বর্ষা ও হিমে ; পরস্পর বিবাদে ; এবং  
 ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধিসমূহে, এবং চিন্তাদহনে সকলকে সাতিশয়  
 প্রপীড়িত হইতে হইবে । ১০ । মনুষ্যদিগের পরমায়ু পঞ্চাশৎ

ক্ষীরমাণেষু দেহেষু দেহিনাং কলিদোষতঃ ।

বর্ণাশ্রমবতাং ধৰ্ম্মে নষ্টে বেদপথে নৃণাম্ ॥ ১২ ॥

পাষণ্ডপ্রচুরে ধৰ্ম্মে দস্যুপ্রায়েনু রাজসু ।

চৌর্গ্যান্তত্বথা হিংসানানারত্তিনু বৈ ননু ॥ ১৩ ॥

শূদ্রপ্রায়েনু বর্ণেষু ছাগপ্রায়াসু গেষু ।

গৃহপ্রায়েষাশ্রমেণু যৌনপ্রায়েনু বন্ধুনু ॥ ১৪ ॥

অগু প্রায়াস্মোষধীনু শমী প্রায়েনু স্থানুনু ।

বিদ্যাৎপ্রায়েনু মেঘেষু শূন্যপ্রায়েনু সত্ত্বসু ॥ ১৫ ॥

ইখং কলৌ গতপ্রায়ে জনেষু খরধর্শিনু ।

ধৰ্ম্মত্রাণায় সনেভগবানব তত্ত্বরিব্যতি ॥ ১৬ ॥

বৎসর মাত্র । ১১ । যখন শরীরীর শরীর সকল ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইবে ; মনুষ্যদিগের মধ্যে বর্ণাশ্রমশালীদিগের বেদপথ নাশ পাইবে, ধৰ্ম্ম পাষণ্ড বহুল হইবে ; রাজগণ দস্যুতুল্য হইবে ; মনুষ্যগণের ব্যবহার চৌর্ধ্য, মিথ্যা, ও বৃথা হিংসা প্রভৃতি বিবিধপ্রকার হইবে ; বর্ণ সকল শূদ্র সমান হইবে ; ধেনু সকল ছাগসম হইবে ; আশ্রম সকল গৃহের আয় হইবে ; বিবাহসম্বন্ধে সম্বন্ধীরাই আশ্রয়বন্ধু হইবে ; ওষধি সকল গুণহীন হইবে ; মেঘসমূহ বিদ্যাৎ-ভূগিষ্ঠ হইবে এবং গৃহসকল শূন্য

চরাচরগুরোবিষেণরীশ্বরন্যাখিলাত্ননঃ ।

ধর্মাভ্রাণায় সাধুনাং জন্ম-কর্মাপনুত্তয়ে ॥ ১৭ ॥

শম্ভুলগ্রামমুখ্যস্ত ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ ।

ভবনে বিষ্ণুযশনঃ কন্ধিঃ প্রাচুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

অশ্বনাশুগনারুহ দেবদত্তং জগৎপতিঃ ।

অগ্নিনাহনাপুদননগষ্টৈর্ধর্ম্যগুণাশ্চিত্তঃ ॥ ১৯ ॥

বিচরমাশুনা ক্ষৌণ্ড্যাং হয়েনাপ্রতিনদ্যতিঃ ।

নৃপলিঙ্গচ্ছদো দম্ভ্যনু কোটিশো নিহনিষ্যতি ॥ ২০ ॥

হইবে ;—এই প্রকারে কলি প্রায় যখন শেষ হইবে ; এবং লোকসমূহ গর্দভের মত আচরণ করিতে আরম্ভ করিবে ; তখন ধর্মের উদ্ধারার্থ ভগবান্ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইবেন । ১২-১৬ । অখিলাত্না, চরাচরগুরু, ঈশ্বর বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিবেন । সাধুদিগের ধর্ম পরিভ্রাণ করিবার নিমিত্ত শম্ভুল গ্রামে মহাত্মা বিপ্রপ্রধান বিষ্ণুযশার ভবনে কন্ধি প্রাচুর্ভূত হইবেন । ১৭-১৮ । অষ্ট-ঐর্ধর্ম্যগুণশালী অসাধুশাসন, অতুলনীয়প্রভ জগৎপতি শীঘ্রগামী দেবদত্ত তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন এবং রাজচিহ্নধারী কোটি কোটি

অথ তেষাং ভবিষ্যন্তি মনাংসি বিশদানি বৈ ।  
 বাসুদেবাস্ত্রাণাতিথুণ্যং ক্কানিলস্পৃশাম্ ।  
 পৌরজানপদানাং বৈ হতেষখিলদস্যামু ॥ ২১ ॥  
 তেষাং প্রজাবিসর্গশ্চ স্থবিষ্ঠঃ সংভবিষ্যতি ।  
 বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বমূর্তৌ হৃদি স্থিতে ॥ ২২ ॥  
 যদাবতীর্ণো ভগবান্ কন্ধির্ধর্মপতির্হরিঃ ।  
 ক্লুতং ভবিষ্যতি তদা প্রজাসুতিশ্চ নাদ্বিকী ॥ ২৩ ॥  
 যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিম্যবৃহস্পতী ।  
 একরাশৌ সমেম্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতগ্ ॥ ২৪ ॥

---

দস্যাদিকে খজ্জাঘাতে বিনাশ করিবেন । ১৯-২০ । এইরূপে দস্য-  
 দল নিহত হইলে পর বাসুদেবের অঙ্গরাগ-গন্ধদ্রব্যে বিপুল-  
 স্পর্শিতভূত অনিল স্পর্শে পুরজনপদবাসিসমূহের মন সকল  
 পবিত্র হইবে । ২১ । সত্ত্বমূর্ত্ত ভগবান্ বাসুদেব তাহাদের হৃদয়স্থ  
 হইলে, তাহারা বহুসন্ততি লাভ করিবে । ২২ । ধর্ম্মরাজ ভগবান্  
 কন্ধি অবতীর্ণ হইলে সত্যযুগ আরম্ভ হইবে । তখন সকল প্রজা  
 সৌন্দর্য্য হইবে । ২৩ । যখন সোম সূর্য্য এবং পুষ্য-বৃহস্পতি এক  
 রাশিতে সম্মিলিত হইবেন, তখনই সত্য যুগের আরম্ভ । ২৪ ।

যেহতীতা বর্তমানা যে ভবিষ্যন্তি চ পার্শ্বিবাঃ ।  
 তে ত উদ্দেশতঃ প্রোক্তা বংশীয়াঃ সোমসূর্য্যয়োঃ ॥ ২৫ ॥  
 আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নদাভিষেচনম্ ।  
 এতদ্বর্ষনহস্রস্ত শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ২৬ ॥  
 সপ্তর্ষীগান্ত যৌ পূর্কৌ দৃশ্যতে উদিতৌ দিবিং ।  
 তয়োস্ত মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥ ২৭ ॥  
 তেনৈব ঋষয়ো যুক্তান্তিষ্ঠন্ত্যন্দশতং বৃণাম্ ।  
 তে হৃদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাপ্রিতা মঘাঃ ॥ ২৮ ॥

চন্দ্র ও সূর্য্য-বংশী-ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজাদিগের  
 বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম । ২৫ । তোমার জন্ম অবধি  
 নন্দের অভিষেক-বাল পর্য্যন্ত এই এক সহস্র এক শত পঞ্চ-  
 দশ বৎসর । ২৬ । সপ্তর্ষিগণের মধ্যে গগনমণ্ডলের উদয়কালে  
 যে দুই ঋষিকে প্রথমে উঠিতে দেখা যায়, সেই দুই ঋষির মধ্যে  
 আবার নিশাকালে অশ্বিনী প্রভৃতির মধ্যে যে নক্ষত্রকে সম-  
 দেশে অবস্থিত দেখ, ঋষিগণ তদযুক্ত হইয়া মনুষ্যদিগের  
 পরিমাণে এক শত বৎসর অবস্থিতি করেন । তোমার সময়ে  
 এখন সেই ঋষিরা মঘাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন । ২৭-২৮ ।

বিষ্ণোৰ্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোহনৌ দিবং গতঃ ।  
 তদাবিশং কলিনৌকং পাপে যদ্রমতে জনঃ ॥ ২৯ ॥  
 যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ ।  
 তাবৎ কলিবৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তং ন চাশকং ॥ ৩০ ॥  
 যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি ।  
 তদা প্রবৃত্তস্ত কলির্দ্বাদশাদশতাত্মকঃ ॥ ৩১ ॥  
 যদা মঘাভ্যো যাস্মাস্তি পূর্ন্যামাঢ়াং মহর্ষয়ঃ ।  
 তদা নন্দাং প্রভৃত্যেয কলির্দ্ধ্বং গমিম্যতি ॥ ৩২ ॥  
 যস্মিন্ কৃষ্ণে দিবং যাতস্তস্মিন্ণেব তদাহনি ।

ভগবান্ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণে দেহ যখন স্বর্গে গিয়াছেন, তখনই  
 কলিযুগারম্ভ হইয়াছে । ইহাতে লোক পাপরত হইয়া থাকে । ২৯।  
 যতক্ষণ রমাপতি চরণকমলদ্বয়ে পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন,  
 ততক্ষণ কলি পৃথিবীতে বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই । ৩০।  
 যখন সপ্ত-দেবর্ষি মঘা-আশ্রয় করেন, তখন দ্বাদশশতবর্ষাবধি  
 কলি প্রবেশ করেন । ৩১ । যখন মহর্ষিগণ মঘা হইতে পূর্ন্যামাঢ়াতে  
 গমন করিবেন, তখন নন্দের রাজ্যকাল অবধি কলির বিক্রম  
 বাড়িতে থাকিবে । ৩২ । যেদিনে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গিয়াছেন, সেই

প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহঃ পুরাবিদঃ ॥ ৩৩ ॥  
 দিব্যাক্তানাং সহস্রান্তে চতুর্থে তু পুনঃ কৃতম্ ।  
 ভবিষ্যতি তদা নৃণাং মন আত্মপ্রকাশকম্ ॥ ৩৪ ॥  
 ইত্যেব মানবো বংশো যথা সংখ্যায়তে ভুবি ।  
 তথা বিট্শূদ্রবিপ্রাণাং তাস্তা জ্ঞেয়া যুগে-যুগে ॥ ৩৫ ॥  
 এতেষাং নামলিঙ্গানাং পুরুষাণাং মহাত্মনাং ।  
 কথামাত্রাবশিষ্টানাং কীর্তিরেব স্থিতা ভুবি ॥ ৩৬ ॥  
 দেবাপিঃ শাস্ত্রনোক্তা মরুশ্চক্ষুকুবংশজঃ ।

দিনেই তখনই কলিযুগ দেখা দিয়াছে । পূর্ব-পণ্ডিতেরা ইহা  
 বলিয়া থাকেন । ৩৩ । দিব্য সহস্র বৎসর পরিমাণ চতুর্থ কলি যুগ  
 অতীত হইলে, পুনর্বার সত্য যুগ আসিবে । তখন মহুযাদিগের  
 মন আত্ম-প্রকাশ হইবে । ৩৪ । এই সকল ক্ষত্রিয় মানব-বংশের  
 ভূমণ্ডলে বর্তমানকাল যেমন সংখ্যাত হইল, সেইরূপ যুগে  
 যুগে পৃথিবীতে বৈশ্ব, ও শূদ্র ও ব্রাহ্মণদিগের সেই সেই  
 অবস্থাও সেইরূপ সংখ্যাত হয় । ৩৫ । এক্ষণে মহাপুরুষদিগের  
 নামই জ্ঞাপক এবং ইহারা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত ; ইহাদিগের  
 কেবল কীর্তিই পৃথিবীতে অবশিষ্ট রহিয়াছে । ৩৬ । হে রাজ !



কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলাস্থিতৌ ॥ ৩৭ ॥  
 তাবিহেত্য কলেরস্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ ।  
 বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্যং পূর্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ ॥ ৩৮ ॥  
 কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেচ্চি চতুষ্টয়ম্ ।  
 অনেন ক্রমযোগেন ভুবি প্রাণিষু বর্ততে ॥ ৩৯ ॥  
 রাজস্মৈতে ময়া প্রোক্তা নরদেবাস্তথাহপরে ।  
 ভূমৌ মমত্বং কৃত্বান্তে হিহেমাং নিধনং গতাঃ ॥ ৪০ ॥  
 কৃমিবিড়্ ভস্মসংজ্ঞাস্তে রাজনান্মোহপি যস্ম চ ।  
 ভূতধ্বক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ৪১ ॥

শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকু-বংশজাত মরু মহাযোগ-  
 বলে বলীয়ান্ হইয়া কলাপগ্রামে অবস্থিতি করিবেন । ৩৭। ইহারা  
 উভয়ে বাসুদেব কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পূর্ববৎ বর্ণাশ্রমসমন্বিত  
 ধর্ম বিস্তার করিবেন । ৩৮। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ; এই  
 প্রকার ক্রমবিধানে প্রাণিগণে প্রবর্তিত হয় । ৩৯। রাজন্ ! আমি  
 যে চতুর্ধ্বং বংশীয়দিগের কথা বলিলাম, তাঁহারা এবং আর  
 আর নরপতিগণ পৃথিবীতে মমতা বন্ধন করিয়া শেষে ইহা  
 পরিত্যাগপূর্বক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৪০। যিনি রাজা, অস্তে  
 তাঁহাকে কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্ম নাম লইতে হইবে । এই দেহের

কথং নেয়মখণ্ডা ভূঃ পূৰ্ণৈশ্চৈব পূৰ্ণৈশ্চৈব ।

মৎপুত্রস্ত চ পৌত্রস্য মৎপূৰ্ণা বংশজস্য বা ॥ ৪২ ॥

তেজোহবলময়ং কায়ং গৃহীত্বাত্মতয়াহবুধাঃ ।

মহীং মমতয়া চোভৌ হিহাস্তেহদর্শনং গতাঃ ॥ ৪৩ ॥

যে যে ভূপতয়ো রাজন্ ভুঞ্জতে ভুবমোজসা ।

কালেন তে কৃতাঃ সৰ্কে কথামাত্রাঃ কথাস্তু চ ॥ ৪৪ ॥

জন্ত যিনি প্রাণি-হিংসক, তিনি স্বার্থ জানেন না। প্রাণিহিংসা হইতেই নরক লাভ হয়। ৪১। “আমার পূৰ্ণপুরুষেরা যাহা ভোগ করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা ভোগ করিতেছি ;—আমার সেই পূৰ্ণ-ভুক্ত বস্তু কি প্রকারে আমার পুত্রের, পৌত্রের বা বংশজাতের হইবে ?” রাজগণ এইরূপে পৃথিবীতে মমতা বন্ধন করেন। ৪২। অন্ন-জল-ময় দেহকে আত্মস্বরূপ এবং পৃথিবীকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়া অজ্ঞলোক অবশেষে উভয়ই পরিত্যাগপূৰ্ব্বক অদৃশ্য হইয়াছে। ৪৩। রাজন্ ! যে যে নরপতি সৰ্ব্বক্রমে পৃথিবী ভোগ করিতেছেন, কালে তাঁহারা কেবল কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছেন। ৪৪।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

### শ্রীশুক উবাচ ।

কলৌ তু ধৰ্মপাদানাং তুৰ্ঘ্যাংশোহধৰ্মহেতুভিঃ ।  
এধমাতৈঃ ক্ষীয়মাণো হ্যস্তু সোহপি বিনজ্জ্যতি ॥ ১ ॥  
তস্মিন্ লুপ্তা দুৰাচারা নির্দয়াঃ শুকবৈরিণঃ ।  
দুৰ্ভগা ভূরিতৰ্ষাশ্চ শূদ্রদাশোত্তরাঃ প্রজাঃ ॥ ২ ॥  
যদা মায়ানৃতং তদ্দা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্ ।  
শোকমোহৌ ভয়ং দৈন্যং ন কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

---

শুক কহিলেন, কলিতে ধর্মের পাদসমূহের মধ্যে একটা থাকি থাকে। অধর্মহেতু বৃদ্ধি পাওয়াতে তদ্বারা ক্ষীণীকৃত হইয়া অবশেষে ঐ পাদটীও নষ্ট হইয়া যায়। ১। তখন শূদ্র ও কৈবর্তাদি অধিক। ইহারা লুপ্ত, দুৰাচার, দয়াহীন, অনর্থক বিবাদকারী, হতভাগ্য ও সাতিশয়-স্পৃহাশীল হয়। ২। যখন ছল, মিথ্যা, আলস্য, নিদ্রা, হিংসা, দুঃখ, শোক, মোহ, ভয় ও দৈন্য দেখিবে, তখনই বুঝিবে তমঃপ্রধান কলি। ৩। তাহার প্রভাবে,

যস্মাৎ ক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ ।  
 কামিনো বিত্তহীনাশ্চ নৈশ্বরিন্যশ্চ স্ত্রিয়োহসতীঃ ॥ ৪ ॥  
 দস্যুৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদ্বিভিতাঃ +  
 রাজানশ্চ প্রজাভক্ষাঃ শিশ্নোদরপরা দ্বিজাঃ ॥ ৫ ॥  
 অত্রতা বটবোহশোচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ ।  
 তপস্বিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনোহত্যর্থলোলুপাঃ ॥ ৬ ॥  
 হ্রস্বকায়া মহাহারা ভূর্য্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ ।  
 শশ্বৎকটুকভামিণ্যশ্চৌর্য্যমায়োরুসাহসাঃ ॥ ৭ ॥

মাহুঘের নীচ দৃষ্টি, অল্প ভাগ্য, অধিক আহার, কাম ও ধনহীনত  
 জন্মে এবং স্ত্রীসকল অসতী হয় ।৪। নগরসকল দস্যুদলে পরিপূর্ণ  
 এবং পাষণ্ডগণে কলঙ্কিত হয় । রাজারা প্রজাদিগের শোণিত  
 শোষণ করেন । ব্রাহ্মণেরা শিশ্ন ও উদর চরিতার্থ করিতেই  
 ব্যস্ত থাকে ।৫। ব্রহ্মচারীর শোচ থাকিবে না ;—পরিবারসকল  
 ভিক্ষুক হইবে । তপস্বীসকল গ্রামবাসী এবং সন্ন্যাসী সকল  
 লুন্নাশ হইবে । ৬ । রমণীগণ খর্ব্বাকার হইবে, অধিক ভোজন  
 করিবে, বহুপুত্র প্রসব করিবে ; কটু কথা কহিবে ;  
 চৌর্য্য-ছল যথেষ্ট-সাহসবতী হইবে ; লজ্জা থাকিবে না ।৭। নীচ-

পণয়িম্যস্তি বৈ ক্ষুদ্রাঃ কিরাতাঃ কুটকারিণঃ ।  
 অনাপদ্যপি মংন্যস্তে বার্তাং সাধু জুগুপ্সিতাম্ ॥ ৮ ॥  
 পতিং ত্যক্ত্যস্তি নির্দব্যং ভৃত্য্য অপ্যখিলোত্তমম্ ।  
 ভৃত্যং বিপন্নং পতয়ঃ কোলং গাশ্চাপয়শ্বিনীঃ ॥ ৯ ॥  
 পিতৃভ্রতৃহৃজ্জাতীন্ হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ ।  
 ননান্দ শ্যালসংবাদা দীনাঃ স্ত্রেণাঃ কলৌ নরাঃ ॥ ১০ ॥  
 শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ ।  
 ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুছোত্তমাসনম্ ॥ ১১ ॥

শয় প্রবঞ্চক বণিকসমূহ ক্রয়বিক্রয় করিবে ; লোকেরা বিপদে  
 না পড়িলেও নিন্দিত জীবিকাকে উত্তম বলিয়া মানিবে । ৮ ।  
 স্বামী সর্বোত্তম হইয়াও নিধন হইলে, ভৃত্যেরা তাঁহাকে পরি-  
 ত্যাগ করিবে । প্রভু বিপদাপন্ন, কুলক্রমনিরত ভৃত্যকে এবং  
 হৃদ্ধহীনা গাভীকে ত্যাগ করিবে । ৯ । কলিতে মনুষ্যের স্ত্রেণ্য ও  
 দীনতা বাড়িবে এবং তাহাদিগের সৌহার্দ সুরত-মূলক হইবে ।  
 যে কিছু মন্ত্রণা স্ত্রী ও ভ্রাতার ভগিনীর সহিত । ১০ । শূদ্রেরা তপো-  
 বেশধারী হইয়া প্রতিগ্রাহী হইবে । ধর্ম্মানভিজ্ঞ ব্যক্তির উত্তম  
 ব্যক্তির আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকথা বলিতে থাকিবে । ১১ ।

নিত্যনুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকরকর্ষিতাঃ ।

নিরঞ্জে ভূতলে রাজন্ অনাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ ॥ ১২ ॥

বাসোহ্নপানশয়নব্যবায়স্নানভূষণৈঃ ।

হীনাঃ পিশাচসন্দর্শা ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রজাঃ ॥ ১৩ ॥

কলৌ কাকিণিকেহপ্যৰ্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ ।

ত্যান্শ্যন্তি চ প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি ॥ ১৪ ॥

ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্হবিরৌ পিতরাবপি ।

পুত্রান্ ভার্য্যাঞ্চ কুলজাং ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরন্তুরাঃ ॥ ১৫ ॥

রাজন্ ! কলিতে অন্নহীন প্রজাদিগের মন নিত্য উদ্বিগ্ন থাকিবে ।

তাহারা দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইবে । সকলে অনাবৃষ্টির ভয়ে কাতর

হইবে । ১২ । তাহাদিগের বস্ত্র অন্ন-পান-শয্যা-ব্যবহার স্নান ভূষণ

হীন হইয়া পিশাচাকার ধারণ করিবে । ১৩ । বিংশতি কপর্দমাত্র

অর্থের জন্য বিবাদ করিয়া সৌহার্দ্য পরিত্যাগপূর্বক প্রিয়প্রাণ

এবং আত্মীয়দিগকেও নাশ করিবে । ১৪ । মানুষ নীচপ্রবৃত্তি এবং

শিশ্ন ও উদর-পরায়ণ হইয়া বৃদ্ধ পিতা মাতা পুত্র এবং

সংকুলজাতা পত্নীকেও ভরণ করিবে না । ১৫ । রাজন্ ! ত্রিলোক-

নাথেরা যাহারা চরণকমলে প্রণত কলিতে অধিক মনুষ্য

কলৌ ন রাজন্ জগত্যাং পরং গুরুং

ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্ ।

প্রায়েণ মৰ্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং

যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ ॥ ১৬ ॥

যন্মামধেয়ং দ্বিয়মাণ আতুরঃ

পতন্ স্বলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্ ।

বিমুক্তকৰ্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং

প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥ ১৭ ॥

পাষণ্ড কর্তৃক বিকলচিত্ত হইয়া জগৎসকলের পরমগুরু সেই ভগবান্ অচ্যুতের পূজা করিবে না । ১৬ । মৃতপ্রায়, আর্জ, পতিত, স্থলিত বা বিবশ হইয়া ষাঁহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র কৰ্ম্মরূপ প্রতিবন্ধ হইতে মুক্তি পাইয়া পুরুষ উত্তমা গতি লাভ করে, কলিতে মনুষ্যেরা তাঁহার পূজা করিবে না । ১৭ ।

ইতি ভাগবতোক্ত কলিমাহাত্ম্য সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়াংশ সম্পূর্ণ ।

## তৃতীয়াংশঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

স্বত উবাচ ।

কলেঃ স্থিতিং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং স্নসমাহিতাঃ ॥ ১ ॥

ধর্মঃ কলিযুগে প্রাপ্তে ত্রিপাদোনঃ প্রবর্ততে ।

তামনং যুগমাসাদ্য হরিঃ কৃষ্ণভূমাগতঃ ॥ ২ ॥

যঃ কশ্চিদপি ধর্মাত্মা যজ্ঞং দানং করোতি চ ।

যঃ কশ্চিদপি ধর্মাত্মা ক্রিয়াযোগরতো ভবেৎ ॥ ৩ ॥

নরং ধর্মরতং দৃষ্ট্বা সর্কেহস্ময়াং প্রকূর্কতে ।

ব্রতাচারঃ প্রগশ্চি দ্যানযজ্ঞাদয়স্তথা ॥ ৪ ॥

---

স্বত কহিলেন, এক্ষণে কলিধর্ম বলিতেছি, স্নসমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন । ১। উক্ত তমোগুণময় কলিযুগ উপস্থিত হইলে ধর্ম ত্রিপাদহীন এবং নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ হন । ২। কদাচিৎ কোন ধর্মাত্মা দান বা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং কদাচিৎ কেহ কর্মযোগে নিরত হন । ৩। কলিকালে কোন ব্যক্তিকে ধর্মরত দেখিলে সকলে অস্ময়া প্রকাশ করিয়া থাকে । ঐ সময়



উপদ্রবা ভবিষ্যন্তি চাধর্ম্যস্ত প্রবর্তনাং ।

অসুয়ানিরতাঃ সর্কে দস্তাচারপরায়ণাঃ ।

প্রজাশ্চান্নায়ুঃ সর্কা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৫ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

যুগধর্ম্মাঃ সমাখ্যাতাস্থয়া সংক্ষেপেতো মুনে ।

কলিং বিস্তরতো হি ত্বং ব্রহ্মি সর্কবিদাং বরঃ ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মুনিনত্তম ।

কিমাহারাঃ কিমাচারা ভবিষ্যন্তি বদস্ব নঃ ॥ ৭ ॥

ব্রতচরণ, দান ও যজ্ঞাদি সকল বিনষ্ট হয় এবং অধর্ম্মের  
প্রাচুর্য্য হেতু দৈবাди উপদ্রব সকল প্রাচুর্য্য হইয়া থাকে ।  
কলিযুগে নিখিল ব্যক্তি, অসুয়াপরায়ণ ও দস্তাচারনিরত এবং  
সমুদয় প্রজাই অন্নায়ু হইবে । ৪-৫ ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে মুনে! সংক্ষেপে যুগধর্ম্ম কীর্তন  
করিলেন, সম্প্রতি বিস্তাররূপে কলিধর্ম্ম বর্ণন করুন । হে  
মুনিনত্তম! আপনি অখিল বেদবিদগণের অগ্রগণ্য, অতএব  
বলুন । ৬ । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইহাদিগের কি প্রকার  
আহার ও কি প্রকার আচরণ হইবে ? । ৭ ।

সূত উবাচ ।

শৃগুধ্বং মুনয়ঃ সৰ্কে নারদেন মহাত্মনা ।  
 সনৎকুমারমুনয়ে কথিতং যদ্বদামি তং ॥ ৮ ॥  
 সৰ্কে ধৰ্ম্মা বিনশ্যন্তি ক্লেশে ক্লেশত্মাগতে ।  
 তস্মাৎ কলিমহাবোরঃ সৰ্কপাপস্য সাধকঃ ।  
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ধৰ্ম্মপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৯ ॥  
 ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে দ্বিজা বেদপরাঙ্মুখাঃ ।  
 ব্যাধধৰ্ম্মরতাঃ সৰ্কে দম্ভাচারপরায়ণাঃ ॥ ১০ ॥

ঋষিগণের প্রশ্ন শুনিয়া সূত কহিলেন, হে মুনিগণ !  
 পূর্বে দেবর্ষি নারদ, মুনিবর সনৎকুমারকে এ বিষয় যেরূপ  
 কহিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি, আপনারা সকলে  
 শ্রবণ করুন । ৮ । ভগবান্ হরি কৃষ্ণবর্ণ হইলে সমুদয় ধৰ্ম্মই  
 বিনষ্ট হইয়া থাকে, এই জন্ত কলিকাল অতি ভয়ঙ্কর ; উহাতে  
 সৰ্কবিধ পাপই সাধিত হয় । ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে  
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই ধৰ্ম্ম-পরাঙ্মুখ এবং  
 নিখিল দ্বিজগণই বেদপাঠে বিরত হইয়া থাকে । ঐ সময় সমুদয়  
 মানব, ব্যাধবৃত্তিনিরত, দম্ভাচারপরায়ণ, লোভপরতন্ত্র, কৃতঘ্ন ও

লোলুপাশ্চ কৃতঘ্নাশ্চ তথা বৈ ভণ্ডকা নরাঃ ।  
 অত স্বপ্নায়ুষঃ সর্কে ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ১১ ॥  
 অল্পায়ুষ্ঠান্মনুষ্যাণ্যং ন বেদগ্রহণং দ্বিজাঃ । ।  
 বিদ্যাগ্রহণশূন্যত্বাদধর্মো বর্ততে পুনঃ ॥ ১২ ॥  
 ব্যুৎক্রমেণ প্রজাঃ সর্কা ত্রিয়ন্তে পাপতৎপরাঃ ।  
 ব্রাহ্মণাদ্যাস্থথা বর্ণাঃ সঙ্কীর্ণ্যন্তে পরস্পরম্ ॥ ১৩ ॥  
 কামক্রোধপরা মূঢ়া স্থথাহঙ্কারপীড়িতাঃ ।  
 বদ্ধবৈরা ভবিষ্যন্তি পরস্য ধনলিপ্সবঃ । ১৪ ॥  
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সর্কে ধর্মপরাঙ্ঘ্রথাঃ ।

ভণ্ড হয় । সেই জন্য, কলিযুগে সকলেই অল্পায়ুঃ হইবে । ১-১১ ।  
 আয়ুর অল্পতা প্রযুক্তই সম্যক্ বেদ গ্রহণে অপারগতা  
 ঘটবে ; সুতরাং বিদ্যাগ্রহণের অভাব নিবন্ধন অধর্ম প্রবৃত্ত  
 হওয়ায় পাপনিরত সমুদয় প্রজা কনিষ্ঠক্রমে কালকবলে পতিত  
 হইতে থাকিবে । কলিযুগের ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় পরস্পর-সঙ্কীর্ণ,  
 কামক্রোধপরায়ণ, জ্ঞানশূন্য, স্থথাহঙ্কারে অভিভূত, পরস্পর  
 বৈরাচরণে আসক্ত এবং পরধন গ্রহণে লোলুপ হইবে । ১২-১৪ ।  
 ৫ সময়ে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, সকলেই ধর্ম-

অল্লাার্থাশ্চ ভবিষ্যন্তি তপঃসত্যবিবর্জিতাঃ ॥ ১৫ ॥  
 সর্কে জনা দয়াহীনা দাক্ষিণ্যপরিবর্জিতাঃ ।  
 উত্তমা নীচতাং যান্তি নীচাশ্চোত্তমতাং তথা ॥ ১৬ ॥  
 রাজানশ্চাৰ্থনিরতাস্তথা লোভপরায়ণাঃ ।  
 ধৰ্ম্মকঞ্চুকশংবীতা ধৰ্ম্মবিক্ষংস কারিণঃ ॥ ১৭ ॥  
 অগ্নিন্ কলিযুগে ঘোরে সর্কধৰ্ম্মসম্বিতে ।  
 যো যো রথাস্থনাগাঢ্যঃ স স রাজা ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥  
 কিঙ্করাশ্চ ভবিষ্যন্তি শূদ্রাণাঞ্চ বিজাতয়ঃ ।  
 ধৰ্ম্মপ্রিয়ং ন গচ্ছন্তি পতয়ো জারলক্ষণাঃ ॥ ১৯ ॥

---

পরাভুখ, অল্লার্থ, তপস্যা ও সত্য-বিবর্জিত এবং সমুদয় লোকই  
 দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য হইবে। উত্তম লোকেরা নীচতা এবং  
 নীচলোক সকল উত্তমতা লাভ করিবে। ১৫-১৬। কলিকালের  
 ভূপতিগণ ধনসংগ্রহে নিরত, লোভপরায়ণ, ধৰ্ম্মবিক্ষংসকারী  
 এবং বাহিরে ধৰ্ম্মকঞ্চুকে আবৃত্তি ইহবে। ১৭। সর্কপ্রকার  
 অধৰ্ম্মসঙ্কুল এই ঘোর কলিযুগে যাহার বহুল রথ, তুরঙ্গ ও  
 মাতঙ্গ থাকিবে, তাহাকেই সকলে রাজা বলিবে। ১৮। বিজাতিগণ,  
 শূদ্রের দাসত্ব করিবে। পতিগণ ধৰ্ম্মপত্নীতে আসক্ত না হইয়া

ଦ୍ଵିସନ୍ତି ପିତରଂ ପୁତ୍ରା ଶୁରଂ ଶିଷ୍ୟା ଦ୍ଵିସନ୍ତି ଚ ।  
 ପତିଃ ବନିତା ଦ୍ଵେଷ୍ଟି କ୍ଷେଷ କ୍ଷେଷଭାଗତେ ॥ ୨୦ ॥  
 ଲୋଭାଭିଭୂତମନସଃ ଶର୍କ୍ଷେ ହୁକ୍ଷର୍ମଶୀଲିନଃ ।  
 ପରାମ୍ଭଲୋଲୁପା ନିତ୍ୟଂ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ଦ୍ଵିଜାତୟଃ ॥ ୨୧ ॥  
 ପରସ୍ତ୍ରୀନିରତାଃ ଶର୍କ୍ଷେ ପରଦ୍ରବ୍ୟପରାୟଣାଃ ।  
 ମଂସ୍ୟାମିଷେଽଂ ଜୀବନ୍ତି ହୁହନ୍ତି ଚାପ୍ୟଜୀବିକାଃ ॥ ୨୨ ॥  
 ଘୋରେ କଳିଯୁଗେ ଶ୍ରୀଂଶ୍ଚେ ନରଂ ଧର୍ମ୍ମପରାୟଣମ୍ ।  
 ଅସ୍ତ୍ରାଗ୍ନିରତାଃ ଶର୍କ୍ଷେ ଉପହାସଂ ପ୍ରକୂର୍ଷତେ ॥ ୨୩ ॥  
 ଶରିଷ୍ଠୀରେ ବଢ଼ହାଲେର୍ବାପୟୟନ୍ତି ଚୌଷଧୀଃ ।  
 ଅଗ୍ନିଶିଖାଂ ଫଳଂ ତାନାଂ ଭବିଷ୍ୟତି କଳୋ ଯୁଗେ ॥ ୨୪ ॥

ଉପପତ୍ନୀତେ ଉପଗତ ଥାକିବେ । ୧୯ । ପୁତ୍ରେରା ପିତାକେ, ଶିଷ୍ୟା  
 ସକଳ ଶୁରୁକେ ଏଂ ବନିତାଗଣ ପତ୍ନୀକେ ଦ୍ଵେଷ କରିବେ । ସମୁଦୟ  
 ଦ୍ଵିଜଗଣ ହୁକ୍ଷର୍ମଶୀଲୀ, ଲୋଭାକ୍ରାନ୍ତଚିତ୍ତ ଏଂ ସତତ ପରାମ୍ଭଲୋଲୁପ  
 ହୁହନ୍ତି । ନିଧିଳ ମାନବ ପରସ୍ତ୍ରୀନିବୃତ୍ତ ଓ ପରସ୍ତ୍ରହରଣେ ଆସକ୍ତ  
 ଥାକିବେ । ସକଳେହି ମଂସ୍ୟାମିଷ ଭୋଜନ, ଅଜ୍ଞା ଓ ମେଷ ଦୋହନ ଏଂ  
 ଅସ୍ତ୍ରାପରବଶ ହୁହନ୍ତି ଧର୍ମ୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଉପହାସକରିବେ । ୨୦-୨୩ ।  
 କଳିଯୁଗେ ମାନବଗଣ ନଦୀତୀରେ ଭୂମି-କର୍ଷଣ-ପୂର୍ବକ ଧାନାଦି ରୋପଣ  
 କରିବେ ଏଂ ଧାନାଦିର ଫଳଓ ଅଗ୍ନି ପରିମାଣେ ଜନ୍ମାହିବେ । ୨୪ ।

বেশালাবণ্যশীলেষু স্পৃহাং কুর্কন্তি যোষিতঃ ।  
 ধর্মবিন্ধা ভবিষ্যন্তি দ্বিয়ঃ স্বপুরুষেষু চ ॥ ২৫ ॥  
 প্রায়শঃ ক্লপণানাঞ্চ বধূনাঞ্চ তথা দ্বিজাঃ ।  
 সাধূনাং বিধবানাঞ্চ বিভান্যপহরন্তি চ ॥ ২৬ ॥  
 ন ব্রতানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদনিন্দকাঃ ।  
 ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি হেতুবাদৈর্বিনাশিতাঃ ॥ ২৭ ॥  
 দ্বিজাঃ কুর্কন্তি দস্তার্থং পিতৃযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।  
 অপাত্রেণু চ দনানি কুর্কন্তি চ তথা নরাঃ ॥ ২৮ ॥

যোষিৎগণ বেশাদিগের স্ত্রায় অঙ্গসৌষ্ঠব ও আচরণে অনুরাগ-  
 বতী এবং স্বীয় স্বীয় স্বামীর প্রতি ধর্মবিরুদ্ধাচারিণী হইবে । ২৫।  
 দ্বিজগণ প্রায়ই ক্লপণ, বন্ধু, সাধু ও বিধবাদিগের বিত্ত অপহরণ  
 করিবে । ২৬। ব্রাহ্মণেরা হেতুবাদে হতজ্ঞান হইয়া বেদের নিন্দা  
 করত কোনরূপ ব্রতচরণ, যাগযজ্ঞ ও অগ্নিতে আহুতিদানে  
 বিরত থাকিবে । ২৭। দ্বিজগণ কেবলমাত্র দস্তার্থপিতৃযজ্ঞাদিকার্যের  
 অনুষ্ঠান করিবে । নিখিল মানবই অপাত্রে দান এবং দুগ্ধ-  
 সঞ্চয় নিমিত্ত গোগণকে আদর করিবে । বিপ্রগণ স্নান-শৌচাদি  
 কার্য্যানুষ্ঠানে পরাভুখ থাকিবে এবং অকালে ধর্মপরায়ণ, কুট-

ক্ষীরোপায়নিমিত্তেন গোসু প্রীতিঞ্চ কুরুতে ।  
 ন কুরুন্তি তথা বিপ্রাঃ স্নানশৌচাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৪ ॥  
 অকালধৰ্মনিরতাঃ কুটযুক্তিবিশারদাঃ ।  
 ন কস্তুচিদভিমতো বিষ্ণুভক্তিপরস্থতা ॥ ৩০ ॥  
 দেবপূজাপরান্ দৃষ্ট্বা উপহাসং প্রকুরুতে ।  
 বধন্তি চ দ্বিজানৈব ধনार्থং রাজকিঙ্করাঃ ।  
 তাড়য়ন্তি চ বিপ্রেন্দ্রাঃ কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বমাগতে ॥ ৩১ ॥  
 দানযজ্ঞজপাদীনাং বিক্রীণস্তে ফলং দ্বিজাঃ ।  
 প্রতিগ্রহং প্রকুরুন্তি চাণ্ডালাদৈরপি দ্বিজাঃ ॥ ৩২ ॥  
 কলেঃ প্রথমপাদেহপি বিনিন্দন্তি হরিং নরাঃ ।

---

যুক্তিবিশারদ ও বেদ-ব্রাহ্মগণগণের নিন্দায় নিরত হইবে। বিষ্ণু-  
 ভক্ত ব্যক্তি কাহারও প্রিয়পাত্র হইবে না। ২৮-৩০। কাহাকেও  
 দেবপূজার আসক্ত দেখিলে সকলেই তাহাকে উপহাস করিবে।  
 হে বিপ্রেন্দ্রগণ! কলিযুগে রাজকিঙ্করেরা ধনের জন্ত দ্বিজ  
 গণকে বন্ধন ও প্রহার করিবে। দ্বিজগণ দান, যজ্ঞ ও জপাদি  
 কার্যের ফল বিক্রয় এবং চণ্ডালাদির নিকটেও প্রতিগ্রহ  
 করিবে। ৩১-৩২। কলির প্রথমাংশেই মানবগণ হরিনিন্দা করিতে

যুগান্তেহপি হরেনাম নৈব কশ্চিৎ স্মরিস্যতি ॥ ৩৩ ॥  
 শূদ্রস্ত্রীসঙ্গনিরতা বিধবাসঙ্গলোমুখাঃ ।  
 শূদ্রান্নভোগনিরতা ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিজাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 কুহকৈরক্ষরৈস্তত্র হেতুবাদবিশারদৈঃ ।  
 পাষণ্ডিনো ভবিষ্যন্তি চাতুরাশ্রমানন্দকাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 ন চ দ্বিজাতিশুশ্রূষাং ন স্বধর্মপ্রবর্তনম্ ।  
 করিস্যন্তি তদা শূদ্রা প্রব্রজ্যালিঙ্গিনোহধমাঃ ।  
 শূদ্রা ধর্মান্ প্রবক্ষ্যন্তি কূটযুক্তিবিশারদাঃ ॥ ৩৬ ॥  
 অশৌচযুক্তমতয়ঃ পরপঙ্কান্নভোজিনঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি দুরাত্মানঃ শূদ্রাঃ প্রব্রজিতাস্তথা ॥ ৩৭ ॥

থাকিবে এবং শেবাবস্থায় কেহই হরিনাম স্মরণ করিবে না । ৩৩।  
 কলিযুগে দ্বিজগণ শূদ্রা স্ত্রী ও বিধবা-সহবাসে এবং শূদ্রান্ন-  
 ভোজনে নিরত থাকিবে । পাষণ্ডগণ যুক্তিযুক্ত কুহক বাক্য  
 বলিয়া চারি প্রকার আশ্রমীর নিন্দা করিবে । অধম শূদ্রগণ  
 সন্ন্যাসচিহ্নধারণ করত দ্বিজগণের শুশ্রূষা ও স্বধর্ম প্রতিপালন  
 করিবে না এবং কূটযুক্তিদানে পারদর্শী হইয়া ধর্মকথা কীর্তন  
 করিবে । ৩৪-৩৬। তাহারা দুরাত্মা, কলুষিতাত্ত্বকরণ, প্রব্রজিত,



উৎকোচজীবিনস্তত্র মহাপাপপরিতাপ্তথা ।

ভবিষ্যন্ত্যথ পাষণ্ডাঃ কাপালা ভিক্ষবস্তথা ॥ ৩৮ ॥

ধর্মবিধ্বংসশীলানাং দ্বিজানাং বিপ্রসন্তমাঃ ॥ ৩৯ ॥

এতে চান্যে চ বহবঃ পাষণ্ডা বিপ্রসন্তমাঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৪০ ॥

গীতবাদ্যপরা বিপ্রা বৃথাহঙ্কারদূষিতাঃ ।

হর্ভারো ন চ দাতারো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৪১ ॥

প্রতিগ্রহপরা নিত্যং জগদুন্মার্গশীলিনাঃ ।

আত্মস্তুতিপরাঃ সর্বো পরনিন্দাপরাস্তথা ॥ ৪২ ॥

পরপকারভোজী, উৎকোচজীবী, ঘোর পাপাচরণে নিরত ও পাষণ্ড হইবে এবং কাপালিক-ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন করিবে। ৩৭-৩৮।  
 হে দ্বিজসন্তমগণ! কলিকালে সন্ন্যাস-চিহ্নধারী শূদ্রগণই ধর্ম-  
 ত্যাগী দ্বিজগণের ধর্মোপদেষ্টা হইবে। হে বিপ্রসন্তমগণ!  
 কলিযুগে এতদ্ভিন্ন অপরাপর বহুতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও  
 পাষণ্ড হইবে। ৩৯-৪০। কলিযুগ উপস্থিত হইলে বিপ্রগণ  
 (বেদপাঠ ও দেবার্চনে পরাজুখ হইয়া শূদ্রমার্গপ্রবৃত্ত ও) গীতবাদ্য-  
 পরায়ণ হইবে। এতদ্ব্যতীত কলিযুগে সকলেই বৃথা অহঙ্কারদূষিত

বিশ্বাসহীনাঃ পিশুনা বেদদৈবদ্বিজাতিষু ।  
 অসংস্কৃতোক্তিবক্তারো বহুদ্বৈশ্বর্যতাস্তথা ॥ ৪৩ ॥  
 পরমায়ুশ্চ ভবিতা তদা বর্ষাণি ষোড়শ ।  
 ততঃ প্রাণান্ প্রহাস্যন্তি কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বমাগতে ॥ ৪৪ ॥  
 পঞ্চমে বাথ ষষ্ঠে বা বর্ষে কন্তা প্রসূয়তে ।  
 সপ্তবর্ষাশ্চাষ্টবর্ষাঃ প্রযাস্যন্তি নরাস্তথা ॥ ৪৫ ॥  
 স্বকর্মত্যাগিনঃ সর্বে কৃতব্রা ভিন্নব্রতয়ঃ ।  
 বাচকাঃ পিশুনাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৪৬ ॥

---

হইয়া সর্বক্ষণ পরদ্রব্য অপহরণ ব্যতীত কখন কাহাকে দান  
 করিবে না ; সতত সকলেই প্রতিগ্রহপরায়াণ, জগতের অনিষ্ট-  
 করকার্য্যে প্রবৃত্ত, আত্মপ্রাণা-নিরত, পরনিন্দায় আসক্তচিত্ত,  
 বিশ্বাসহীন, দেব ও বিজগণের প্রতি অসব্যবহারী, কুৎসিত-  
 বাদী এবং বহুলোকের ঘৃণক হইবে। ৪১-৪৩। তৎকালে  
 মানবগণের পরমায়ুর পরিমাণ ষোড়শবর্ষ, অনন্তর তাহারা প্রাণ-  
 ত্যাগ করিবে। পঞ্চম বা ষষ্ঠবর্ষেই কন্তাগণ প্রসব করিতে  
 থাকিবে এবং প্রায় সকলেই সপ্তম কিম্বা অষ্টম বর্ষেই পরলোক  
 গমন করিবে। কলিযুগে নিখিল মনুষ্যই স্বকর্মত্যাগী, ধল,

ପରାପମାନନିରତା ଆତ୍ମସ୍ତୁତିପରାୟଣାଃ ।

ପରସ୍ବହରଣୋପାୟଚିନ୍ତକାଃ ସର୍ବଦା ଜନାଃ ॥ ୫୩ ॥

ଅତ୍ୟାହ୍ଲାଦପରାସ୍ତତ୍ର ଭୁଞ୍ଜତେ ପରବେଶୁନି ।

ତଥୈବ ନିନ୍ଦାପରତା ବ୍ରଥାଭିଶାନ୍ତିନୋ ଜନାଃ ॥ ୫୪ ॥

ନିନ୍ଦାଂ କୁର୍ଋନ୍ତି ସତତଂ ପିତୃମାତୃହତେଷୁ ଚ ।

ବଦନ୍ତି ବାଚା ଧର୍ମାଂଶଃ ଚେତସା ପାପଲୋଭୁପାଃ ॥ ୫୫ ॥

ଧନବିଦ୍ୟାବୟୋମତ୍ତାଃ ସର୍ବଦୁଃଖପରାୟଣାଃ ।

ବ୍ୟାଧିତଃସ୍ବରହୁର୍ଭିକ୍ଳବଃ ପୀଡ଼ିତା ଅତିମାୟିନଃ ॥ ୫୬ ॥

କୃତସ୍ବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାବିହୀନ, ସାଚକ, ପରାପମାନେ ନିରତ, ଆପନାର  
ଐଶଂସାବାଦେ ତତ୍ପର ଏବଂ ସର୍ବଦା ପରସ୍ବ-ଅପହରଣେର ଉପାୟ-  
ଚିନ୍ତାର ନିମଗ୍ନ ହୁଏ । ଅତି ଆନନ୍ଦେର ସହିତ ପରଗୃହେ ଭୋଜନ,  
ପରନିନ୍ଦା, ପରେର ଶ୍ରୀତି ବ୍ରଥା ମିଥ୍ୟାପବାଦ, ପିତା ମାତା ଓ ପୁତ୍ରେର  
ନିନ୍ଦା, ବାକ୍ୟେ ଧର୍ମପ୍ରକାଶ ଓ ମନେ ମନେ ପାପଚିନ୍ତା କରିବେ ।  
ସର୍ବଦା ବ୍ୟାଧି, ଡକ୍ଟର, ହୃତ୍ବିକ୍ଳ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବେଗେ ପ୍ରୀଡ଼ିତ,  
ବିଦ୍ୟା ଧନ ଓ ଯୌବନ-ମନ୍ଦେ ମତ୍ତ ଏବଂ କର୍ମଟାଚାରୀ ହୁଏ । ହୁକ୍ତସ୍ବ  
ବିଚାର ନା କରିସାହି ଅପରକେ ଦ୍ବେଷ ଏବଂ ସର୍ବ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟେ ଅଦୋଷ  
ଗୋପନ କରିବେ । ପାପିଷ୍ଠ ନରାଧମ ସକଳ ସମ୍ୟକ୍ରୂପେ ସ୍ବୀୟ କର୍ମ-  
ଟତା ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଧର୍ମପଥପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟାନିରତବ୍ୟକ୍ତିକେ

প্রদ্বিষন্তি তথৈবান্যমবিচার্য সুদুষ্কৃতম্ ।  
 ছাদয়ন্তি প্রযত্নেন স্বদোষং পাপকৰ্ম্মণঃ ॥ ৫১ ॥  
 স্বমায়াং দুষ্কৃতাঃ নম্যগ্ বিব্রণ্ণন্তি নরাধমাঃ ।  
 ধৰ্ম্মমার্গপ্রণেতাং তিরস্করন্তি পাণিনঃ ॥ ৫২ ॥  
 ধৰ্ম্মকার্য্যরতৈকেব ব্রথা বিশ্রান্তিণো জনাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে রাজানো ল্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৫৩ ॥  
 শূদ্রা ভৈক্ষ্যরতাশ্চৈব তেমাং শুশ্রূষবো বিজাঃ ।  
 দ্বিজাশ্চ ক্ৰত্বিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাত্মাশ্চ জাতয়ঃ ।  
 অত্যন্তকামিনঃ সৰ্কে সন্ধীৰ্য্যন্তে পরস্পরম্ ॥ ৫৪ ॥  
 ন শিষ্যো ন গুরুঃ কশ্চিন্ন পুত্রো ন পিতা তথা ।

ব্রথা তিরস্কার করিতেও ক্রান্ত থাকিবে না । কলিযুগ উপস্থিত  
 হইলে সমুদয় মানব স্বেচ্ছাচারী, ল্লেচ্ছগণ রাজা, শূদ্রগণ ভিক্ষা-  
 রত এবং দ্বিজগণ শূদ্রগণের শুশ্রূষাপরায়ণ হইবে । কি ব্রাহ্মণ,  
 কি ক্রত্বিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র এবং কি অস্ত্র জাতি, সকলেই  
 অত্যন্ত কামাসক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের পরীতে সন্তান উৎপা-  
 দন করিবে । ৫৪-৫৪। তাহাদিগের শিষ্য, গুরু, পুত্র, পিতা এবং  
 ভাৰ্য্যা বা পতি কিছুই বিবেচনা থাকিবে না । কলিযুগে ধনাঢ্য-

ন ভাৰ্ঘ্য ন পতিশ্চৈব ভবিতা তত্র সঙ্করে ।

কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ধনাঢ্য। অপি যাচকাঃ ॥ ৫৫ ॥ ,

রনবিক্রমিণশ্চৈব ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ।

ধৰ্ম্মকণ্ঠকসংবীতা মুনিবেশধরা দ্বিজাঃ ।

অপণ্যবিক্রয়রতা ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

বেদনিন্দাপরাশ্চৈব ধৰ্ম্মশাস্ত্রবিনিন্দকাঃ ।

শূদ্রবৃত্ত্যা চ জীবন্তি দ্বিজা নরকভাগিণঃ ॥ ৫৭ ॥

অনারুষ্টিভয়প্রাপ্তা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ ।

ভবিষ্যন্তি তদা সর্কে জনাঃ ক্ষুদ্রয়কাতরাঃ ॥ ৫৮ ॥

কন্দপর্ণফলাহারাস্তাপনা ইব মানবাঃ ।

ব্যক্তিগণও যাচক হইবে । দ্বিজাতি সকল মুনিবেশ ধারণপূৰ্ব্বক উপরে ধর্মের ভান করত রসাদি অ-পণ্যবস্তুর বিক্রয়, বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা এবং শূদ্রবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করিয়া পরিশ্রমে নরকে বাস করিবে । ৫৫-৫৭। নিখিল মানবই ক্ষুধা ও অনারুষ্টিভয়ে কাতর হইয়া সতত আকাশপানে চাহিয়া থাকিবে । তপস্বীদিগের হ্রায় কন্দ পত্র ও ফলমাত্র আহার

আত্মানং যাতয়িষ্যন্তি অনারুষ্ঠ্যাতিদুঃখিতাঃ ।  
 কামার্তা হ্রস্বদেহাশ্চ বহ্ন্নাশনতৎপরাঃ ॥ ৫৯ ॥  
 কলৌ সৰ্কে ভবিষ্যন্তি অল্পভাগ্যা বহুপ্রজাঃ ।  
 শূদ্রাস্ত্রীপোষণপরা বেষ্টালাবণ্যনীলিনাঃ ।  
 ঋতিবাক্যমনাদৃত্য সদা স্বগৃহতৎপরাঃ ॥ ৬০ ॥  
 দুঃশীলা দুষ্টশীলেষু করিষ্যন্তি সদা স্পৃহাঃ ।  
 অসদ্ব্রতা ভবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলান্দনাঃ ।  
 পরমাত্মভাষিণ্যো দেহসংস্কারবর্জিতাঃ ।  
 বাচালাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে চ যোষিতঃ ॥ ৬১ ॥

করিবে ; অধিক কি, অনারুষ্ঠ্যাদিতে পীড়িত হইয়া আত্মঘাতী  
 হইবে। কলিকালে সকলেই কামার্ত, খর্ষাকৃতি, বহুভোজী,  
 অল্পভাগ্য অথচ বহু সন্তানযুক্ত, শূদ্রস্ত্রী-পোষণপর, বেষ্টাসৌন্দ-  
 র্যালোলুপ এবং বেদবাক্যে অনাদরপূর্বক সতত কেবলমাত্র  
 নিজ গৃহকার্য্যে তৎপর হইবে। ৫৮-৬০। কলিকাল উপস্থিত  
 হইলে কুলকামিনীগণ দুঃশীলা, দুষ্টমতি, পুরুষের প্রতি সর্বদা  
 অমুরাগবতী, মিথ্যা ও কঠোরভাষিনী, দেহসংস্কার-বর্জিতা এবং

নগরেষু চ গ্রামেষু প্রাকারেবধিকা জনাঃ ।  
 চৌরাদিভয়ভীতাশ্চ কাষ্ঠযন্ত্রাণি কুর্সতে ॥ ৬২ ॥  
 ছুৰ্ভিক্ষকমপীড়াভিরতীবোপক্রতা জনাঃ ।  
 গোধূমাঢ্যং যবান্নাঢ্যং দেশং যাম্যস্তি দুঃখিতাঃ ॥ ৬৩  
 নিধায় হৃদি কৰ্ম্মাণি ঈরয়ন্তি যচঃ শুভম্ ।  
 স্বকার্য্যমসিক্তিপৰ্য্যস্তং বন্ধুত্বং কুর্সতে জনাঃ ॥ ৬৪ ॥  
 ভিক্ষবশ্চাপি মিত্রাদি স্নেহসম্বন্ধযন্ত্রিতাঃ ।

বহুভাষিনী হইয়া স্বামীর প্রতি অসদাচরণ করিবে । ৬১ । অধি-  
 কাংশ মানব চৌরাদিভয়ে ভীত হইয়া নগর গ্রাম ও প্রাকারো-  
 পরি কাষ্ঠময় যন্ত্র সকল নিৰ্ম্মাণ করিবে এবং ছুৰ্ভিক্ষ ও রাজস্বে  
 পীড়িত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে যে দেশে প্রচুর পরিমাণে গোধূম,  
 যব ও ধান্নাদি উৎপন্ন হয়, সেই দেশে গমন করিবে । ৬২-৬৩ ।  
 সকলেই জনসমধ্যে স্বীয় ছুরভিসন্ধি গোপন রাখিয় ।মৌখিক  
 মিষ্টবাক্য প্রয়োগ এবং যাবৎকাল না নিজ কার্য্যাসিক্তি হয়,  
 তাবৎকাল পর্য্যন্ত অপরের সহিত বন্ধুত্ব করিবে । ৬৪ । ভিক্ষাবৃত্তি  
 অবলম্বন করিয়াও মিত্রাদি স্নেহ ও সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিবে

অম্লোপাধিনিমিত্তেন শিষ্যান্ গৃহ্ণন্তি ভিক্ষবঃ ॥ ৬৫ ॥  
 উভাভ্যামপি হস্তাভ্যাং শিরঃকণ্ঠ্যনং স্থিরঃ ।  
 কূর্ক্বেষ্ট্য গুরুভক্ত্যুণামাজ্ঞাং তৎসন্যাদৃতাং ॥ ৬৬ ॥  
 পাপজ্বালেন নিরতাঃ পামণ্ডজননঙ্গিনঃ ।  
 যদা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি তদা বুদ্ধিং গতঃ কলিঃ ॥ ৬৭ ॥  
 যদা যদা ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ।  
 তদা তদা কলেব্র'দ্বিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৬৮ ॥  
 অধম্ম'বুদ্ধিৰ্ভবিতা বালগৃত্যরপি দ্বিজাঃ ।

এং খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহার্থ শিষ্য করিবে । ৬৫ । যৎকালে নারীগণ  
 উভয় হস্তে শিরঃকণ্ঠ্যন করিতে করিতে স্বামী ও গুরুজন-  
 দিগকে তৎসনা এবং তাহাদিগের আজ্ঞা অবহেলা করিবে ;  
 দ্বিজগণ পাপজ্বালে জড়িত ও পামণ্ডসহবাসে নিরত হইয়া  
 অগ্নিতে আহুতি দান এবং দেবপূজাদি পদ্ধিত্যাগ করিবে ;  
 পণ্ডিতগণের অনুমান করিতে হইবে যে, সেই সময়ই প্রবল  
 কলি । ৬৬-৬৮ । তৎকালে অধর্মের বুদ্ধি ও বাল্য-মৃত্যু উপস্থিত  
 হইবে । এইরূপে ক্রমে সর্বধর্ম বিলুপ্ত হইলে, জগতের আর  
 শ্রী থাকিবে না । ৬৯ । হে দ্বিজসত্তমগণ ! এই ত আমি কলির



সৰ্বধনেষু নষ্টেষু যাত নিঃশ্রীকতাং জগৎ ॥ ৬৯ ॥

এবং কলেঃ স্বরূপঞ্চ কথিতং দ্বিজসত্তমাঃ ।

হরিভক্তিপরাণাঞ্চ ন কলির্বাধতে কচিৎ ॥ ৭০ ॥

তপঃ পরং কৃত্যুগে ত্রেতায়াং ধ্যানমেব হি ।

দ্বাপরে জ্ঞানমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ৭১ ॥

যংকৃতে দশভির্বর্ষৈশ্চেতায়াং হায়নেহপি তং ।

দ্বাপরে তুচ্চ মাসেন চাহোরাত্রেণ তং কলৌ ॥ ৭২ ॥

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজৈশ্চেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্ ।

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ নকীর্ত্যকেশবং ॥ ৭৩ ॥

স্বরূপ কীর্তন করিলাম, কিন্তু কলি হরিভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি-  
দিগের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না । ৭০ ।

জ্ঞানীগণ সত্যযুগে তপস্বী, ত্রেতার ধ্যান, দ্বাপরে জ্ঞান এবং  
কলিতে কেবল দানই পরম ধর্ম বলিয়া থাকেন । ৭১ । সত্যকালে

দশবর্ষে, ত্রেতার একবর্ষে এবং দ্বাপরে এক মাসে যে পুণ্যফল  
লাভ করা যায়, কলিকালে এক দিনেই সেই ফল লব্ধ হয় । ৭২ ।

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরযুগে অর্চনা করিয়া  
যাদৃশ ফলভাগী হওয়া যায়, কলিকালে একবার মাত্র হরিনাম

অহোরাত্রং হরেনাম কীর্তয়ন্তি চ যে নরাঃ ।  
 কুর্ক্বেন্তি হরিপূজাঞ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥ ৭৪ ॥  
 নমো নারায়ণায়ৈতি কীর্তয়ন্তি চ যে নরাঃ ।  
 নিকামা বা সকামা বা ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥ ৭৫ ॥  
 হরিনামপরা যে তু ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ ।  
 ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥ ৭৬ ॥  
 শিবপূজাপরা যে তু শিবনামপরায়ণাঃ ।  
 ত এব শিবতুল্যাশ্চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ ॥ ৭৭ ॥

করিতে পারিলে, সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৭৩ । যে সকল  
 মানব একদিন দিবাত্রি হরিনাম সংকীৰ্ত্তন ও হরিপূজা করে,  
 তাহাদিগের কলিভয় থাকে না । ৭৪ । যাহারা সৰ্ব্বদা “নমো  
 নারায়ণায়” এইরূপ কীর্ত্তন করে, তাহারা সকাম বা নিকামই  
 হউক, কলি তাহাদিগের কোনরূপ বাধা উৎপাদন করিতে  
 সমর্থ নহে । ৭৫ । হে দ্বিজগণ ! ঘোর-কলিযুগে যে সকল মানব  
 হরিনামে আসক্ত, তাহারাই কৃতকৃত্য হইয়া থাকে ; তাহা-  
 দিগের কলিভয় থাকে না এবং যাহারা শিবনাম-পরায়ণ ও শিব-  
 পূজায় নিরত, ঘোর কলিযুগে তাহারাই শিবতুল্য । ৭৬-৭৭ ।

সমস্তজগদাধারং পরমাত্মস্বরূপিণম্ ।

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ ন সীদতি ॥ ৭৮ ॥

পরমার্থমশেষস্য জগতামাদিকারণম্ ।

শরণ্যং শরণং যাতো গোবিন্দং নাববনীদতি ॥ ৭৯ ॥

হরত্যঘমশেষঞ্চ হরিঃ শ্রদ্ধাবতাং দ্বিজাঃ ।

তমাদিদেবমজরং নরো ধ্যায়ন্ ন সীদতি ॥ ৮০ ॥

অহোহতীব সভাগ্যাস্তে সৰ্ব্বদ্বা কেশবার্চ্চকাঃ ।

ঘোর কলিযুগে প্রাপ্তে সৰ্ব্বধনবিবর্জিতে ॥ ৮১ ॥

ভীষণ কলিযুগ উপস্থিত হইলে নিখিল জগতের আধার, পরমাত্ম-

স্বরূপ বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে, মানবকে আর অবসন্ন হইতে

হয় না । ৭৮ । যে ব্যক্তি সকলের পরমার্থ, নিখিল জগতের

আদিকারণ, ভক্তগণের আশ্রয়দাতা, ভগবান্ গোবিন্দের

শরণাগত হইতে পারে, সে কখন অবসাদগ্রস্ত হয় না । ৭৯ ।

হে দ্বিজগণ ! ভগবান্ হরি শ্রদ্ধাশালী মানবগণের অখিল

পাপরাশি দূর করিয়া থাকেন ; যে মানব সেই অজর আদি-

দেব ভগবান্কে ধ্যান করে, সে কখন অবসন্ন হয় না । ৮০ ।

সৰ্ব্বধন-বিবর্জিত ঘোর কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি একবার মাত্র

ন্যূনাতিরিক্ততা দিদ্ধা কলৌ বেদোক্তকৰ্মণাম্ ।

হরিস্মরণমেবাত্র সম্পূর্ণফলদায়কম্ ॥ ৮২ ॥

হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময় ।

ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে কতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩ ॥

শিব শঙ্কর রুদ্রেশ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন ।

ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৮৪ ॥

মহাদেব বিরূপাক্ষ গঙ্গাধর মূড়াব্যয় ।

ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে কতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ৮৫ ॥

জনार्দন জগন্নাথ পীতাম্বরধরাচ্যুত ।

হরির অর্চনা করে, তাহারাই মহাভাগ্যবান্ । ৮১ । কলিতে

বেদবিহিত বাবতীয় কর্মফলেরই অন্ত্রাত্ম যুগ অপেক্ষা তারতম্য

আছে,- কেবল মাত্র হরি-স্মরণই সম্পূর্ণ ফলদায়ক । ৮২ ।

বাহারা নিত্য হে হরে! গোবিন্দ! কেশব! বাসুদেব! হে,

জগন্ময়! কিম্বা 'হে শিব! হে নীলকণ্ঠ! হে রুদ্রেশ!' এইরূপ

উচ্চারণ করে, তাহাদিগকে কলি কোনরূপ 'ক্লেশদান' করিতে

পারে না । ৮৩-৮৪ । যে মানবগণ 'হে মহাদেব! বিরূপাক্ষ!

গঙ্গাধর! হে মূড়! অব্যয়!' এবং 'হে জনার্দন! জগন্নাথ!

ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং-তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

সত্যমুক্তঃ মহাভাগ ত্বয়া কারুণ্যবারিধে ।

পুনঃ শৃণোমি বিপ্রেন্দ্র তথাপি বদতাং বর ॥ ৮৭ ॥

ত এব মুনিশর্দূল পাষণ্ডা বেদনিন্দকাঃ ।

সম্যক্-প্রজ্ঞাবিহীনাশ্চ ইতি পূর্বেং ত্বয়োদিতম্ ॥ ৮৮ ॥

অধর্মনিরতানাঞ্চ যাতনাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

ঘোরে কলিযুগে ব্রহ্মন্ জনানাং পাপকর্মাণাং ।

হে পীতাম্বরধর ! অচ্যুত ! সত্যতঃ এবংবিধ কীর্তন করে । তাহারা নিঃসন্দেহ কৃতার্থ হইয়া থাকে । ৮৫-৮৬ । সনৎকুমার কহিলেন,—“হে কারুণ্যবারিধে ! মহাভাগ ! আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, হে বদতাংবর বিপ্রেন্দ্র ! তথাপি আমি পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ৮৭ । হে মুনিশর্দূল ! আপনি পূর্বেই বলিয়াছেন যে, যাহারা বেদনিন্দক ও ধর্মের প্রতি সম্যক্-প্রজ্ঞাবিহীন, তাহারাই পাষণ্ড এবং অধর্মনিরত ব্যক্তিদিগের নরকযাতনার বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন ; অতএব ঘোর-কলিযুগ উপস্থিত হইলে, যখন

মনঃশুদ্ধিবিহীনানাং নিকৃতিশ্চ কথং ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥

মনঃশুদ্ধিবিহীনত্বাদ্বিপ্রাদীনাঞ্চ সত্তম ।

স্বকৰ্ম্মাণি ন সিধ্যন্তি তেষাং কা গতিক্রমমা ॥ ৯০ ॥

নারদ উবাচ ।

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ লোকানুগ্রহতৎপর ।

উপায়ং তব বক্ষ্যামি শৃণু স্মসমাহিতাঃ ॥ ৯১ ॥

প্রবক্ষ্যামি সমাসেন সৰ্ব্বশাস্ত্রসুনিশ্চিতম্ ।

সমুদয় ব্যক্তিই পাপ-নিরত ও পাবণ হইবে কথিত আছে ।

তখন হে ব্রহ্মন্ ! সেই সকল চিত্তশুদ্ধি-বিহীন জনগণের, কি প্রকারে নিকৃতি হইবে ? ৮৯ । হে সাধুবর ! চিত্ত-শুদ্ধির অভাব হেতু ব্রাহ্মণাদির স্ব স্ব কার্য্যও সিদ্ধ হইবে না, স্মৃতরাং তাহাদিগরই বা কিরূপে সঙ্গতি হইবে ? ৯০ ।

নারদ কহিলেন, “হে মহাপ্রাজ্ঞ ! উত্তম বিবর জিজ্ঞাসা করিয়াছ । তুমি জনগণের প্রতি পরম দয়াবান্ ; এজন্ত আমি তাহাদিগের নিকৃতির উপায় বলিতেছি, সম্যক্ একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর । ৯১ ।

আমি সৰ্ব্বশাস্ত্র-নির্দিষ্ট, শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধতর, সৰ্ব্বজন-

গুহ্যাদ্গুহ্যতরৈধৈব সৰ্বলোকোপকারকম্ ॥ ৯২ ॥

দৈবাধীনমিদং সৰ্বং জগৎ স্বাবরজ্জন্মম্ ।

যথৈব প্রেরিতং তেন তথৈব ঘটতে জগৎ ॥ ৯৩ ॥

শক্তিতঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি বেদোক্তানি সমাচরেৎ ।

তান্ধৰ্পয়েন্মহাবিষ্ণৌ নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৯৪ ॥

সমর্পিতানি কৰ্ম্মাণি মহাবিষ্ণোঃ পরায়ণনঃ ।

সম্পূর্ণতাং প্রাপ্নোন্ত্যেব হরিস্মরণমাত্মতঃ ॥ ৯৫ ॥

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিরেব পরা গতিঃ ।

মহারিষ্টোপশান্ত্যর্থং হরিভক্তিঃ কলৌ যুগে ॥ ৯৬ ॥

হিতকর বিষয় সবিস্তার বলিতেছি। ৯২। এই স্বাবর জীবনা-  
 য়ক অধিক বিশ্বই দৈবাধীন। দৈব যে ভাবে প্রেরণ করে,  
 সেইরূপই ঘটয়া থাকে। ৯৩। শক্ত্যনুসারে বেদোক্ত কার্য  
 করিবে এবং নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া তাহা মহাবিষ্ণুতে অর্পণ  
 করিবে। ৯৪। পরমাত্মস্বরূপ মহাবিষ্ণুতে অর্পিত হইলে  
 হরিস্মরণমাত্র তাহা সম্পূর্ণ হয়। ৯৫। ঘোর কলিযুগ উপস্থিত  
 হইলে হরিই একমাত্র পরম গতি। কলিযুগে মহা অবিষ্ট  
 শান্ত্যর্থ হরিভক্তি আশ্রয় করিবে। ৯৬। হরিভক্তিপরায়ণ-

হরিভক্তিরতানাঞ্চ পাপবন্ধো ন জায়তে ।  
 হরিশ্রবণনিষ্ঠানাং শিবনামরতাত্মনাম্ ।  
 সত্যং সমস্তকৰ্ম্মাণি যাস্তি সম্পূর্ণতাং দ্বিজাঃ ॥ ১৭ ॥  
 অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং হরিভক্তিরতাত্মনাম্ ।  
 ত্রিদশৈরপি পূজ্যন্তে কিমনৈবহুভাষিতৈঃ ॥ ১৮ ॥  
 তস্মাৎ সমস্তলোকানাং হিতমেব ময়োচ্যতে ।  
 হরিনামপরান্ মৰ্ত্ত্যান্ ন কলির্বাধতে কচিৎ ॥ ১৯ ॥  
 হরেনৈব নাটমৈব নাটমৈব মম জীবনম্ ।  
 কলৌ নাশ্ত্যেব নাশ্ত্যেব নাশ্ত্যেব গতিরন্তথা ॥ ১০০ ॥

দিগের পাপ হয় না । হরিশ্রবণনিষ্ঠ ও শিবনামরত ব্যক্তি-  
 দিগের সমস্ত কার্যই সুদিক হয় । ১৭ । অহো ! হরিভক্ত-  
 দিগের কি সৌভাগ্য ! অধিক কি বলিব, দেবগণও  
 তাঁহাদিগের পূজা করেন । ১৮ । অতএব আমি সৰ্ব্বজনহিত-  
 কর, বাক্য বলিতেছি । কলি হরিপরায়ণদিগকে আক্রমণ  
 করিতে পারে না । ১৯ । হরিনামই আমার একমাত্র  
 জীবন । কলিকালে হরিনাম ব্যতীত নিস্তারের অন্ত উপায়  
 নাই ১০০



শ্রুত-উবাচ ।

এবং সনৎকুমারস্ত নারদেন মহাত্মনা ।

সম্যক্ প্রবোধিতঃ সত্যং পরাং নির্কৃতিমাপ হ ১০১॥

তস্মাচ্ছ্রুত বিপ্রেশ্রা হরিনিষ্ঠিতমানসঃ ।

প্রয়াস্তি পরমং স্থানং পুনরাবুত্তি দুর্লভম্ ॥ ১০২ ॥

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিনামপরায়ণাঃ ।

সমস্তপাপনির্মুক্তা যাস্তস্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১০৩ ॥

হরিপূজাপরাণাঞ্চ শিবপূজারতাশ্চনাম্ ।

ন্যূনাতিরিক্ততা ন স্যাৎ সৰ্বকৰ্ম্মসু পণ্ডিতাঃ ॥ ১০৪ ॥

শ্রুত কহিলেন, সনৎকুমার মহাত্মা নারদ কর্তৃক এইরূপ  
অভিহিত হইয়া প্রবোধ লাভ পূৰ্ব্বক পরমা নির্কৃতি প্রাপ্ত  
হইলেন। ১০১। অতএব হে বিপ্রগণ! শ্রবণ কর। হরি-  
গতচিত্ত ব্যক্তিরা পরম স্থান প্রাপ্ত হইবেন, আর তাঁহাদিগকে  
সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। ১০২। ঘোর কলিযুগ  
উপস্থিত হইলে হরিনামপরায়ণ ব্যক্তিরা সমস্ত পাপ হইতে  
বিমুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করেন। ১০৩। হে দ্বিজগণ!  
হরিপূজাপরায়ণ ও শিবপূজারত ব্যক্তিদিগের পরস্পর কোন-

সকলদুষ্কারমন্ত্যেব হরেনাম কলৌ যুগে ।

তে কৃতার্থা মহাত্মানন্তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥১০৫॥

---

রূপ নানাতিরিক্ততা নাই । ১০৪। কলিযুগে একবারমাত্র হরিনাম  
উচ্চারণ করিলে সেই সকল মহাত্মারা কৃতার্থ হইলেন, অতএব  
তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ নমস্কার । ১০৫ ।

তৃতীয়াংশ সমাপ্ত ।

ইতি বৃহন্নারদীয়-পুরাণোক্ত কলিমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ ।

চতুর্থাংশঃ ।

—:—

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যুধিষ্ঠিরস্ত কোন্তেয়ো মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিম্ ।

পুনঃ পপ্রচ্ছ সাম্রাজ্যে ভবিষ্যাৎ জগতো গতিম্ ॥ ১ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আশ্চর্য্যভূতং ভবতঃ শ্রুতং নো বদতাম্বর ।

মুনে ভার্গব যদ্বত্তং যুগাদৌ প্রভবাত্যয়ম্ ॥ ২ ॥

অগ্নিন্ কলিযুগে তুস্তি পুনঃ কৌতুহলং মম ।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জগতে সাম্রাজ্যবিষয়ক ভবিষ্যৎ অবস্থা পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন । ১ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বাগ্মিবর ভার্গব ! যুগাদিতে যে উৎপত্তি বিনাশ হইয়াছিল, সেই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত আপনার নিকটে শ্রুত হইলার । ২ । পরন্তু কলিযুগ-বিষয়ক বিবরণ শ্রবণ

সমাকুলেষু ধর্মেষু কিম্ব শেষং ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥

কিংবীৰ্য্যা মানবাস্তত্র কিমাহারবিহারিণঃ ।

কিমাম্বুষঃ কিংবসনা ভবিষ্যন্তি যুগাক্ষয়ে ॥ ৪ ॥

কাঞ্চ কাষ্ঠাং সমাসাদ্য পুনঃ সম্প্রসৃত্যে কৃতম্ ।

বিস্তরেণ মূনে ক্রহি বিচিত্রাণীহ ভাষসে ॥ ৫ ॥

ইত্যুক্তঃ স মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুনরেবাভ্যভাষত ।

রময়ন্ ব্রহ্মশার্দূলং পাণ্ডবাংশ্চ মহানৃষিঃ ॥ ৬ ॥

করিতে আমার পুনর্জার কোতুহল হইতেছে । তৎকালে ধর্ম সমাকুল হইলে কি অবশিষ্ট থাকিবে ? ৩ । এবং মানবদিগের পরমায়ু, বল, আহার, বিহার ও পরিচ্ছাদি কিরূপ হইবে ? ৪ ।

কি পর্য্যন্ত সীমা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে ? হে মহর্ষে ! যেহেতু আপনি এই স্থলে বিচিত্র কথা সকল ব্যক্ত করিতেছেন, অতএব এ সকলও বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন । ৫ । সেই মুনিপ্রধান মহর্ষিকে এইরূপ বলিলে তিনি বৃষ্টি-কুলেন্দ্র কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের সন্তোষার্থ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৬ ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র ! আমি দেবদেব-প্রসাদে

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ময়া দৃষ্টং যৎ পুরা শ্রুতমেব চ ।

অনুভূতঞ্চ রাজেশ্বর দেবদেবপ্রসাদজন্ম ॥ ৭ ॥

ভবিষ্যৎ সৰ্বলোকস্য বৃত্তান্তং ভরতর্ষভ ।

কলুষং কালমাসাদ্য কথ্যমানং নির্বোধ মে ॥ ৮ ॥

কৃতে চতুষ্পাং সকলো নির্কর্যাজোপাধিবর্জিতঃ ।

ব্রহ্মঃ প্রতিষ্ঠিতো ধর্মো মনুষ্যে ভরতর্ষভ ॥ ৯ ॥

অধর্মপাদবিদ্ধস্ত ত্রিভিরংশৈঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্দেন ব্যামিশ্রো ধর্ম উচ্যতে ॥ ১০ ॥

যে কিছু দেখিয়াছি, শুনিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তাহা

শ্রবণ কর । ৭ । হে ভরতকুলেন্দ্র ! আমি সৰ্বলোকের

কলিকালীন ভবিষ্য বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৮ ।

হে ভরতেন্দ্র ! পূর্বকালে সত্যযুগে ছল ও লোভাদির

সংস্রবরহিত ষোড়শ কলার পরিপূর্ণ চারিপোয়া ধর্ম মনুষ্য-

দিগের প্রতি প্রতিষ্ঠিত ছিল । ৯ । ত্রেতাযুগে একপোয়া

অধর্মে পরিবিক্ত, স্ততরাং ত্রিপাদ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল ।

দ্বাপরে অর্দ্ধ অধর্মে মিশ্রিত, স্ততরাং বিপাদ ধর্ম কথিত

ত্রিভিরংশৈরধর্মস্তু লোকানাশ্রম্য তিষ্ঠতি ।

তামসং যুগমাসাদ্য তদা ভরতসত্তম ॥ ১১ ॥

চতুর্থাংশেন ধর্মস্তু মনুষ্যানুপতিষ্ঠতি ।

আয়ুর্কীর্ত্যমথো বুদ্ধির্কলস্তেজশ্চ পাণ্ডব ॥ ১২ ॥

মনুষ্যাণামনুষুগং হ্রসতীত নিবোধ মে ।

রাজানো ব্রাহ্মণা বৈশ্যা শূদ্রাশ্চৈব যুধিষ্ঠির ॥ ১৩ ॥

ব্যাজৈর্ধর্মঞ্চরিত্যস্তি ধর্মবৈতংসিকা নরাঃ ।

সত্যং সংক্ষেপ্যতে লোকে নরৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ ॥ ১৪ ॥

সত্যহান্যা ততস্তেষামায়ুরল্পং ভবিষ্যতি ।

হইরাছে ; এবং তামস কলিযুগে ধর্ম তিন অংশ অধর্মের মিশ্রিত

হইয়া মনুষ্যদিগকে আক্রমণপূর্বক অবস্থিতি করে, সুতরাং

একপোয়া ধর্ম মনুষ্যদিগের আয়ু, বীৰ্য্য, আশ্রয় করে । ১০-১২ ।

হে পাণ্ডব ! শ্রবণ কর, মনুষ্যদিগের আয়ু, বীৰ্য্য, বুদ্ধি, বল ও

তেজ যুগে যুগে হ্রাস হইয়া থাকে । হে যুধিষ্ঠির ! কলিযুগে

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা ছলপূর্বক ধর্মাচরণ করিবে ।

মনুষ্যেরা ধর্মজাল বিস্তার করিয়া লোকদিগকে বঞ্চনা করিবে

এবং পণ্ডিতগণ হইয়া সত্যকে সংক্ষিপ্ত করিবে ; অনন্তর

আয়ুষঃ প্রক্ষয়াদ্বিদ্যাং ন শক্ষ্যন্ত্যপজীবিতুম্ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যাহীনানবিদ্যানাল্লোভোহপ্যভিভবিষ্যতি ।

লোভক্ৰোধপরা মূঢ়াঃ কামাসক্তাশ্চ মানবাঃ ॥ ১৬ ॥

বৈরবন্ধা ভবিষ্যন্তি পরস্পরবধৈষিণঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সংকীর্য্যন্তে পরস্পরম্ ।

শূদ্রতুল্যা ভবিষ্যন্তি তপঃসত্যবিবর্জিতাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্ত্যা মধ্যা ভবিষ্যন্তি মধ্যাশ্চান্ত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ঐদৃশো ভবিতা লোকো যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ।

বস্ত্রাণাং প্রবরা শাণী ধান্যানাং কোরদূষকাঃ ॥ ১৯ ॥

তাহাদিগের সত্যহানি হেতু আয়ু অল্প হইবে; আয়ু অল্প

হইলে বিদ্যোপজীবী হইতে সমর্থ হইবে না; বিদ্যাহীন হইলে

বিজ্ঞানের অভাবহেতু লোভকর্তৃক অভিভূত হইবে; এবং

লোভ-ক্রোধ-পরায়ণ, মূঢ় ও কামাসক্ত হইয়া পরস্পর শত্রুতা

নিবন্ধন বধৈষী হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা পরস্পর সঙ্ঘর্ষ

ও তপতা-সত্যবিবর্জিত হইয়া শূদ্রতুল্য হইবে। ১৫-১৭। অন্ত্যজ

ব্যক্তিরা মধ্যম ও মধ্যম জনেরা অন্ত্যজ হইবে, সংশয় নাই।

যুগান্ত উপস্থিত হইলে লোক সকল এই প্রকার হইবে। তৎ-

ভাৰ্য্যামিত্ৰাশ্চ পুরুষা ভবিষ্যন্তি যুগন্ধরে ।  
 মৎস্যামিষেণ জীবন্তে দুহন্তৃশ্চাপ্যজৈড়কম্ ॥ ২০ ॥  
 গোষু নষ্টান্ন পুরুষা যেহপি নিত্যং ধৃতব্রতাঃ ।  
 তেহপি লোভসমায়ুক্তা ভবিষ্যন্তি যুগন্ধরে ॥ ২১ ॥  
 অন্যোহন্যং পরিমুঞ্চন্তে হিংসয়ন্তশ্চ মানবাঃ ।  
 অজপা নাস্তিকা স্তেনা ভবিষ্যন্তি যুগন্ধরে ॥ ২২ ॥  
 নদীতীরেষু কুন্দালৈর্কাপয়িষ্যন্তি চৌবধীঃ ।  
 তাশ্চাপ্যল্লফলাস্তেষাং ভবিষ্যন্তি যুগন্ধরে ॥ ২৩ ॥  
 শ্রাদ্ধং দৈবেহপি পুরুষা যেহপি নিত্যং ধৃতব্রতাঃ ।  
 তেহপি লোভসমায়ুক্তা ভোক্ষ্যন্তীহ পরম্পরম্ ॥ ২৪ ॥

কালে বস্ত্রের মধ্যে শশ-স্বত্রের বস্ত্র ও ধাত্তের মধ্যে কোরদূষক  
 ধাত্ত শ্রেষ্ঠ হইবে। পুরুষেরা ভাৰ্য্যাকেই মিত্র বলিয়া গণ্য  
 করিবে। লোক মৎস্যামিষ দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। গো-  
 জাতি বিনষ্ট হইলে ছাগ মেষ দোহন করিবে। পরস্পর পরি-  
 মোষণ ও হিংসা করিবে। অজপীন, নাস্তিক ও চৌর্য্যরত  
 হইবে; এবং নদীতীরেও কুন্দাল দ্বারা ওষধি বপন করিবে,  
 তাহাও তাহাদের পক্ষে অন্ন ফলবতী হইবে। ১৮-২০। যে সকল



পিতা পুত্রস্য ভোক্তা চ পিতুঃ পুত্রস্তথৈব চ ।  
 অতিক্রান্তানি ভোজ্যানি ভবিষ্যন্তি যুগন্ধরে ॥ ২৫ ॥  
 ন ব্রতানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদনিন্দকাঃ ।  
 ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি হেতুবাদবিমোহিতাঃ ॥ ২৬ ॥  
 নিম্নেষীহাং করিষ্যন্তি হেতুবাদবিমোহিতাঃ ।  
 নিম্নে কৃষিং করিষ্যন্তি যোক্ষ্যন্তি ধুরি ধেনুকাঃ ॥ ২৭ ॥  
 একহায়নবৎসাংশ্চ যোজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ।  
 পুত্রঃ পিতৃবধং কুত্বা পিতা পুত্রবধং তথা ।

---

পুরুষেরা শ্রদ্ধা ও দৈবকর্মে ধৃত-ব্রত, তাহারাও পরস্পর লোভী  
 হইয়া পরস্পরের ভোজ্যবস্তু ভোগ করিবে। পিতা পুত্রের ও  
 পুত্র পিতার ভোজ্য বস্তু ভোগ করিবে। যুগন্ধরে অতিক্রান্ত  
 বস্তুও ভোগ হইবে। ব্রাহ্মণেরা ব্রতচরণ করিবে না ও  
 বেদনিন্দক হইবে এবং হেতুবাদে বিমোহিত হইয়া হোম যজ্ঞ  
 করিবে না ও নীচ বিষয়ে স্পৃহা করিবে। মনুষ্যেরা নিম্ন  
 ভূমিতে কৃষি করিবে। ধেনু ও একবর্ষীয় বৎস সকলকে ভার  
 বহনে নিয়োজিত করিবে। পুত্র পিতাকে ও পিতা পুত্রকে  
 বধ করিয়া নিন্দাতাজন হইবে না ; প্রত্যুত তাহাতে নিরুদ্বেগ

নিরুদ্দিগো বৃহদ্বাদী ন নিন্দামুপলপ্যতে ॥ ২৮ ॥

শ্লেচ্ছভূতং জগৎ সৰ্বং নিষ্ক্রিয়ং যজ্ঞবৰ্জিতম্ ॥ ২৯ ॥

ভবিষ্যন্তি নিরানন্দমনুঃসবমথো তথা ।

প্রায়শঃ রূপণানাং হি তথা বন্ধুমতামপি ॥ ৩০ ॥

বিধবানাঞ্চ বিস্তানি হরিষ্যন্তীহ মানবাঃ ।

শ্লব্ববীৰ্য্যমলাস্তৃক্কা লোভমোহপরায়ণাঃ ॥ ৩১ ॥

তৎকথাদানসন্তুষ্ঠা দুষ্ঠানামপি মানবাঃ ।

প্রতিগ্রহং করিষ্যন্তি মায়াচারপরিগ্রহাঃ ॥ ৩২ ॥

সমাহয়ন্তুঃ কৌন্তেয় রাজানঃ পাপবুদ্ধয়ঃ ।

পরম্পরবধোদ্ব্যুক্তা মূৰ্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৩৩ ॥

ও অতিরিক্ত বাদী হইবে । ২৪-২৮ । সকল জগৎ নিষ্ক্রিয়, যজ্ঞ-  
বৰ্জিত, নিরানন্দ ও উৎসবহীন হইয়া শ্লেচ্ছভূত হইবে । মনুষ্যেরা  
প্রায় বন্ধুহীন, দীন ও বিধবাদিগের ও ধন হরণ করিবে এবং  
শ্লব্ব-বীৰ্য্যবল, জ্ঞানহীন, লোভমোহ-পরায়ণ ও পাপাচার-পরিগ্রহ  
হইয়া দুষ্ঠদিগের অসৎ বাক্য পূৰ্ব্বক দানেও সন্তোষ প্রকাশ  
করিয়া প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবে । হে কৌন্তেয় ! পাপবুদ্ধি  
মূৰ্খ ভূপতিগণ পণ্ডিতাভিমानी হইয়া পরম্পরকে আত্মান করত

ভবয্যন্তি যুগান্তে ক্ষত্রিয়া লোককণ্টকাঃ ।  
 অরক্ষিতারো লুপ্তাশ্চ মানাহঙ্কারদর্পিতাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 কেবলং দণ্ডরূচয়ো ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ।  
 আক্রম্যাক্রম্য সাধুনাং দারাংশ্চাপি ধনানি চ ॥ ৩৫ ॥  
 ভোক্ষ্যন্তে নিরনুকোশা রুদতামপি ভারত ।  
 ন কন্তাং যাচতে কশ্চিন্নাপি কন্যা প্রদীয়তে ॥ ৩৬ ॥  
 স্বয়ংগ্রাহা ভবিষ্যন্তি যুগান্তে নমুপস্থিতে ।  
 রাজানশ্চাপ্যসন্তুষ্টাঃ পরার্থান্ মূঢ়চেতসঃ ॥ ৩৭ ॥

---

পরম্পরবধে উদযুক্ত হইবে । ২৯-৩৪ । ক্ষত্রিয়েরা লোকরক্ষিতা হইবে না, প্রত্ন্যত লোকের কণ্টকস্বরূপ হইবে এবং অভিমান ও অহঙ্কারে দর্পিত ও লুপ্ত হইয়া কেবল দণ্ডবিধানেই অনুরাগী হইবে । হে ভারত ! তাহারা সাধু ব্যক্তিদিগের প্রতি বারং-বার আক্রমণ করিয়া তাঁহারা ক্রন্দন করিলেও নির্দয় হইয়া তাঁহাদিগের কলত্র বিস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক ভোগ করিবে । কেহ কাহারও নিকট কন্তা প্রার্থনা বা কাহাকে কন্তা প্রদান করিবে না । ৩৫-৩৬ কন্তাপুণ স্বয়ংই পতি গ্রহণ করিবে । মূঢ়চেতা অসন্তুষ্ট রাজারা সর্ব্ববিধ উপায়ে পরধন হরণ করিবে । তৎকালে

সর্কোপায়ৈহরিষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যপস্থিতে ।

শ্লেচ্ছীভূতং জগৎ সৰ্বং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

হস্তো হস্তং পরিমুষেদ্যুগান্তে সমুপস্থিতে ।

সত্যং সংক্ষিপ্যতে লোকে নরৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ ॥ ৩৯ ॥

স্ববির। বালমতয়ো' বালাঃ স্ববিরবুদ্ধয়ঃ ।

ভীরুস্তথা শূরমানী শূরা ভীরুবিষাদিনঃ ॥ ৪০ ॥

ন বিশ্বসন্তি চাত্তোহন্যং যুগান্তে পর্য্যপস্থিতে ।

একহার্ষ্যং যুগং সৰ্ব্বং লোভমোহব্যবস্থিতম্ ॥ ৪১ ॥

অধর্মো বর্দ্ধতে তত্র ন তু ধর্মঃ প্রবর্ততে ।

সমুদায় জগৎ শ্লেচ্ছীভূত হইবে, সংশয় নাই । ৩৭-৩৮। সহোদরও

সহোদরকে প্রবঞ্চনা করিবে । এই সংসারে মনুষ্যেরা পণ্ডিত-

স্বত্ত্ব হইয়া সত্যকে স্বপ্ন করিবে । বৃদ্ধেরা বালক-মতি ও বাল-

কেরা স্ববিরমতি হইবে । ভীক ব্যক্তির। শূরাভিমानी ও শূর

ব্যক্তির। ভীকর ন্যায় বিষন্ন হইবে । ৩৯-৪০। মনুষ্যেরা পরস্পর

পরস্পরকে বিশ্বাস করিবে না । ব্রহ্ম-যুগাদি সমস্ত যুগই

লোভ মোহপ্রবৃত্ত হইয়া একবাহন দ্বারা বাহিত হইবে । ৪১ ।

তৎকালে অধর্ম বর্দ্ধিত হইবে, ধর্ম প্রবর্তমান থাকিবে না ।

ବ୍ରାହ୍ମଣାଃ କ୍ଷତ୍ରିୟା ବୈଶ୍ୟା ନ ଶିଷ୍ୟାନ୍ତି ଜନାଧିପ ॥ ୫୨ ॥

ଏକବର୍ଣ୍ଣସ୍ତଦା ଲୋକେ ଭବିଷ୍ୟତି ଯୁଗକ୍ଷୟେ ।

ନ କ୍ଷୟାତି ପିତା ପୁତ୍ରଂ ପୁତ୍ରଃ ପିତରଂ ତଥା ॥ ୫୩ ॥

ଭାର୍ଯ୍ୟାଃ ପତିଃଶ୍ରବ୍ୟାଂ ନ କରିଷ୍ୟନ୍ତି ସଂକ୍ଷୟେ ।

ସେ ଯବାନ୍ନା ଜନପଦା ଗୋଧୂମାନ୍ନାନ୍ତଥୈବ ଚ ॥ ୫୪ ॥

ତାନ୍ ଦେଶାନ୍ ସଂଶ୍ରୟିଷ୍ୟନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟୁପସ୍ଥିତେ ।

ସୈରାଚାରାଃ ପୁରୁଷା ଯୋଷିତଃ ବିଶାମ୍ପତେ ॥ ୫୫ ॥

ଅନ୍ୟୋନ୍ୟଂ ନ ସହିଷ୍ୟନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତେ ସମୁପସ୍ଥିତେ ।

ଲ୍ଲେଞ୍ଚିତୃତଂ ଜଗତ୍ ନରଂ ଭବିଷ୍ୟତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ॥ ୫୬ ॥

ନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣତ୍ପରିଷ୍ୟନ୍ତି ଦେବତାନୀଃ ମାନବାଃ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାକିବେ ନା, ଲୋକମାତ୍ରହି  
ଏକବର୍ଣ୍ଣ ହିଁବେ । ପିତା ପୁତ୍ରକେ ଓ ପୁତ୍ର ପିତାକେ କ୍ଷମା କରିବେ  
ନା । ୫୨-୫୩ । ଭାର୍ଯ୍ୟା ପତିଃଶ୍ରବ୍ୟର ସ୍ମୃତ ହିଁବେ ନା । ସେ ସକଳ ଦେଶ  
ସବାର ଓ ଗୋଧୂମାର ଶ୍ରଦ୍ଧାନ ଭକ୍ତ, ଲୋକେ ସେହି ସକଳ ଦେଶ  
ଆଶ୍ରୟ କରିବେ । ହେ ନରନାଥ ! ଜ୍ଞୀ ଓ ପୁରୁଷ ସକଳେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠା-  
ଚାରୀ ହିଁବେ ଏବଂ ପୁରୁଷର କାହାର ଓ କୋନ ବିଷୟ ସହ କରିବେ  
ନା ! ସକଳ ଜଗତ୍ ଲେଞ୍ଚିତୃତ ହିଁବେ । ୫୫-୫୬ । ମାନବେରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାରା

ন কশ্চিৎ কন্যাচিচ্ছেদাতা ন কশ্চিৎ কন্যচিকারুঃ ॥ ৪৭

তমোগ্রাস্তস্তদা লোকো ভবিষ্যতি জনাধিপ ।

পরমাযুষ্ট ভবিতা তদা বর্ষাণি ষোড়শ ॥ ৪৮ ॥

ততঃ প্রাণান্ বিমোক্ষ্যন্তি যুগান্তে নমুপস্থিতে ।

পঞ্চমে বাথ ষষ্ঠে বা বর্ষে কন্যা প্রসূয়তে ॥ ৪৯ ॥

সপ্তবর্ষাষ্টবর্ষাশ্চ প্রজান্যন্তি নরাস্তদা ।

পত্যৌ জ্ঞী তু তদা রাজন্ পুরুষো বা দ্বিয়ম্প্রতি ॥ ৫০

যুগান্তে রাজশাৰ্দূল ন তোমপুপযাস্যতি ।

অন্নদ্রব্য। বৃথালিঙ্গ। হিংসা চ প্রভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥

দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিবে না, কেহ কাহারও সকাশে শ্রোতৃ

হইবে না, কেহ কাহারও গুরু হইবে না । ৪৭ । সমস্ত লোক

তমোগ্রাস্ত হইবে । তৎকালে লোকের পরমাযু ষোড়শবর্ষ ।

তাহার পরেই প্রাণ পরিত্যাগ হইবে ; পঞ্চম বা ষষ্ঠবয়স্ক কন্তার

এবং সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ বয়স্ক পুরুষের সন্তান হইবে । হে

রাজেন্দ্র ! সেই যুগান্তকালে জ্ঞী পতির প্রতি ও পতি জ্ঞীর প্রতি

পরিতুষ্ট থাকিবে না । ৪৮-৫০ । লোকের অন্ন সম্পত্তি, বৃথা ধর্মচিহ্ন

ধারণ ও হিংসার প্রবৃত্তি হইবে । কেহ কাহারও দাতা হইবে

ন কশ্চিৎ কস্যচিদাতা ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে ।

অটুশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পদাঃ ॥ ৫২ ॥

কেশশূলাঃ স্ত্রিয়শ্চাপি ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ।

শ্লেচ্ছাচারাঃ সৰ্বভক্ষা দারুণাঃ সৰ্বকৰ্মসু ॥ ৫৩ ॥

ভাবিনঃ পশ্চিমে কালে মনুষ্যা নাত্র সংশয়ঃ ।

ক্রয়বিক্রয়কালে চ সৰ্বঃ সৰ্বস্য বঞ্চনম্ ॥ ৫৪ ॥

যুগান্তে ভরতশ্রেষ্ঠ বিত্তলোভাৎ করিষ্যতি ।

জ্ঞানানি চাপ্যবিজ্ঞায় করিষ্যন্তি ক্রিয়াস্তথা ॥ ৫৫ ॥

আত্মছন্দেন বৰ্ভন্তে যুগান্তে সমুপস্থিতে ।

স্বভাবাৎ ক্রুরকৰ্ম্মাণশ্চানোহন্যমভিশংসিনঃ ॥ ৫৬ ॥

না । জনপদ অন্নকণ্ঠে আৰ্ত্ত, চতুষ্পদ লম্পট ও বেশ্যাভে,  
পরিব্যাপ্ত ও পত্নী পতিবৈধিগী হইবে । মনুষ্যেরা শ্লেচ্ছাচা-  
সৰ্বভক্ষ্য ও সকল কৰ্ম্মেতে নিষ্ঠুর হইবে সংশয় নাই । সক-  
লেই ধনলোভী হইয়া ক্রয়-বিক্রয়-কালে সকলকে বঞ্চনা  
করিবে । শাস্ত্র না জানিয়া ক্রিয়া-কলাপ করিবে ও শ্বেচ্ছাচারী  
হইবে । ৫১-৫৫। সকলে স্বভাবতই নিষ্ঠুর কৰ্ম্ম ও পরস্পর পর-  
স্পর নিন্দাবাদ করিবে । ব্যথারহিত হইয়া আরাম ও বৃক্ষ

ভবিতারো জনাঃ সর্বে সংপ্রাপ্তে তু যুগক্ষয়ে ।  
 আরামাংশৈশ্চ ব্রহ্মাংশ্চ নাশয়িম্যন্তি নির্দ্যথাঃ ॥ ৫৭ ॥  
 ভবিতা সংশয়ো লোকে জীবিতস্য হি দেহিনাম্ ।  
 তথা লোভাভিভূতাক্ষ ভবিম্যন্তি নরা নৃপ ॥ ৫৮ ॥  
 ব্রাহ্মণাংশ্চ হনিম্যন্তি ব্রাহ্মণশোপভোগিনঃ ।  
 হাহাকৃত্য দ্বিজাংশৈশ্চ ভয়ান্তা ব্রহ্মণা দ্বিতাঃ ॥ ৫৯ ॥  
 ত্রাতারমক্ষভন্তো বৈ ভ্রমিম্যন্তি মহীমিমাম্ ।  
 জীবিতান্তকরাঃ ক্রুরা রৌদ্রাঃ প্রাণিবিহিংসকাঃ ॥ ৬০ ॥  
 যদা ভবিম্যন্তি নরাস্তদা সংক্ষেপ্যতে যুগম্ ।  
 আশ্রয়িম্যন্তি চ নদীঃ পর্কতানু বিষমাণি চ ॥ ৬১ ॥

বিনষ্ট করিবে। ৫৬-৫৭। দেহীদিগের জীবনের সংশয় হইবে।  
 হে নৃপ! নৃপতিগণ লোভাভিভূত হইয়া ব্রহ্মস্ব উপভোগ ও  
 ব্রাহ্মণগণকে নিহিত করিবে। দ্বিজগণ ভয়ান্ত ও শূদ্রপীড়িত  
 হইয়া রক্ষিতার অনাভে হাহাকার করিয়া এই পৃথিবীতে ভ্রমণ  
 করিবে। যখন মনুজগণ জীবনান্তকারী, নির্ধুর, ভীষণ-স্বভাব  
 ও প্রাণিহিংসক হইয়া উঠিবে, তখন যুগের শেষ হইবে। হে  
 কুরুকুল-নন্দন! দ্বিজগণ দম্ভ্যগণকর্তৃক পীড়িত হইয়া কাকের



প্রধাবমানা বিত্রস্তা দ্বিজাঃ কুরুকুলোদ্বহ ।  
 দম্ব্যভিঃ পীড়িতা রাজন্ কাকা ইব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬২  
 কুরাজ্জাভিশ্চ সততং করভারপ্রপীড়িতাঃ ।  
 ধৈর্য্যং ত্যক্ত্বা মহীপাল দারুণে যুগসংক্ষয়ে ॥ ৬৩ ॥  
 বিকর্মানি করিম্যন্তি শূদ্রাণাং পবিচারকাঃ ।  
 শূদ্রা ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ পর্য্যুপাসকাঃ ॥ ৬৪ ॥  
 শ্রোতারশ্চ ভবিষ্যন্তি প্রামাণ্যেন ব্যবস্থিতাঃ ।  
 বিপরীতশ্চ লোকেহয়ং ভবিষ্যত্যধরোত্তরঃ ॥ ৬৫ ॥  
 ত্রিডুকান্ পুণ্ড্রিম্যন্তি বর্জয়িম্যন্তি দেবতাঃ ।  
 শূদ্রাঃ পরিচরিম্যন্তি ন বিজান্ যুগসংক্ষয়ে ॥ ৬৬ ॥

ভায় শঙ্কিত ও ভ্রাসযুক্ত হইয়া ধাবনপূর্ব্বক নদী, পর্ব্বত ও বিষম  
 স্থান আশ্রয় করিবে । প্রধান ব্রাহ্মণেরাও সতত কু-রাজার  
 করভারে প্রপীড়িত হইবে এবং ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্রের  
 পরিচরক হইয়া নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে । শূদ্রেরা  
 ধর্ম্মোপদেশ করিবে এবং ব্রাহ্মণেরা তাহাতে প্রামাণ্য নিশ্চয়  
 করিয়া উপাসক ও শ্রোতা হইবে । নীচ ব্যক্তি বড় হইবে,  
 সকল সংসার বিপরীত ধর্ম্মে সমাক্রান্ত হইবে । লোকে দেবতা

আশ্রমেণু মহর্ষীগাং ব্রাহ্মণাবগথেষু চ ।

দেবস্থানেষু চৈত্যেষু নাগানামালয়েষু চ ॥ ৬৭ ॥

এতুকটিল্লা পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা ।

ভবিষ্যতি যুগে ক্ষীণে তদ্যুগাস্তন্য লক্ষণম্ ॥ ৬৮ ।

যদা রৌদ্রা ধর্মহীনা মাংসাদাঃ পানপাস্তথা ।

ভবিষ্যন্তি নরা নিত্যং তদা নংক্ষেপ্যতে যুগম্ ॥ ৬৯

পুষ্পং পুষ্পে যদা রাজন্ ফলে বা ফলমাপ্রিতম্ ।

প্রজান্যতি মহারাজ তদা নংক্ষেপ্যতে যুগম্ ॥ ৭০ ॥

ত্যাগ করিয়া ভিত্তির অভ্যন্তরে অস্থি গ্রস্ত করত তাহার পূজা করিবে । শূদ্রেরা দ্বিজগণের পরিচর্যা করিবে না । মহর্ষিগণের আশ্রমে, ব্রাহ্মণগণের চতুশ্চাঠীতে, দেবস্থানে, যজ্ঞায়তনে ও নাগালয়ে পৃথিবী অন্তঃস্থ কীকস ভিত্তিদ্বারা অঙ্কিত হইবে, দেবগৃহ দ্বারা ভূষিত হইবে না । তাহাই যুগাস্তের লক্ষণ জানিবে । যখন মনুষ্যেরা নিষ্ঠুর, ধর্মহীন, মাংসাশী ও পানপাস্তী হইবে, তখন যুগের উপসংহার হইবে । যখন পুষ্পে পুষ্প ও ফলে ফলে জন্মিবে, তখন যুগের উপসংহার হইবে । ৬৮-৭০ । তখন

অকালবর্ষ্য পর্জন্তো ভবিষ্যতি গতে যুগে ।  
 আক্রমেণ মনুষ্যাণাং ভবিষ্যন্তি তদা ক্রিয়াঃ ॥ ৭১ ॥  
 বিরোধমথ যান্যন্তি ব্রহ্মলা ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।  
 মহী স্লেচ্ছজনাকীর্ণা ভবিষ্যতি তত্ৰাহচিরাং ॥ ৭২ ॥  
 করভারভয়াদ্বিপ্রা ভজিষ্যন্তি দিশো দশ ।  
 নির্বিশেষা জনপদাস্তদা বিষ্টিকরাদিতাঃ ॥ ৭৩ ॥  
 আশ্রমানুপলপ্ন্যন্তি ফলমূলোপজীবিনঃ ।  
 এবং পর্য্যাকুলে লোকে মর্যাদা ন ভবিষ্যতি ॥ ৭৪ ॥

পর্জন্ত অকালবর্ষী হইবে, মনুষ্যদিগের সহিত বিরোধ করিবে ।  
 তদনন্তর অতিরিকালেই পৃথিবী স্লেচ্ছজনে সমাকীর্ণ হইবে ।  
 বিপ্রেরা করভারভয়ে দিক্ বিদিক্ গমন করিবে । সমস্ত  
 দেশীয় লোক আচার-ব্যবহারে প্রভেদ-রহিত হইবে এবং  
 অবৈধ কর্ম্মকরণে পীড়িত হইয়া আশ্রমকে আশ্রয় করত ফল-  
 মূলোপজীবী হইবে । লোক সকল এইরূপ পর্য্যাকুল হইলে  
 কোন নিয়ম অবধারিত থাকিবে না । শিষ্যগণ বিপ্রিয়কারী  
 হইয়া গুরুর উপদেশে বর্ত্তমান থাকিবে না । আচার্য্য নির্ধন

ন স্থানান্ত্যপদেশে চ শিষ্যা বিপ্রিয়কারিণঃ ।  
 আচার্যোহপি নিধিশৈব ভৎস্যতে তদনন্তরং ॥ ৭৫ ॥  
 অর্থযুক্ত্য প্রবৎস্যন্তি মিত্রনশ্বন্ধিবান্ধবাঃ ।  
 অভাবঃ সৰ্বভূতানাং যুগান্তে সম্ভবিষ্যতি ॥ ৭৬ ॥  
 দিশঃ প্রজ্জলিতাঃ সৰ্বা নক্ষত্রাণ্যভ্রগাণি চ ।  
 জ্যোতীর্ঘি প্রতিকূলানি বাতাঃ পর্য্যাকুলাস্তথা ॥ ৭৭ ॥  
 উদ্ধাপাতাশ্চ বহবো মহাভয়নিদর্শকাঃ ।  
 ষড়্ভিরনৈশ্চ মহিতো ভাস্করঃ প্রতপিস্যতি ॥ ৭৮ ॥  
 তুমুলাশ্চাপি নিহ্রাদা দিগ্দাহাশ্চাপি সৰ্বশঃ ।  
 কবন্ধান্তর্হিতো ভানুরুদয়াস্তমনে তদা ॥ ৭৯ ॥

হইয়া লোকের নিকট দিক্ত হইবে। মিত্র, সন্ধকী ও  
 বান্ধবগণ অর্থযোগেই মিত্রতাদির কার্যে প্রবৃত্ত হইবে।  
 কোন প্রাণীরই অভাব মোচন হইবে না। দিক্ সকল  
 প্রজ্জলিত, জ্যোতির্গণ প্রথর, নক্ষত্রমণ্ডল প্রভাহীন, সমীরণ  
 পর্য্যাকুল ও মহাভয়হৃৎক বহুসংখ্য উদ্ধাপাত হইবে। সপ্ত  
 সূর্য্য উদ্ভাপ প্রদান করিবে এবং সৰ্বত্র তুমুল নির্ঘোষ ও

অকালবর্ষী ভগবান্ ভবিষ্যতি সহস্রদৃক্ ।  
 শস্ত্রানি চ ন রোক্ষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যাপস্থিতে ॥ ৮০ ॥  
 অভীক্ষং ক্রুরবাদিন্যঃ পরুমা রুদিতপ্রিয়াঃ ।  
 তত্বর্গাং বচনে চৈব ন স্থান্যন্তি তদা স্থিয়ঃ ॥ ৮১ ॥  
 পুত্রাশ্চ মাতাপিতরৌ হনিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ।  
 সূদয়িষ্যন্তি চ পতীন্ স্থিয়ঃ পুত্রানপাশ্রিতাঃ ॥ ৮২ ॥  
 অপর্কণি মহারাজ সূর্য্যং রাহুরূপেষ্যতি ।  
 যুগান্তে হতভূক্ চাপি সর্কতঃ প্রস্থলিষ্যতি ॥ ৮৩ ॥

দিগ্‌দাহ হইতে থাকিবে । তৎকালে দিবাকর উদয়াস্তমনে  
 রাহু দ্বারা অ'চ্ছাদিত হইবে । ভগবান্ সহস্রলোচন ইন্দ্র  
 অকালবর্ষী হইবেন, শস্ত্র জন্মিবে না । ক্লীগণ পুনঃপুনঃ  
 নিষ্ঠুরভাষিণী, নির্দয়া ও গোদন-প্রিয়া হইবে এবং পতি-  
 বাক্য গ্রহণ করিবে না । পুত্রগণ পিতা ও মাতাকে বধ  
 করিবে । ক্লীগণ কাহারও আশ্রিতা না হইয়া পতি ও  
 পুত্রগণের হিংসা করিবে । ৭১-৮২ । মহারাজ ! রাহু অপর্ক-  
 দিনেও দিবাকরকে গ্রাস করিবে । অগ্নি সর্কত ও জ্বলিত

পানীয়ং ভোজনঞ্চাপি যাচমানাস্তদক্ষণাঃ ।  
 ন লপন্ত্যন্তে নিবাসঞ্চ নিরস্তাঃ পথি শেরতে ॥ ৮৪ ॥  
 নির্ধাতা নায়না নাগাঃ শকুনাঃ সন্মগদ্বিজাঃ ।  
 রুক্ম বাচো বিমোক্ষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৮৫ ॥  
 মিত্রং সম্বন্ধিনশ্চাপি সন্ত্যজ্যন্তি নরাস্তদা ।  
 জনং পরিজনঞ্চাপি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৮৬ ॥  
 অথ দেশান্ দিশশ্চাপি পত্তনানি পুরানি চ ।  
 ক্রমশঃ সশ্রয়িষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৮৭ ॥

হইতে থাকিবে। পথিকেরা অন্ন, পান ও বাসস্থান যাচঞা  
 করিয়াও প্রাপ্ত হইবে না, পরিশেষে নিরস্ত হইয়া পথিমধ্যে  
 শয়ন করিয়া থাকিবে। কাক, শকুন, নাগপ্রভৃতি পশু-  
 পক্ষিগণ ভোষণ শব্দের সহিত রুক্ম বাক্য প্রয়োগ করিবে।  
 সন্মুখেরা মিত্র, সম্বন্ধী ও পরিজনকে পরিত্যাগ করিবে  
 এবং দেশ হইতে দেশান্তর, দিক্ হইতে দিগন্তর ও নগর  
 হইতে নগরান্তর ক্রমশঃ আশ্রয় করিবে। পরস্পর পর-  
 স্পরকে, হা তাত ! হা পুত্র ! এইরূপ সূদারুণ বাক্য বলিয়া

হা তাত হা স্মতেত্যেবং তদা বাচঃ স্মদারুণাঃ ।  
 বিক্ৰোশমানশ্চাত্মোহন্তং জনো গাং পর্য্যটিষ্যতি ॥ ৮৮ ॥  
 ততস্তুমুলনজাতে বর্তমানে যুগক্ষয়ে ।  
 দ্বিজাতিপূৰ্ণকো লোকঃ ক্রমেণ প্রভবিষ্যতি ॥ ৮৯ ॥  
 ততঃ কালান্তহরেহন্তস্মিন্ পুনর্লোকবিব্রুয়ে ।  
 ভবিষ্যতি পুনর্দৈবমনুকূলং যদৃচ্ছয়া ॥ ৯০ ॥  
 বদা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ তথা তিস্যাবৃহস্পতী ।  
 একরাশৌ সমেষ্যন্তি প্রবৎস্রতি তদা ক্লতগ্ ॥ ৯১ ॥

রোদন করত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে থাকিবে। ৮৩-৮৮  
 সেই তুমুল-সংঘাত যুগান্তসময় অতীত হইলে পুনর্বার  
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ক্রমশঃ হইবে। সেই তুমুল যুগক্ষয়ের  
 পর কালান্তরের পুনর্বার লোক-বৃদ্ধি নিমিত্ত, যদৃচ্ছানুসারে  
 দৈব অনুকূল হইবে। যখন চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃহস্পতি পুষা  
 নক্ষত্রে একরাশিগত হইবে, তখন সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে।  
 তখন পর্জন্ত যথাকালে বর্ষণ করিবে। নক্ষত্র সকল শুভ-  
 জনক হইবে। গ্রহগণ যথাক্রমে গমন করত অনুকূল হইবে ;  
 সুভিক্ষ, আরোগ্য, নিরাময় ও সমস্ত শুভ, হইবে। বিষু-

কালবর্ষী চ পর্জন্যো নক্ষত্রাণি শুভানি চ ।  
 প্রদক্ষিণা গ্রহাশ্চাপি ভবিষ্যন্ত্যনুলোমগাঃ ॥ ৯২ ॥  
 ক্ষেপঃ স্ত্ৰীভিক্ষমারোগ্যং ভবিষ্যতি নিরাময়ম্ ।  
 কল্কী বিষ্ণুযশা নাম দ্বিজঃ কালপ্রচোদিতঃ ॥ ৯৩ ॥  
 উপত্য্যতে মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ ।  
 সম্ভূতঃ সম্ভুলগ্রামে ব্রাহ্মণাবনথে শুভে ॥ ৯৪ ॥  
 মনসা তন্য নক্ষত্রাণি বাহনান্যায়ুধানি চ ।  
 উপস্থান্যস্তি যোধাশ্চ শস্ত্রাণি কবচানি চ ॥ ৯৫ ॥  
 স ধর্ম্মবিজয়ী রাজা চক্রবর্তী ভবিষ্যতি ।  
 স চেমং সংকুলং লোকং প্রসাদমুপনেম্যতি ॥ ৯৬ ॥

বশাবংশীয় কল্কী নামে দ্বিজ কাল-প্রেরিত হইয়া উৎপন্ন হইবেন। সম্ভুল গ্রামে ব্রাহ্মণগৃহে উৎপন্ন সেই কল্কী মহাবুদ্ধিমান্ মহাপরাক্রম মহাবলবান্ হইবেন। তাঁহার সঙ্কল দ্বারা বাহন, অস্ত্র, শস্ত্র, কবচ ও যোধগণ সমস্ত উপস্থিত হইবে। তিনি ধর্ম্মবিজয়ী চক্রবর্তী রাজা হইয়া এই সম্ভুল লোকের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। তিনি উদারবুদ্ধি দীপ্তিমান্ ব্রাহ্মণ



উথিতো ব্রাহ্মণো দীপ্তঃ ক্ষয়ান্তকুদারধীঃ ।

সংক্ষেপকো হি সৰ্বস্য যুগস্য পরিবর্তকঃ । ৯৭ ।।

স সৰ্বত্র গতান্ ক্ষুদ্রান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ ।

উৎসাদয়িম্যতি তদা সৰ্বহ্নেচ্ছগগান্ দ্বিজঃ ।। ৯৮ ।।

রূপে উথিত হইয়া সমস্ত জগতের উপসংহারের পর যুগক্ষে  
অন্তকারী হইয়া যুগের পরিবর্তক হইবেন। তৎকালে তিনি  
ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া সৰ্বত্রস্থ সৰ্ব-শ্রেচ্ছগণকে উৎসাদিত  
করিবেন । ৯৭-৯৮ ।

চতুর্থাংশ সম্পূর্ণ ।

মহাভারতোক্ত কলি-মাহাত্ম্য সমাপ্ত ।

পঞ্চমাংশঃ ।

—:~:—

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শত্রু উবাচ ।

তিমো মায়ামমুয়াঞ্চ বদধৈব তপস্বিনাম্ ।  
সাধয়ন্তি নরাস্তত্র তমসা ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১ ॥  
কলৌ প্রমাদকো রোগঃ সততং ক্ষুদ্য়ানিচ ।  
অনাস্তিভয়ং ঘোরং দেশানাশচ বিপর্যয়ঃ ॥ ২ ॥  
ন প্রামাণ্যং শ্রুতেরস্তি নৃণাঞ্চাধর্মসেবনং ।  
অধার্মিকান্দনাচার্য মহাকোপান্নচেতনঃ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র বলিলেন, কলিযুগে মমুযোরা তমোভুগে ব্যাকুলে-  
ন্দ্রিয় হইয়া মায়া ও অমুয়াতে অভিভূত হইবে এবং তপস্বি-  
পণের বধে নিয়ত রত থাকিবে; কলিকালে প্রমাদ, সতত  
রোগ, ক্ষুধা, ভয়, ঘোর অনাস্তি ভয়, ও দেশের বিপর্যয়  
ঘটিবে। কলিকালে শাস্ত্রের আর প্রামাণ্য থাকিবে না,  
মমুযোরা নিয়ত অধর্মপরায়ণ হইবে এবং সকলে অধা-  
র্মিক, অনাচার, মহাক্রোধী ও নীচচেতা হইবে। কলি-



ক্রোধহত্যা বীরহত্যা প্রজায়ন্তে প্রজাসু বৈ ।

শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচার্যঃ শূদ্রাচার্যশ্চ ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৮

রাজভিত্তিস্থিতাশ্চৌর্যশ্চৌর্যচার্যশ্চ পার্শ্বিকাঃ ।

একপত্ন্যো ন শিষ্যন্তি বর্দ্ধিষ্যন্ত্যভিনারিকাঃ ॥ ৯

বর্ণাশ্রমপ্রতিষ্ঠা নো জায়তে নৃষু নরকতঃ ।

তদা স্বল্পফলা ভূমিঃ কচিচ্চাপি মহাফলা ॥ ১০

অরক্ষিতারো হর্তারঃ পার্শ্বিকাশ্চ শিলাশন ।

এবং ব্রাহ্মণৈঃ নরকৈ ব্রাহ্মণৈরভিবন্দিতাঃ ১১ ॥

প্রায়ই শূদ্র হইবেন এবং তাঁহারা নিয়ত ব্রাহ্মণের পীড়া দিবেন। কলিকালে এই ভারতভূমিতে প্রজাতে ক্রোধহত্যা বীরহত্যা প্রভৃতি দোষ জন্মিবে; এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের আচার ও ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের আচার অবলম্বন করিবেন। চৌরেরা রাজার বৃত্তি অবলম্বন করিবে, আর রাজারা চৌর্যচার্য অবলম্বন করিবেন। পতিব্রতার ভাগ কম হইবে আর ব্যভিচারিণীর অংশ বৃদ্ধি পাইবে। মনুষ্য আর বর্ণাশ্রমের নিয়মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন না। ঐ কলিকালে পৃথিবী অল্পফলা হইবেন, কোন কোন স্থলে বা বহুফল

অক্ষত্রিয়াশ্চ রাজানো বিপ্রাঃ শূদ্রোপজীবিনঃ ।  
 আননস্থ্য দ্বিজান্ দৃষ্ট্ৱা ন চলত্যল্লবুদ্ধয়ঃ ॥ ১২ ॥  
 তাড়য়ন্তি দ্বিজেন্দ্রাশ্চ শূদ্রা নৈ স্বল্লবুদ্ধয়ঃ ।  
 আন্যে নিধায় বৈ হস্তং কর্ণে শূদ্রন্য বৈ দ্বিজাঃ ॥ ১৩ ॥  
 নীচন্যেব তদা বাক্যং বদন্তি বিনয়েন তম্ ।  
 উচ্চাননস্থান্ শূদ্রাশ্চ দ্বিজমধ্যে দ্বিজবর্ভ ॥ ১৪ ॥  
 জ্ঞাত্বা ন হিংসতে রাজা কলৌ কালবশেন তু ।  
 পুটৈশ্চ বাসিতৈশ্চৈব তথাত্মৈর্দ্রুঙ্গলৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৫ ॥

জন্মিবে । রাজারা আর রক্ষক থাকিবে না, কেবল  
 হরণ করিতেই রত থাকিবেন । শূদ্রসকল জ্ঞানী হইবে ও  
 ব্রাহ্মণগণ নিম্নত তাহাদিগকে বন্দনা করিবেন ; রাজা অক্ষ-  
 ভ্রম হইবেন এবং বিপ্রগণ শূদ্রোপজীবী হইবেন । উচ্চ  
 সনোপবিষ্ট অল্লবুদ্ধি শূদ্রগণ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াও উচ্চানন  
 হইতে চলিত হইবে না ; স্বল্লবুদ্ধি শূদ্রগণ দ্বিজেন্দ্রগণকে  
 নিম্নত তাড়না করিবে । ব্রাহ্মণগণ নীচ ব্যক্তির স্থায় শূদ্রের  
 কর্ণের নিকটে মুখ রাখিয়া আপন মুখের নিকটে হাত  
 রাখিয়া বিনীতভাবে সেই শূদ্রের সহিত কথোপকথন করি

শূদ্রান ভ্যর্চয়ন্ত্যশ্ল-শ্রুতভাগ্যবলাধিতাঃ

ন প্রেক্ষন্তে গৰ্বিতাশ্চ শূদ্রা দ্বিজবরান্ দ্বিজ ॥ ১৬ ॥

সেবাবগরমালোক্য দ্বারে তিষ্ঠন্তি বৈ দ্বিজাঃ ৷

বাহনস্থান্ সমারত্যা শূদ্রান্ শূদ্রোপজীবিনঃ ॥ ১৭ ॥

সেবন্তে ব্রাহ্মণাস্তত্র স্তবন্তি স্ততিভিঃ কলৌ ।

তপোযজ্ঞফলানাঞ্চ বিক্রেতারো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥

যতয়শ্চ ভবিষ্যন্তি বহবোহস্মিন্ কলৌ যুগে ।

বেন। কালের প্রভাবে ঐ কলিকালে রাজা ব্রাহ্মণের মধ্য-  
স্থলে উচ্চাসনারূঢ় শূদ্রকে জানিতে পারিয়াও দণ্ড করিবেন।

না। যাহাদিগের অল্প শাস্ত্রজ্ঞান এবং অল্প সামর্থ্য ও ভাগ্য,  
তাহারা সুগন্ধিপুষ্পে ও অগ্ন্যাগ্ন শুভ মঙ্গল দ্রব্য দ্বারা

শূদ্রগণকে পূজা করিবে। গৰ্বিত শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণকে  
কটাক্ষেও অবলোকন করিবে না। ১-১৬। ঐ কলিকালে

শূদ্রোপজীবী ব্রাহ্মণগণ বাহনারূঢ় শূদ্রগণকে বেষ্ঠন করিয়া  
সেবায় তৎপর থাকিবে ও নানাবিধ স্ততিতে স্তব করিবে।

ঐ কলিতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ তপোযজ্ঞ ফলের বিক্রেতা হইবেন  
এবং কলিতে অনেকানেক সন্ন্যাসীবেশধারীও দেখা যাইবে।

কলিতে পুরুষের ভাগ অল্প হইবে, আর স্ত্রীর ভাগ অধিক

পুরুষান্নং বহুস্ত্রীকং যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ১৯ ॥  
 নিন্দন্তি বেদবিদ্যাঞ্চ দ্বিজাঃ কৰ্ম্মানি বৈ কলৌ ।  
 কলৌ দেবো মহাদেবঃ শঙ্করো নীললোহিতঃ ॥ ২০ ॥  
 প্রকাশতে প্রতিষ্ঠার্থং ধৰ্ম্মস্য বিকৃতাকৃতিঃ ।  
 যে তং বিপ্রা নিমেষন্তে যেন কেনাপি শঙ্করম্ ॥ ২১ ॥  
 কলিদোষান্‌ বিনির্জিত্য প্রয়ান্তি পরমং পদম্ ।  
 স্থাপদপ্রবলত্বঞ্চ গবাত্কেব পরিক্ষয়ঃ ॥ ২২ ॥

হইবে। ব্রাহ্মণগণ বেদাদি বিদ্যা ও শ্রৌতস্মার্তাদি কৰ্ম্মের  
 নিন্দা করিবেন। ঐ কলিকালে দেবদেব শঙ্কর নীললোহিত  
 মহাদেব ধৰ্ম্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বিকৃতাকৃতি অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন  
 বিভিন্ন লিঙ্গ-স্বরূপ হইয়া প্রকাশ পাইবেন। যে বিপ্রগণ  
 সেই বিকৃতাকৃতি শঙ্করকে যে কোনরূপেও পূজা করিবেন,  
 তাঁহারা কলিদোষনিচয় জয় করিয়া পরম শিবপদ লাভ  
 করিতে সমর্থ হইবেন। ঐ কলিযুগে স্থাপদ সকল প্রবল  
 হইবে, গো-গণ কেবল ক্ষয় পাইতে থাকিবে এবং সাধুলোকের  
 বিনাশই হইতে থাকিবে। ঐ কলিতে আশ্রম-চতুষ্টয়ের  
 শৈথিল্য হইবে; মহোদরক স্মৃদ্ধানমূল ধৰ্ম্ম প্রচলিত হইবে।  
 নৃপতিগণ প্রজারক্ষণে অবহেলা করিবেন, কেবল করগ্রহ-

সাধুনাং বিনিবৃতিশ্চ বেদ্যা তস্মিন্ যুগক্ষয়ে ।  
 তদা সূক্ষ্মা মহোদর্কো ছলভো দানমূলবান্ ॥ ২৩  
 চাতুরাশ্রমশৈথিল্যে ধর্ম্যঃ প্রতিচলিস্যতি ।  
 অরক্ষিতারো হর্ভারো বগিভাগন্য পার্থিবাঃ ॥ ২৪ ॥  
 যুগান্তেষু ভবিষ্যন্তি স্বরক্ষণপরায়ণাঃ ।  
 অউশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ ॥ ২৫ ॥  
 প্রমদাঃ কেশশূলিন্যো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ।  
 চিত্রবর্ষী তদা দেবো যদা প্রাহুর্যুগক্ষয়ম্ ॥ ২৬ ॥

গেই তৎপর হইবেন । ঐ কলিতে সকলে স্ব স্ব রক্ষণে তৎপর থাকিবেন, জনপদে কেবল অন্ন ও কত্তা বিক্রয় হইতে থাকিবে, চতুষ্পথে বেদবিক্রয় হইবে, স্ত্রীগণ বেশ্যাবৃত্তি আচরণে পণ্যস্বরূপ হইবে এবং আশ্চর্য্য বৃষ্টি হইবে অর্থাৎ কখন কখন উত্তমকপ বৃষ্টি হইবে । ঐ কলিকালে সকলেই বার্কু-ষিকৃ ( অর্থাৎ সূদখোর ) হইবে ; কুৎসিত স্বভাবে ও আচরণে নিয়ত আসক্ত থাকিবে এবং বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দাস্তিকগণের সহিত পরিবৃত্ত থাকিবে, পরস্পরে বহুযাজন হইবে, সদাসর্বদা ক্রুরবাক্য প্রয়োগ করিবে, ঋজুতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল অস্ম্যতে অভিভূত হইবে এবং



নরকৈ বগিগ্জনাশ্চাপি ভবিষ্যন্ত্যধমে যুগে ।  
 কুশীলচর্যাঃ পাষট্ঠৈর্থাংকুপৈঃ সমারতাঃ ॥ ২৭ ॥  
 বহুযাজনকো লোকে ভবিষ্যতি পরম্পরম্ ।  
 নাব্যাহতকূরবাক্যো নার্কজীবী নানসূয়কঃ ॥ ২৮ ॥  
 ন ক্রতে প্রতিকর্তা চ যুগক্ষীণে ভবিষ্যতি ।  
 নিন্দকান্ধৈব পতিতা যুগান্তন্য চ লক্ষণম্ ॥ ২৯ ॥  
 নৃপশূন্য বসুমতী ন চ ধান্যধনান্বতা ।  
 মণ্ডলানি ভবিষ্যন্তি দেশেষু নগরেষু চ ॥ ৩০ ॥

ঐ যুগে কেহ প্রত্যাশ কর্তা থাকিবে না। কেবল সক  
 নিন্দুক ও পতিত হইবে। বসুমতী আর ধনধান্যপরিপূর্ণা না  
 হইয়া স্বীয় অর্থনাম পরিত্যাগ করিবেন ও পতিবিহীনা হই-  
 বেন। দেশে দেশে নগরে নগরে কেবল জনশূন্য স্থান  
 হইবে। পৃথিবী অন্নজলা ও অন্নফলা হইবেন। যাহারা  
 রক্ষক, তাহারা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে না। ঐ যুগের শেষে  
 পৃথিবীতে পুরুষগণ অশাসন হইয়া পড়িবে, কেবল পরবিত্ত  
 হরণ, পরজী-ধর্ষণ, সাহসপ্রিয়তা প্রভৃতি অবলম্বন করিবে।  
 সকলই কামাভিভূতচেতা, অধম ও দুঃখী হইবে। কাহারও

অল্লোদকা চাল্লফলা ভবিষ্যতি বহুক্ষরা ।  
 গোপ্তারশ্চাপ্যগোপ্তারঃ সন্তুবিষ্যন্ত্যশাসনাঃ ॥ ৩১ ॥  
 হর্ত্তারঃ পরবিত্তানাং পরদারপ্রধৰ্ষকাঃ ।  
 কামান্নানো দুৰান্নানো হৃদমাঃ সাহসপ্রিয়াঃ ॥ ৩২ ॥  
 প্রানষ্টচেষ্টনাঃ পুংসো মুক্তকেশাশ্চ শূলিনঃ ।  
 জনাঃ ষোড়শবর্ষাশ্চ প্রজায়ন্তে যুগক্ষয়ে ॥ ৩৩ ॥  
 শুক্লদন্তাজিনাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসনঃ ।  
 শূদ্রা ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ৩৪ ॥  
 শস্যচৌরা ভবিষ্যন্তি দৃষ্টচৈলাভিলাষিণঃ ।  
 চৌরাশ্চৌরস্বহর্ত্তারো হর্ত্তুর্হর্ত্তা তথাপরঃ ॥ ৩৫ ॥

আর উদ্যোগ থাকিবে না, সকলেই রোগী, বেশ্যাসম্বিত ও  
 নিলজ্জ হইবে এবং তাহাদের আয়ুর পরিমাণ ষোড়শ  
 বৃংসর হইবে। শূদ্রগণ মুণ্ডিতমস্তক ও শুক্লদন্ত হইয়া  
 রুদ্রাক্ষ কৃষ্ণসার চর্ম্ম ও কাষায় বসন ধারণে যতিবেশ অব-  
 লম্বন করত ধর্ম্মাচরণ করিবে। ১৭-৩১। ঐ কলিকালে  
 সকলে শস্যচৌর হইবে ও বস্ত্র দেখিলেই তাহার গ্রহণে  
 অভিলাষী হইবে। চৌরেরা চৌরগণের পর্য্যন্ত সম্পত্তি

যোগ্যকৰ্ম্মণ্যপৰতে লোকে নিষ্ক্ৰিয়তাং গতে ।  
 কীট-মূষক-সৰ্পাশ্চ ধৰ্ম্মমিচ্ছন্তি মানবান্ ॥ ৩৬ ॥  
 স্তুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং সামর্থ্যং দুৰ্লভং তদা ।  
 কৌশিকীং প্রতিপৎস্যন্তে দেশান্ ক্ষুদ্ৰয়পীড়িতাঃ ॥ ৩৭ ॥  
 দুঃখেনাভিপ্লুতানাঞ্চ পরমায়ুঃ শতং তদা ।  
 দৃশ্যন্তে ন চ দৃশ্যন্তে বেদাঃ কলিযুগেহখিলাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 উৎসীদন্তি তদা যজ্ঞাঃ কেবলা ধৰ্ম্মপীড়িতাঃ ।  
 কাষায়িণোহপ্যনিগ্রহাঃ কাপালিবহুলাস্তিহ ॥ ৩৯ ॥  
 বেদবিক্ৰয়িণশ্চান্যে তীৰ্থবিক্ৰয়িণঃ পরে ।  
 বর্ণাশ্ৰমাণাং যে চান্যে পাষাণ্ডাঃ গরিপন্থিনঃ ॥ ৪০ ॥

অপহরণ করিবে। আর হরণকারীর দ্রব্যও অপরে হরণ  
 করিবে। যখন যোগ্য কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইবে ও লোক  
 সকল নিষ্ক্ৰিয় হইবে, তখন কীট, মূষিক ও সৰ্প মানবগণকে  
 হিংসা করিতে থাকিবে। ঐ সময়ে কি স্তুভিক্ষ, কি মঙ্গল,  
 কি আরোগ্য, কি সামর্থ্য সকলই দুৰ্লভ হইবে। তখন  
 প্রজাগণ ক্ষুধায় ও ভয়ে কাতর হইয়া আপন দেশ হইতে  
 কৌশিকী নদীতে গমন করিবে । ৩৫-৩৭ । ঐ কলিতে

উৎপদ্যন্তে তদা তে বৈ সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে ।  
 অধীযন্তে তদা বেদাচ্ছূদ্রা ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ ॥ ৪১  
 যজ্ঞন্তে চাশ্বমেধেন রাজানঃ শূদ্রয়োনিয়ঃ ।  
 স্ত্রী-বাল-গোবধং কৃত্বা হত্বা চৈব পরম্পরম্ ॥ ৪২ ॥  
 উপদ্রবাংস্তথান্যোচ্চৈঃ সাধয়ন্তি সদা প্রজাঃ ।  
 দুঃখপ্রভূত মল্লায়ুর্দেহোৎসাদঃ সরোগতা ॥ ৪৩ ॥  
 অধর্ম্মাভিনিবেশিত্বাং তমোরুতং কলৌ স্মৃতম্ ।  
 প্রজাস্তু ব্রহ্মহত্যাদি তদা বৈ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

দুঃখাভিভূত মনুষ্যাগণের একশত বৎসর পর্য্যন্ত পরমাযু ও  
 ঐ কলিতে সমগ্র বেদ প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্ট হইবে না ।  
 যজ্ঞ কেবল অধর্ম্মে পীড়িত হইয়া উৎসাদ প্রাপ্ত হইবে ।  
 ঐ যুগে মানবেরা কাষায় বসন পরিধানাদিতে যতিবেশধারী  
 হইয়া ও মূর্থ এবং অধিক সংখ্যকই কাপালী, আর কেহ  
 কেহ বা বেদবিক্রয়ী ও কেহ কেহ বা শাস্ত্রবিক্রয়ী হইবে ।  
 যে যে অবৈদিক মার্গ বর্ণাশ্রমের পরিপন্থী, ঐ কলিযুগ উপ-  
 স্থিত হইলেই সেই সকল উৎপন্ন হইবে । সেই সময় শূদ্রগণ  
 ধর্ম্মার্থবেত্তা হইয়া বেদাধ্যয়নেও রত থাকিবে; এবং ঐ

তস্মাদায়ুর্কলং রূপং কলিং প্রাপ্য প্রহীয়তে ।

তদা ত্বল্লেন কালেন দিক্চিৎ গচ্ছন্তি মানবাঃ ॥ ৪৫ ॥

ধন্য। ধর্ম্মং চরিত্যন্তি যুগান্তে বিজসত্তমাঃ ।

শ্রুতিস্মৃত্যদিতং ধর্ম্মং যে চরন্ত্যনশ্লুয়কাঃ ॥ ৪৬ ॥

ত্রেতায়াং বার্মিকো ধর্ম্মো দ্বাপরে মানিকঃ স্মৃতঃ ।

যথাক্লেশং চরন্ প্রাজ্ঞস্তদহ্না প্রাপ্নুতে কলৌ ॥ ৪৭ ॥

এষা কলিযুগাবস্থা। দক্ষাংশস্ত নিবোধ মে ।

যুগে যুগে চ হীয়ন্তে ত্রীংশ্রীন্ পাদাংস্ত দিঙ্ঘরঃ ॥ ৪৮ ॥

শূদ্রেরাই রাজা হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। তখন প্রজা-  
গণ স্ত্রী বালক গো প্রভৃতি হনন করিয়া এবং পরস্পর  
পরস্পরের হত্যা করিয়া পরস্পরের উপদ্রব করিতে থাকিবে।  
কলিতে প্রজাগণের অবশ্যে অভিনিবেশ থাকিবে বলিয়া  
প্রভূত দুঃখ, অল্প আয়ু, দেহের উৎসাদ, নিয়ত রোগ এই  
সকল তামাঙ্গণের কার্য্য হইবে। তখন প্রজারা ব্রহ্মহত্যা দি  
করিতে থাকিবে; অতএব কলিকালে সকলেরই রূপ, বল,  
আয়ুঃ প্রভৃতি সকল বিনষ্ট হইবে। কিন্তু ঐ কলিতে মান-  
বেরা অল্প কালেই দিক্চি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। ৩৮ ৩৫

যুগস্বভাবাঃ সঙ্ক্যাস্ত তিষ্ঠন্তীহ তু পাদশঃ ।

স্বক্যাস্বভাবাঃ স্বাংশেষু পাদশস্তে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

এবং সঙ্ক্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তকে ।

তেমাং শাস্তা হৃদাধুনাং ভূতানাং নিধনোথিতঃ ॥ ৫০ ॥

গোত্রেহস্মিন্ বৈ চন্দ্রমনো নাম্না প্রমিতিকৃচ্যতে ।

মানবস্য তু নোহংশেন পূৰ্ণং স্বায়ত্তুবহন্তরে ॥ ৫১ ॥

ঐ কলিকাল আগতহ ইলে যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ধর্ম অনুষ্ঠানে রত থাকিবে ও যাহারা অমুয়া পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিস্মৃতি কথিত ধর্ম আচরণ করিবে, তাহারাই ধন্য । কারণ ত্রেতাযুগে এক বর্ষে ধর্ম উপার্জন করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, দ্বাপরে তাহা এক মাসে পাওয়া যায় এবং কলিতে এক দিন নিয়মিত ক্লেশ করিয়া ধর্ম অনুষ্ঠান করিলে, তাহার ফল পাওয়া যাইবে । ৪৬-৪৭ । ইহাই কলিযুগের অবস্থা ; এক্ষণে সঙ্ক্যাংশের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন । প্রতি যুগে যুগস্বভাব সিদ্ধি সকল তিন পাদ করিয়া ক্ষয় হইয়া আইসে, আর যুগসঙ্ক্যায় ঐ যুগসিদ্ধি মাত্র এক পাদে অবশিষ্ট থাকে এবং সঙ্ক্যাংশে সেই সঙ্ক্যাসিদ্ধির এক পাদ মাত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে । ৪৮-৪৯ ।

সমাঃ স বিংশতিঃ পূর্ণাঃ পর্যটনং বৈ বস্তুকরাম্ ।  
 অসু কষন্ স বৈ সেনাং সবাঞ্জি-রথ-কুঞ্জরাম্ ॥ ৫২ ॥  
 প্রগৃহীতায়ুধৈর্কিপ্রৈঃ শতশোহং সহস্রশঃ ।  
 স তদা তৈঃ পরিরতো স্লেচ্ছান্ হন্তি সহস্রশঃ ॥ ৫৩ ॥  
 স হত্বা সর্কশশ্চৈব রাজতস্তান্ শূদ্রযোনিজান্ ।  
 পাষণ্ডাস্ত ততঃ সর্কান্ নিঃশেষং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ৫৪ ॥

কলিয়ুগের অন্তে যখন এইরূপ সন্ধ্যাংশ কাল উপস্থিত হইবে,  
 তখন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যিনি প্রেমিতি নামে জন্মগ্রহণ করেন,  
 তিনি অসাধু ভূতগণের নিধন নিমিত্ত শাস্তা হইয়া সোমশর্ম্ম  
 নামক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন । তিনি পূর্ণ বিংশতি  
 বৎসর পৃথিবীতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া রথবাজি-কুঞ্জর-  
 সমন্বিত সৈন্য সংগ্রহ করিবেন । পরে গৃহীতাস্ত্র ব্রাহ্মণগণ ও  
 সেই সকল সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সহস্র সহস্র স্লেচ্ছ-  
 গণকে নিহত করিবেন এবং শূদ্র রাজগণকে ও সকল বৈদিক-  
 মার্গবিহীনগণকে নিঃশেষ করিবেন এবং যাহারা অতিশয়  
 ধর্ম্মপরায়ণ নহে, তাহাদিগকেও নিহত করিবেন । আর  
 যাহারা বর্ণবিপর্য্যয়ে জন্মিয়াছে দেখিবেন, তাহাদিগকে ও

নাত্যর্থং ধার্মিক্যে যে চ তান্ সৰ্গান্ হন্তি সৰ্বতঃ ।  
 বৰ্ণব্যত্যাগজাতাশ্চ যে চ তান্নুজীবিনঃ ॥ ৫৫ ॥  
 প্রবৃত্তচক্রে বলবান্ ক্লেচ্ছানামন্তরুণং ন তু । .  
 অধ্বাষ্যঃ সৰ্গভূতানাং চচারাথ বস্তুকরাম্ ॥ ৫৬ ॥  
 মানবস্য তু নোহশেন দেবশ্চেহ বিজজিৎবান্ ।  
 পূৰ্ণজন্মনি বিষ্ণোস্তু প্রমিতির্নাম বীৰ্য্যবান্ ॥ ৫৭ ॥  
 গোত্রতো বৈ চন্দ্রমসঃ পূৰ্ণে কলিয়ুগে প্রভুঃ ।  
 দ্বাত্রিংশেহভ্যুদিতে বর্ষে প্রক্রান্তো বিংশতিঃ সমাঃ ॥ ৫৮ ॥

তাহাদিগের অনুজীবীগণকে বিনাশ করিয়া চতুর্দিকে স্বীয়  
 ঈশ্বা প্রচারিত করিয়া, ক্লেচ্ছগণের বিনাশ সাধন করি-  
 বেন। পরে সকল ভূতগণের অধ্বাষ্য হইয়া, পৃথিবী পরিচরণ  
 করিবেন। ৫০-৫৬। যিনি পূৰ্ণজন্মে প্রমিতি নামে ছিলেন, তিনি  
 বিষ্ণু ও মানবের অংশে কলিয়ুগ পূর্ণ হইলে, সোমশশ্ননামক  
 ব্রাহ্মণগোত্রে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি এইরূপে বিংশতি  
 বৎসর পর্য্যটন করিয়া, শত সহস্র প্রাণীর বিনাশ সাধন  
 করিবেন এবং পরস্পর নিমিত্তভূত আকস্মিক কোপ উৎপা-  
 দনে সকল শূদ্র প্রভৃতি অধার্মিকগণকে সংহার করতঃ পৃথি-



বিগ্নিঘ্নন্ সৰ্গভূতানি শতশোহথ সহস্রশঃ ।

কৃহা বীজাবশেষান্তু পৃথিবীং ক্রুরকৰ্ম্মণা ॥ ৫৯ ॥

পরম্পরনিগিতেন কোপেনাক্রমিকেন তু ।

ন গাধয়িত্বা ব্রহ্মলান্ প্রায়শস্তান পার্মিকান্ ॥ ৬০ ॥

গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে স্থিতিং প্রাপ্তঃ সহানুগঃ ॥ ৬১ ॥

ততো ব্যতীতে কালে তু সামাত্যঃ সহসৈনিকঃ ।

উৎসাদ্য পার্শ্ববান্ সৰ্গান্ স্লেচ্ছাংশৈচব সহস্রশঃ ।

তত্র সঙ্ক্যাংশকে কালে মম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে ॥ ৬২ ॥

বীকে বীজশেষ করিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থলে সান্নিধ্যের অব-  
স্থান করিবেন। ৫৭-৬১। তাহার পর কিছু দিন গত হইলে, অমাত্য  
ও সৈনিকগণের সহিত মিলিত হইয়া সহস্র সহস্র স্লেচ্ছ ও  
রাজগণকে উৎসাদিত করিবেন। এইরূপে কোনও স্থলে  
প্রজা অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, যখন সঙ্ক্যাংশ উপস্থিত  
হইবে; তখন সেই অবশিষ্ট প্রজাগণ উচ্ছৃঙ্খল ও লোভাবিষ্ট  
হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিশ্বাস জন্মাইয়া পরস্পরের  
হিংসায় প্রবৃত্ত হইবে। যুগের প্রভাববলে পৃথিবী অরাজক  
হইলে চতুর্দিকে সংশয় উপস্থিত হইবে; তখন অবশিষ্ট

স্থিতাশ্চল্লাবশিষ্টান্মু প্রজাহ্নিহ কচিং কচিং ।  
 অপ্রগ্রহাস্ততস্তা বৈ লোভাবিষ্টাস্ত কংসশঃ ॥ ৬৩ ॥  
 উপহিংসন্তি চান্যোন্ম্যং প্রনিপত্য পরস্পরম্ ।  
 অবাঙ্ককে যুগবশাং সংশয়ে ননুপস্থিতে ॥ ৬৪ ॥  
 প্রজাস্তা বৈ ততঃ সর্কীঃ পরস্পাবভয়াদ্দিতাঃ ।  
 ব্যাকুলাশ্চ পরিভ্রান্তাস্তজ্জ্বা দারান্ গৃহাণি চ ॥ ৬৫ ॥  
 স্বান্ প্রাণাননপেক্ষন্তে। নিকারুণ্যাঃ স্তূঃখিতাঃ ।  
 নষ্টে শ্রৌতে স্মার্তধর্ম্মে পরস্পরহতাস্তদা ॥ ৬৬ ॥

প্রজাগণ পরস্পরে ভয়ান্ত হইয়া, স্বীয় পত্নী গৃহ প্রভৃতি পরি-  
 ত্যাগ করতঃ নির্দয় হৃদয়ে আপন প্রাণে পর্য্যন্ত আস্তা পরি-  
 ত্যাগ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে  
 থাকিবে । সে সময় শ্রৌত-স্মার্তাদি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে, স্তূতরাং  
 তখন পরস্পরে নিহত হইতে থাকিবে ও আপন মর্যাদাবিহীন  
 হইবে । তাহাদিগের স্নেহ বা লজ্জা কিছুই থাকিবে না, ধর্ম্ম  
 বিনষ্ট হইলে তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িবে ও এতাদৃশ হ্রস্ব  
 হইবে যে, পঞ্চবিংশতি অঙ্গুলি পরিমিত তাহাদের আকার  
 হইবে এবং স্বীয় পুত্রদারাদি পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত বিবাদে

নির্ম্মর্যাদা নিরাক্রান্তা নিঃস্নেহা নিরপত্রপাঃ ।

নষ্টে ধৰ্ম্মে প্রতীহতা হ্রস্বকাঃ পঞ্চবিংশকাঃ ॥ ৬৭ ॥

হিহা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ বিবাদব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ।

অনারুষ্টিহতাস্চৈব বার্তামুৎসৃজ্য দূরতঃ ॥ ৬৮ ॥

প্রত্যন্তানুপগেবন্তে হিহা জনপদান্ স্বকান্ ।

সরিংসাগরকূপাংস্তে সেবন্তে পৰ্ব্বতাংস্তথা ॥ ৬৯ ॥

ইতি পঞ্চমোহংশঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইবে। তখন অনারুষ্টি হইতে থাকিবে ;

তাহাতে তাহারা সাতিশয় পীড়িত হইয়া স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ

করতঃ স্বীয় জনপদ ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছ দেশে গমন করিবে

এবং সরিংসাগর কূপ পৰ্ব্বত প্রভৃতি আশ্রয় করিবে । ৬২-৬৯ ।

পঞ্চম অংশ সমাপ্ত ।

ইতি লিঙ্গপুরাণোক্ত কলি-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ ।

## ষষ্ঠোঃশঃ ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

কলেঃ পঞ্চসহস্রঞ্চ বর্ষং স্থিত্বা চ ভারতে ।

অগ্ন্যুস্তত্র সরিৎরূপং বিহায় শ্রীহরেঃ পদং ॥ ১ ॥

যানি সর্বাণি তীর্থানি কাশীরূপাবনং বিনা ।

যাগ্যস্তি সার্কং তাভিচ্চ বৈকুণ্ঠধামজয়া হরেঃ ॥ ২ ॥

শালগ্রামহরেমুর্তির্জগন্নাথশ্চ ভারতং ।

কলের্দশসহস্রান্তে বযৌ ত্যক্ত্বা হরেঃ পদং ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! সরস্বতী, গঙ্গা, প্রভৃতি  
যাহারা নদীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহারা সকলেই  
কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করিয়া  
তৎপরে সরিৎরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম  
দয়াময় শ্রীহরির সমীপে গমন করিবেন । ১ । এতদ্ভিন্ন অগ্ন্যু  
সমস্ত তীর্থই শ্রীহরির আজ্ঞাক্রমে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে,  
কেবল কাশী ও বৃন্দাবন মাত্র স্থায়ী হইবে । ২ । শ্রীহরির  
মূর্ত্তিময়ী যে শালগ্রামশিলা ও দেব জগন্নাথ ভারতে অবস্থান

বৈষ্ণবাশ্চ পুবাণানি শঙ্খাশ্চ শ্রাদ্ধতৰ্পণং ।

বেদোক্তানি চ কৰ্ম্মাণি বযুতৈঃ নার্কমেব চ ॥ ৪ ॥

হরিপূজা হরেনাম সঙ্কীৰ্ত্তিৰ্গণকীৰ্ত্তনং ।

বেদাঙ্গানি চ শাস্ত্রাণি বযুতৈঃ নার্কমেব চ ॥ ৫ ॥

সত্বঞ্চ সত্যং ধৰ্ম্মশ্চ বেদাশ্চ গ্রাম্যদেবতাঃ ।

ব্রতং তপস্যানশনং বযুতৈঃ নার্কমেব চ ॥ ৬ ॥

বামাচাররতাঃ সৰ্গে মিথ্যা কাপট্যমংঘুতাঃ ।

করিতেছেন, ইষ্টারাও কলির দশ সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলেই  
ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া নৈকুঠধামে গমন করিবেন । ৩।  
কি বিষ্ণুপরায়ণ মানবগণ, কি অষ্টাদশ পুরাণ, কি শঙ্খ,  
কি শ্রাদ্ধ, কি তৰ্পণ, কি অন্যান্য বেদোক্ত কৰ্ম্ম সমস্তই ভাবে-  
তকে পরিত্যাগ করিবে । ৪। অবিক কি, হরিপূজার প্রসঙ্গ ও  
থাকিবে না। হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন, হরিগুণ গান ও বেদাঙ্গ  
শাস্ত্র সমুদায় কিছুই থাকিবে না । ৫। সত্বগুণ, সত্য,  
ধৰ্ম্ম, বেদ, গ্রাম্য দেবতা, ব্রত, কোন পুণ্যকার্যার্থ উপবাস  
ও সৰ্ব্বপ্রকার তপস্যা সমস্তই বিরলপ্রচার হইবে । ৬।  
লোকমাত্রেই আচারভ্রষ্ট, মিথ্যা ও কপটতার পরিপূর্ণ,

তুলসীবর্জিতা পূজা ভবিষ্যন্তি ততঃপরং ॥ ৭ ॥  
 একদশীবহীনাশ্চ সর্কে ধর্মবিবর্জিতাঃ ।  
 হরিপ্রসঙ্গবিমুখাঃ ভবিষ্যন্তি ততঃপরং ॥ ৮ ॥  
 শঠাঃ ক্রূরা দান্তিকৃ-চ মহাহংসারনংবুতাঃ ।  
 চৌরাশ্চ হিংসকাঃ নরৈ ভবিষ্যন্তি ততঃপরং ॥ ৯ ॥  
 পুংসো ভেদশ্চ স্ত্রীভেদো বিবাহো বাপি নিগয়ঃ ।  
 স্বস্থানিভেদা বস্তুনাং ন ভবিষ্যতি তৎপরঃ ॥ ১০ ॥  
 সর্কে জনা স্ত্রীবশাশ্চ পুংশ্চল্যাশ্চ গৃহে গৃহে ।

এবং তুলসী পরিত্যাগপূর্বক পূজায় আসক্ত হইবে। ৭।  
 একাদশীর প্রসঙ্গও থাকিবে না। সত্য ধর্ম বিলুপ্ত হইবে।  
 হরিকথার উল্লেখ হইলে মুখ পরিবর্তন করিবে। ৮। ব্যক্তি-  
 মাত্রেই শঠ, ক্রূর, দান্তিক, অত্যন্ত অহঙ্কারী হইবে এবং  
 চৌর্য্যব্রতপরায়ণ ও পরশ্রীকাতর হইয়া ছুখে কালযাপন  
 করিবে। ৯। স্ত্রীপুরুষ ভেদ তিরোহিত হইবে, স্ত্রুতরাং  
 বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটয়া উঠিবে। কে কোন বস্তুর স্বামী,  
 তাহার কিছুই নির্ণয় থাকিবে না। ১০। পুরুষমাত্রেই স্ত্রীজ-  
 নের একান্ত বশীভূত হইবে। কোন গৃহেই পুংশ্চলীর

তর্জ্জনৈর্ভংগনৈঃ শ্বশ্রুং স্বামিনং তাড়য়ন্তি চ ॥ ১১ ॥

গৃহেশ্বরী চ গৃহিণী গৃহীভূত্যাধিকোহধমঃ ।

চেটীভূত্যাগমৌ বন্ধাঃ শশ্রু চ শ্বশুরস্তথা ॥ ১২ ॥

কর্তারো বণিনো গেহে যোনিঃসম্বন্ধবান্ধবঃ ।

বিদ্যাগমস্বক্টিভিঃ সাদ্ধিং সম্ভাষোপি ন বিদ্যাতে ॥ ১৩ ॥

যথা পরিচিতা লোকান্তথা পুংসশ্চ বান্ধবাঃ ।

সর্বকর্মাঙ্গমাঃ পুংনো যোষিতামাঙ্জয়া বিনা ॥ ১৪ ॥

অভাব থাকিবে না। প্রত্যুত তাহার নিয়ত স্বীয় স্বীয় স্বামিগণের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন এবং ভংগনা করিবে। ১১। গৃহিণী গৃহের ঈশ্বরী অর্থাৎ সর্বময়ী কর্ত্রী হইবেন এবং গৃহস্থ ভূত্যাপেক্ষাও অধম হইয়া থাকিবেন। বধূর নিকট শ্বশুরকে ভূত্যাভাবে এবং শশ্রুকে চেটীভাবে অবস্থান করিতে হইবে। ১২। গৃহস্বামী কেবল গৃহে বসিয়া কর্তৃত্ব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন। যোনি সম্বন্ধ ভিন্ন অর্থাৎ জীপুত্র কন্যা নিবন্ধন সম্বন্ধ ভিন্ন আর কাহারও সহিত বন্ধুত্ব থাকিবে না। বিদ্যাসম্বন্ধী অর্থাৎ যথার্থ বন্ধুপদবাচ্য যে সহোদ্যায়ী তাহার সহিত আলাপমাত্র থাকিবে না। ১৩। যাহার সহি

শ্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিম্যন্তি স্বশাস্ত্রানি বিহার চ ।  
 ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বংশাঃ শূদ্রাণাং সেবকাঃ কলৌ ॥ ১৫ ॥  
 সুপকারা ভবিষ্যন্তি ধাবকা ব্রহ্মবাহকাঃ ।  
 সত্যহীনা জনাঃ সর্বে শস্যহীনা চ যেদিনী ॥ ১৬ ॥  
 ফলহীনাশ্চ তববোহপত্যহীনাশ্চ যোমিতঃ ।  
 ক্ষীরহীনাস্তথা গাব ক্ষীরং সর্পির্কিবজ্জিতং ॥ ১৭ ॥

যেমন পরিচয় থাকিবে, সে সেইরূপ বান্ধব হইবে। অর্থাৎ  
 তত্ত্বের আর কাহারও সহিত কোন বিষয়ে উপকার্য্যকারিতা  
 থাকিবে না। স্ত্রীজনের অনুমতি ভিন্ন পুরুষ কোন কার্য্য  
 করিতে সমর্থ হইবে না। ১৪। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবংশী-  
 যেরা স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি হেয় শ্লেচ্ছ শাস্ত্র  
 পাঠ এবং শূদ্রের দাসত্ব স্বীকার করিবে। ১৫। উহারা  
 পাচক, পত্রবাহক ও বৃষবাহক হইবে। সত্যের প্রসঙ্গও  
 থাকিবে না। পৃথিবী শস্যহীনা হইবেন। তরুগণ ফলহীন  
 হইবে। যোষিৎগণ অপত্যধনে বঞ্চিত হইবেন। ধেনুগণ  
 আর দুগ্ধ প্রদান করিবে না। যাহাও দুগ্ধ হইবে, তাহাও  
 ঘৃতশূণ্য হইবে। দম্পতিপ্রণয় বিরল প্রচার হইবে। গৃহস্থ-



দম্পতী প্রীতিহীনৌ চ গৃহিনঃ সুখবর্জিতাঃ ।

প্রতাপহীনা ভূপাশ্চ প্রজাশ্চ করপীড়িতাঃ ॥ ১৮ ॥

জলহীনা নদাঃ সদ্যো দীর্ঘিকাঃ কন্দরাদয়ঃ ।

ধর্মহীনা পুণ্যহীনা বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥ ১৯ ॥

লঙ্কেষু পুণ্যবান্ কোপি ন তিষ্ঠতি ততঃপরং ।

কুংসিতা বিরূতাকারা নরা নার্যশ্চ বালকাঃ ॥ ২০ ॥

কুবার্ভা কুংসিতশব্দা ভবিষ্যন্তি ততঃপরং ।

কেচিদ্গ্রামাশ্চ নগরা নরশূন্যা ভয়ানকাঃ ॥ ২১ ॥

গণের সুখের লেশমাত্র থাকিবে না। ভূপালগণ প্রতাপপরিশূন্ত হইবেন। অধিক আর কি বলিব, করভারে প্রজাগণের কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। ১৬-১৮। নদ নদী ও দীর্ঘিকা প্রভৃতি সমস্ত জলশূন্য হইবে। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, এই চতুর্ভেদ্যের মধ্যে কাহারও কোন ধর্ম থাকিবে না। সকলেই একেবারে পুণ্যবর্জিত হইবে। ১৯। এমন কি, সে সময় এই জগৎ-সংসার-ভিতরে এক লঙ্কের মধ্যে এক জন মনুষ্য পুণ্যবান্ থাকিবে কি না, সন্দেহস্থল। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক সকলেই অতি কুংসিতাকাব হইবে। ২০। লোকমুখে সর্বদাই কুকথা ও কুংসিত শব্দ

কেচিং স্বল্পকুটীরেণ নরেণ চ সমধ্বিতাঃ ।

অরণ্যানি ভষ্মিষ্যন্তি গ্রামেষু নগরেষু চ ॥ ২২ ॥

অরণ্যবাগিনঃ সর্কে জনাশ্চ করপীড়িতাঃ ।

শস্যানি চ ভবিষ্যন্তি তড়াগেষু নদীষু চ ॥ ২৩ ॥

প্রকৃষ্টানি চ ক্ষেত্রানি শস্যহীনানি তৎপরং ।

হীনাঃ প্রকৃষ্টা ধনিনো বলদর্পসমধ্বিতাঃ ॥ ২৪ ॥

প্রকৃষ্টবংশজা হীনা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ।

প্রযুক্ত হইবে। কোন কোন গ্রাম একেবারে মানব-সমাগম-

শূন্য হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি

প্রবেশ করিতে সাহস করিবে না। ২১। কোন কোন গ্রাম

একমাত্র পর্ণকুটীরে এবং একমাত্র লোকে পর্য্যবসিত হইবে,

এবং গ্রাম ও নগর সকল দুর্গম অরণ্য হইয়া উঠিবে। ২২।

লোক সকল অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াও করভারে নিতান্ত

নিপীড়িত হইবে। ক্ষেত্রে শস্তের অসঙ্গ ও থাকিবে না।

কেবল তড়াগ ও নদ নদীর উপকূলে শস্য উৎপন্ন হইবে। ২৩।

অতি উর্ব্বর ক্ষেত্রসকল শস্যহীন হইবে। প্রবলপ্রতাপ প্রকৃষ্ট

ধনিগণ একেবারে হীনবল ও নির্ধন হইয়া পড়িবে। ২৪।

এই কলিযুগে যাহারা উন্নতকূলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা

অলীকবাদিনো ধূর্তাঃ শঠাশ্চ সত্যবাদিনঃ ॥ ২৫ ॥

পাপিনঃ পুণ্যবস্তৃশ্চাপ্যাশিষ্টঃ শিষ্ট এব চ ।

জিতেন্দ্রিয়া লম্পটাশ্চ পুংশ্চলী চ পতিব্রতা ॥ ২৬ ॥

তপস্বিনঃ পাতকিনো বিষ্ণুভক্তা অবৈষ্ণবাঃ ।

অহিংসকা দয়াযুক্তা চৌরাশ্চ নরঘাতিনঃ ॥ ২৭ ॥

ভিক্ষুবেশধরা ধূর্তা নিন্দন্ত্যপহসন্তি চ ।

ভূতাদিসেবানিপুণা জনানাং মন্দকারিণঃ ॥ ২৮ ॥

নিতান্ত হেয় বলিয়া বিখ্যাত হইবেন এবং ঐহারা ব্রহ্মবাদী  
তঁাহারাই মিথ্যাবাদী, ধূর্ত ও শঠ, বলিয়া পরিগণিত হই-  
বেন । ২৫ । ঐহারা পুণ্যবান্, তঁাহারাই পাপী এবং ঐহারাই শিষ্ট,  
তঁাহারাই অশিষ্ট হইবে । জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ লাম্পট্য কার্যে  
ব্রতী হইবেন এবং পতিপরায়ণা সাক্ষীরা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন  
করিবে । ২৬ । ঐহারা নিরন্তর তপোভ্রষ্টানে তৎপর, ঐহারা  
বিষ্ণুভক্ত ও ঐহারা পরম বৈষ্ণব, তঁাহারাই পাপাচরণ করি-  
বেন । ঐহারা হিংসাক্ষমবর্জিত এবং ঐহাদিগের হৃদয় দয়া-  
ধর্ম্মে পরিপূর্ণ, তঁাহারাই চৌধ্যব্রতে দীক্ষিত এবং নরঘাতক  
হইয়া উঠিবেন । ২৭ । ভিক্ষুবেশধারী ধূর্তগণ অত্রকে নিন্দা  
ও উপহাস করিবে এবং ভূত ও পিশাচাদি সিদ্ধ হইয়া

পূজিতাস্তে ভবিষ্যন্তি বঞ্চকা জ্ঞানদুর্কলাঃ ।  
 বামনা ব্যাধিযুক্তাশ্চ নরা নার্য্যশ্চ সর্পতঃ ॥ ২৯ ॥  
 অন্নায়ুষো জরাযুক্তো যৌবনেষু কলৌ যুগে ।  
 পলিতাঃ ষোড়শে বর্ষে মহান্ রুদ্ধস্ত বিংশতো ॥ ৩০ ॥  
 অষ্টবর্ষা চ যুবতী রজোযুক্তা চ গর্ভিনী ।  
 বৎসরাস্তে প্রসূতা স্ত্রী ষোড়শেন জরাশ্রিতা ॥ ৩১ ॥  
 এতাঃ কাচিৎ সহস্রেষু বক্ষ্যাশ্চাপি কলৌ যুগে ।

লোকের অনিষ্টকারী হইবে। ২৮। জ্ঞানদুর্কল অর্থাৎ জ্ঞান-  
 হীন বঞ্চকগণ জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে এবং কি স্ত্রী  
 কি পুরুষ সকলেই ব্যাধিযুক্ত হইয়া নিতান্ত খর্ব্বাকৃতি হইয়া  
 দিনাতিপাত করিবে। ২৯। ফলতঃ লোক সকল এই কলি-  
 যুগে অল্পজীবী হইয়া অল্পবয়সেই জরাগ্রস্ত হইয়া উঠিবে।  
 এমন কি ষোড়শবর্ষে কেশ সকল শুক্লবর্ণ হইবে এবং বিংশতি-  
 বর্ষে বার্কিক্যের পরসীমা থাকিবে না। ৩০। কণ্ঠাগণ অষ্টম-  
 বর্ষে পদার্পণ করিলে রজস্বলা যুবতী ও গর্ভবতী হইবে। সংবৎ-  
 সর অতীত না হইতে হইতেই আর একটা সন্তান প্রসব করিবে  
 এবং ষোড়শবর্ষে শরীর জরাজীর্ণ হইয়া পড়িবে। ৩১। এই যুগে

কন্যাবিক্রয়িনঃ সৰ্বে বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥ ৩২ ॥

মাতৃজারাবধূনাঞ্চ জারোপার্জনভক্ষকাঃ ।

কন্যানাং ভগিনীনাঞ্চ জারোপার্জনজীবিনঃ ॥ ৩৩ ॥

হরেনান্যবিক্রয়িনো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ।

স্বয়মুৎসৃজ্য দানঞ্চ কীর্তির্কর্দ্বনহেতবে ॥ ৩৪ ॥

সহস্রের মধ্যে একটা রমণী বন্ধা হয় কি না সন্দেহস্থল । বিশেষতঃ চারিবর্ণের মধ্যে কেহই কন্যাবিক্রয়ে বিমুখ থাকিবে না । ৩২ । অধিক কি, প্রায় অধিকাংশই জননী, নিজপত্নী, নিজবধূ নিজকন্যা ও নিজভগিনীর জারসংযোগের লব্ধধন লইয়া জীবন যাপন করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র মান হানি বোধ করিবে না । ৩৩ । কলিযুগে হরিনাম বিক্রয় করিয়া অর্থাৎ হরিসঙ্কীৰ্ত্তন জন্ত অর্থ লইয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে । যশস্বী হইব বলিয়া লোককে ধনাদি দান করিবে ; কিন্তু তৎপরক্ষণেই আবার মনে মনে আন্দোলন করিয়া তাহার অশ্রুচাচরণে প্রবৃত্ত হইবে । দেবতার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ও শূক-কুলের নিমিত্ত অশ্রুর কৃত বৃত্তিচ্ছেদের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং যে বৃত্তি নির্দেশ করিবে, তাহাও ছেদন করিবে ।

তৎপশ্চান্মননালোচ্য স্ময়মূলজয়িম্যতি ।

দেবরতিং ব্রহ্মরতিং ব্রতীং কুলস্য চ ॥ ৩৫ ॥

স্বদত্তাং পরদত্তায়া সৰ্গনুল্লজয়িম্যতি ।

কন্যাকাগামিনঃ কেচিৎ কোচিচ্চ স্বশ্রুগামিনঃ ॥ ৩৬ ॥

কেচিৎপুত্রগামিনশ্চ কেচিচ্চ সৰ্গগামিনঃ ।

ভগিনীগামিনঃ কেচিৎ নপত্নীগাতৃগামিনঃ ॥ ৩৭ ॥

ভাতৃজায়াগামিনশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ।

অগম্যাগমনৈকৈব করিষ্যন্তি গৃহে গৃহে ॥ ৩৮ ॥

আত্মযোনিং পদিত্যজ্য দিঃরিম্যন্তি সৰ্গতঃ ।

পত্নীনাং মিথ্যৈৗ নাস্তি ভৰ্গুণাঞ্চ কলৌ যুগে ॥ ৩৯ ॥

সকলেই পাপী হইবে অর্থাৎ কেহ কন্যাকাগামী, কেহ বা স্বশ্রুগামী হইবে। ৩৫-৩৬। কেহ পুত্রবধূ গমন করিবে, কাহারও কোন গমনই অবশেষ থাকিবে না। কেহ ভগিনী গমন, কেহ বা ভিমাভরণ, কেহ বা ভাতৃজায়া গমন ; এইরূপে প্রতিগৃহেই সকলে অগম্যাগমন করিবে। ৩৭-৩৮। স্বীয় ভাৰ্য্যাগমন পরিত্যাগ করিয়া সকলে পরদার হরণে প্রবৃত্ত হইবে। ইহাও সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, কে কাহার

প্রজানাক্ষৈব গ্রামাণাং বস্তুনাঞ্চ বিশেষতঃ ।

অলীকবাদিনঃ সর্সে সর্সে চৌবাশ্চ লম্পট্টাঃ ॥ ৪০ ॥

পরস্পারং হিংসকাশ্চ সর্সে চ নরঘাতিনঃ ।

ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বংশা ভবিষ্যন্তি চ পাপিনঃ ॥ ৪১ ॥

লাক্ষা লৌহরসানাক্ষ ব্যাপারং লবণশ্চ চ ।

দ্রুমবাহা বিপ্রবংশাঃ শূদ্রানাং শবদাহিনঃ ॥ ৪২ ॥

পত্নী এবং কে কাহার স্বামী, এ যুগে তাহার কিছুই নির্গল থাকিবে না। ৩৯। বিশেষতঃ কে কাহার প্রজা এবং কোন্ গ্রাম কাহার অধিকৃত, তাহার স্থিরতা থাকা সুকঠিন হইবে। সকলেই মিথ্যাবাদী। সকলেই তক্ষর এবং সকলেই লম্পট হইয়া উঠিবে। ৪০। অধিক কি, কলিযুগে কেহ কাহার ঘেঁষ করিতে ক্রটি করিবে না। সকলেই হত্যাকারী হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবংশীয়দিগের পাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। ৪১। ব্রাহ্মণবংশীয়েরা লাক্ষা, লৌহ, তৈল ও লবণ বিক্রয় আরম্ভ করিয়া ষণ্-পরোনাস্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে এবং বৃষ চালনে ও শূদ্রদিগের শব বহনে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠিত হইবে না। ৪২।

শূদ্রাঃভোজিনঃ সৰ্কে সৰ্কে চ ব্রহ্মলীরতা ।

পঞ্চপৰ্শপরিভ্যক্তাঃ কুহুবাভ্রৌ চ ভোজিনঃ ॥ ৪৩ ॥

যজ্ঞসূত্রবিহীনাশ্চ সঙ্ক্যাসৌচবিহীনকাঃ ।

পুংশ্চলীৰ্দ্ধা বাবীরা কুটনী চ রজস্বলা ॥ ৪৪ ॥

বিপ্রাণাং রন্ধনাগারে ভনিষান্তি চ পাচিকাঃ ।

অন্নানাং নির্গয়ো নাস্তি যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪৫ ॥

আশ্রমানাং জনানাঞ্চ সৰ্কে স্বেচ্ছাঃ কলৌ যুগে ॥ ৪৬ ॥

বিপ্রগণ সকলেই শূদ্রান্ন ভোজন ও যোগ্যগমন করিবেন । পঞ্চ  
পৰ্শদিনে ভোজন করা দূরে থাকুক্ অমাবস্থা রজনীও পরি-  
ভ্যক্ত হইবে না ; সূতরাং নানাবিধ প'পগ্রস্ত হইয়া কালযাপন  
করিবে । ৪৩ । যজ্ঞসূত্র ধারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত কষ্ট-  
জনক হইয়া উঠিবে, কি প্রাতঃকাল, কি সায়াঃকাল কোন  
কালেই সঙ্ক্যোপাসনার প্রসঙ্গও থাকিবে না, সৰ্বদা শুচি অর্থাৎ  
পবিত্রতাব একেবারে তিরোহিত হইবে । পুংশ্চলী অর্থাৎ বেশা,  
একান্ত বৃদ্ধা, অবীরা, কুটনী ও রজস্বলা স্ত্রী, ইহারা ই\*ব্রাহ্মণ-  
গণের রন্ধনাগারে পাচিকা হইবে । বিশেষতঃ অন্নবিচার  
বা যোনিবিচার কিছুই থাকিবে না । কি আশ্রমবাসী, কি  
অপর, সাধারণতঃ সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবে । ৪৪-৪৬ ।



এবং কলৌ নংপ্রাপ্তে নরো হুয়া ভবেৎ ।

হস্তপ্রমাণে রক্ষে চাঅষ্টমানে চ মানবে ॥ ৪৭ ॥

বিপ্রাণ্য বিষ্ণুশশনঃ পুত্রঃ কক্ষাং কাম্যতি ।

নারায়ণকলাংশচ ভগবান্ নারায়ণ ধরো ॥ ৪৮ ॥

দীর্ঘেন করবালেন দীর্ঘঘোচ কাম্যতঃ ।

শ্লেচ্ছশূন্যাক পৃথিবীং ত্রিভাত্রে কাম্যতি ॥ ৪৯ ॥

নিশ্লেচ্ছাং বসুধাং কৃত্বা অন্তর্কানং কাম্যতি ।

হে বৎস নারদ ! এইরূপে কলি, স্বার অধিকার বিস্তার করিলে  
জগৎসংসার শ্লেচ্ছসমূহে পরিপূর্ণ হইবে, বৃক্ষনকল হস্তপ্রমাণ  
হইবে এবং মানব সকল অসুখপ্রাপ্ত হইবে । ৪৭ । ঐ সময়  
কলিগণের অগ্রগণ্য ভগবান্ নারায়ণ কলৌমূর্ত্তি ধারণ করিয়া  
সমুদ্রগ্রামনিবাসী বিষ্ণুশশা নামক ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া স্বীষ  
অংশে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন । ৪৮ । কক্ষাদেব এই প্রকারে  
ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াই সুদীর্ঘ এক ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক  
দীর্ঘাকার এক করবাল ধারণ করিয়া ত্রিভাত্রমধ্যে একেবারে  
সমস্ত পৃথিবী শ্লেচ্ছশূন্য করিতে ক্রটি করিবেন না । ৪৯ । এই-  
রূপে ধরা শ্লেচ্ছশূন্য হইলে তিনি অন্তর্কান করিবেন । পৃথিবী

অরাজকী চ বসুধা দম্যগ্রস্তা ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥  
 স্থলপ্রমাণঃ স্তুত্বাত্রং বসুধাপ্লুত্বা নহী ।  
 লোকশূন্যা রক্ষশূন্যা গৃহশূন্যা ভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥  
 ততশ্চ দ্বাদশাদিত্যাঃ করিষ্যন্ত্যনরং নুনে ।  
 প্রাপ্নোতি শুকতাং পৃথুসমা তেযাঞ্চ তেজসা ॥ ৫২ ॥  
 কলৌ গতে চ দুর্দ্ধবে সংপ্রভতে ক্রতে যুগে ।  
 তপঃ সত্যসমাসুজ্ঞো ধর্ম্মং যোগো ভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

অরাজক এবং ঘোরতর দম্যগ্রস্তে পতিতা হইবেন । ৫০ ।  
 তখন উপর্যাপরি অনবসত ছন্দরাত্রি মুবলধারে বৃষ্টি হইয়া পৃথিবী  
 প্লাবিত হইবে । লোক, লোকালয় ও বৃক্ষাদি কিছুই থাকিবে  
 না । ৫১ । তৎপরে দ্বাদশ দিবাকর সমুদিত হইবে । ঐ দ্বাদশ  
 আদিত্যের কবজালে প্রারায় পৃথিবী শুক হইয়া যাইবে । ৫২ ।  
 এইরূপে অতি ভীষণ বলিকাল অতীত হইলে, পুনর্কাল কৃত-  
 যুগের অর্থাৎ সত্য যুগের আদির্ভাব হইবে । তখন পুনরাব-  
 তপোমুষ্ঠান, সত্যকথন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া  
 উত্তিবে । ৫৩ ।

নারায়ণ উবাচ ।

ইত্যেতৎ কথিতং বৎস কলিমাহাত্ম্যমুত্তমং ।

পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি কলিদোষৈর্ন বাধ্যতে ॥ ৫৪ ॥

প্রাতরি পঠিতে বৎস নক্ষত্রং পাতকং হরেৎ ।

সন্ধ্যায়াম্ পঠিতে চৈব দিবা পাপবিনাশনং ॥ ৫৫ ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তোক্তকলিমাহাত্ম্যং ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে বৎস নারদ ! এই আমি তোমার নিকট অতুহন্য কলিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম । ইহা পাঠ করিলে অথবা অশ্রু দ্বারা পাঠ করাইলে তাহাকে কলিদোষে লিপ্ত হইতে হয় না । ৫৪ । হে বৎস ! ইহা প্রভাতে পঠন করিলে ত্রাত্তিকৃত পাপ এবং সন্ধ্যাকালে পাঠ করিলে দিবাকৃত পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৫৫ ।

ইতি বৰ্ঠ অংশ সমাপ্ত ।

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তোক্ত কলিমাহাত্ম্য







